প্রবীণ প্রচারবিদ্

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু।

—সংগঠনে—

প্রযোজনা : শ্রীসলিলকুমার মিত্র

সত্ত্বাধিকারী : ষ্টার থিয়েটার

রচনা ও পরিচালনা : শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্যপট ও আলোক : শ্রীঅনিলকুমার বসু

সুরকার : শ্রীকালিপদ সেন

গীতিকার : শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

—ঃ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ঃ—

পুরুষ

সুরজিৎ—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
ইন্দ্রজিৎ—শৈলেন মুখোপাধ্যায়
বিশ্বজিৎ—প্রেমাংশু বসু
প্রসেনজিৎ—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য
সনাতন—শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়
সমীরণ—শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়
ঝুনঝুনওয়ালা—শ্যাম লাহা
ভোম্‌লা—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরাজগোপালন্—পঞ্চানন ভট্টাচার্য
ভুবন হালদার—সুশীল দে
হীরু হালদার—সুখেন দাস
মনোহর—অলক দাশগুপ্ত
শঙ্করনারায়ণ—পঙ্কজ ভট্টাচার্য
মিঃ চ্যাটার্জী—লোকনাথ চন্দ্র
অনিমেষ—রবীন বসু
বামন দাস—শৈলেন ভট্টাচার্য
গুজরাটি ভদ্রলোক—সুশীল বসু
জনৈক গায়ক—তাপস চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য ভূমিকায় ঃ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, বিষ্ণু সেন, শান্তি দাশগুপ্ত, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, কানু চক্রবর্তী, মলয় বিশ্বাস ও বীরেন দাস

স্ত্রী

ভবানী—অপর্ণা দেবী
শর্মিলা—সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়
শুভলক্ষ্মী—বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়
সুপর্ণা—নীলিমা দাস
মেরী লরেন্—জ্যোৎস্না বিশ্বাস
চামেলী—গীতা দে
প্রমদাসুন্দরী—আশা দেবী
সৌদামিনী—অশোকা দাশগুপ্তা
অলকা—ভারতী বসু
মহিলা যাত্রী—শৈল দেবী

নেপথ্য কর্মীগণ

স্মারক :

বাদল রায় ও সুবল দত্ত

রূপসজ্জাকর :

ফর্‌হাদ হোসেন

যন্ত্রীসংঘ :

শচীন বসু, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ কুণ্ডু, বাসু রায়, জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফণী বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ বসাক

বেশকার :

বটকৃষ্ণ দে, বিজয় পোড়ে, কালিপদ দাস ও কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী

মঞ্চমায়াকর :

অনিল দাস, বলাই অধিকারী, ভগীরথ মিস্ত্রি, ভূষণচন্দ্র সামন্ত, দীপেন্দ্রকুমার দাস, দীপেনকুমার ঘোষ, যুগলকিশোর গুঁই, মণীন্দ্রচন্দ্র দাস, মহম্মদ নাসিরুদ্দিন, নিমাইচন্দ্র দাস, পাঁচুগোপাল বসু, সন্তোষ সরকার ও শশীভূষণ দাস

আলোক-সম্পাতকারী :

অজিতকুমার সাহা, বৈদ্যনাথ সেন, বঙ্কিমচন্দ্র দাস, ভানু মুখোপাধ্যায়, জলধর পান, জিতেন্দ্রনাথ পাল, কানাইলাল ধর, মণীন্দ্রনাথ দে ও মণীন্দ্রনাথ ঘোষ

শব্দ-প্রক্ষেপণকারী :

শ্রীদুলালচন্দ্র মল্লিক

একদা অখণ্ড ভারতের যে রীতিনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিল, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর, তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশ যেমন বিভক্ত হয়েছে, তেমনি বিভেদ দেখা দিয়েছে—সমাজ ও সংসারের সর্বস্তরে। কতকগুলো নতুন আইনের ফলে, নতুন সমস্যায় আজ আমরা বিব্রত। এ বিড়ম্বনার কারণ, যে আইনগুলি মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে—আমরা তাকে যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। ফলে, সমাজ-জীবনের প্রতিপদে সংঘাত দেখা দিয়েছে। আজ আমরা সবকিছুর মূল্যায়ণ করতে বসেছি, অর্থ দিয়ে। অন্তর দিয়ে নয়। কিন্তু অন্তর যেখানে শূন্য—অর্থ যে সেখানে পরমার্থ নয়, এই বক্তব্যই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, 'শর্মিলা' নাটকের মাধ্যমে।

নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে ও পাণ্ডুলিপি রচনার কাজে দক্ষনট্ শ্রীযুক্ত অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ প্রবাল সেনগুপ্ত ও শ্রীমান্ সুবল দত্ত আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নাটক প্রকাশের শুভক্ষণে তাঁদের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি। আর সেইসঙ্গে স্মরণ করি, ষ্টার থিয়েটারের নটনটীদের, যাঁরা আমার কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে, 'শর্মিলা'কে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

বিনীত

দেবনারায়ণ গুপ্ত

শর্মিলা

—চরিত্র—

পুরুষ ঃ

সুরজিৎ	ঃ	জনৈক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী
ইন্দ্রজিৎ	ঃ	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
বিশ্বজিৎ	ঃ	ঐ মধ্যম পুত্র
প্রসেনজিৎ	ঃ	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
সনাতন	ঃ	সুরজিতের বন্ধু ও সমীরণের বড় ভগ্নীপতি
সমীরণ	ঃ	সনাতনের শ্যালক
শঙ্করনারায়ণ	ঃ	সুরজিৎবাবুর ভাড়াটিয়া
মনোহর	ঃ	সুরজিৎবাবুর কর্মচারী
শ্রীগোপালন্	ঃ	ইন্দ্রজিতের শ্বশুর, শুভলক্ষ্মীর বাবা
ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা	ঃ	জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসাদার
মিঃ চ্যাটার্জী	ঃ	জনৈক ইন্‌জিনিয়ার
বামনদাস	ঃ	প্রমদাসুন্দরীর দূরসম্পর্কের আত্মীয়
অনিমেষ	ঃ	বিশ্বজিতের বন্ধু
ভোম্‌লা	ঃ	সুরজিৎবাবুর ভৃত্য
ভুবন হালদার, হীরু হালদার		কালীঘাটের পাণ্ডাদ্বয়

গুজরাটি ভদ্রলোক, ড্রাইভার, জনৈক গায়ক, বিশ্বজিতের বন্ধুগণ, কালীঘাটের যাত্রীগণ, পাণ্ডাগণ ও পুলিশ অফিসার

স্ত্রী ঃ

সর্বাণী	ঃ	সুরজিতের স্ত্রী
শুভলক্ষ্মী	ঃ	গোপালনের কন্যা ও ইন্দ্রজিতের স্ত্রী
সুপর্ণা	ঃ	বিশ্বজিতের স্ত্রী
মেরীলরেন	ঃ	প্রসেনজিতের ইংরাজ স্ত্রী
শর্মিলা	ঃ	সুরজিতের কন্যা
প্রমদাসুন্দরী	ঃ	সর্বাণীর মা
সৌদামিনী	ঃ	সনাতনের স্ত্রী
চামেলী	ঃ	সুরজিৎবাবুর বাড়ীর পরিচারিকা
অলকা	ঃ	সুপর্ণার বান্ধবী

প্রথম অঙ্ক

[একদিনের ঘটনা। সকাল ৯-৯॥০ টা থেকে রাত ৯-৯॥০ টা]

[সুরজিৎবাবুর বাইরের ঘর। তখন বেলা ৯টা সাড়ে ৯টা। ঘরটি আধুনিক আসবাবে সুসজ্জিত। দরজা ও জানালায় পরদা লাগানো। এক পাশে ছোট টেবিলের ওপর একটি টেলিফোন বসানো আছে। অদূরে মনোহর নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি চিঠিপত্র টাইপ করছে। ভোমলা সুরজিৎবাবুর সিগারেট কেশ, দেয়াশালাই, চশমা ইত্যাদি টেবিলের ওপর রেখে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সুরজিৎবাবু প্রবেশ করেন ও সোফায় বসে খাম খুলে খুলে চিঠি বার করে পড়তে থাকেন। সুরজিৎবাবুর বয়স ষাটের উর্দ্ধে। মাথার চুল অর্দ্ধেক পাকা ও অর্দ্ধেক কাঁচা। দেখলে মনে হয়, লোকটি বেশ বাশভারী। মুখে বর্মাচুরুট। মনোহর একটা কাগজ নিয়ে সুরজিৎবাবুর সামনে ধরে।—সুরজিৎবাবু সেটা পড়ে তাতে সই করে দিয়ে বলেন :]

সুরজিৎ ॥ মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে খবর দিয়েছিলে ?

মনোহর ॥ ইঞ্জিনিয়ার বাবু তো ?

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ।

মনোহর ॥ খবর দিয়েছি, তিনি আজই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন।

সুরজিৎ ॥ বাসুদেবপুর ব্রীজ কন্‌ষ্ট্রাকশনের বাড়্‌তি সিমেণ্টগুলোর কি ব্যবস্থা করলে ?

মনোহর ॥ কিছুই করতে পারিনি—এখনও গুদামে আছে।

সুরজিৎ ॥ গোডাউন্ থেকে ওগুলো সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করো।

মনোহর ॥ আজ্ঞে, ঠিক মত দর না পেলে কি করে সরাই বলুন ?

সুরজিৎ ॥ কি একটা প্রাইভেট্ পার্টিকে দেবে ঠিক করেছিলে, তার কি হলো ?

মনোহর ॥ দরে যে বনছে না স্যার—দিই কি করে ? টন প্রতি অন্ততঃ পচিশ টাকা না থাকলে—

সুরজিৎ ॥ দিতে চাইছে কত ?

মনোহর ॥ যা চাইছে, তাতে টন প্রতি টাকা কুড়ি থাকে।

সুরজিৎ ॥ বেশী লাভের আশা না করে, ওতেই দিয়ে দাও। দিনকাল ভাল নয় মনোহর। ওগুলো বেশীদিন গোডাউনে রাখা ঠিক হবে না।

মনোহর ॥ যে আজ্ঞে স্যার, তাহলে পার্টি'ক খবর দিই ?

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ, তাই দাও।

মনোহর ॥ আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বাবু কনষ্ট্রাকশন্ সাইটে আরও দু' লরী সিমেণ্ট্ চেয়ে পাঠিয়েছেন।

সুরজিৎ ॥ দু' লরী নয়, ওটা আরও কিছু বেশী ক'রে পাঠিয়ে দিয়ে, বাকীটা বিক্রী করার ব্যবস্থা কর।

মনোহর ॥ যে আজ্ঞে।

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ—ভাল কথা, ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার কাছে গিয়েছিলে ?

মনোহর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আসছে মাসের গোড়ায় টাকাটা দেবে বলেছে। লোকটার কথার কোনও দাম নেই, ওয়াদার পর ওয়াদা করছে।

সুরজিৎ ॥ করবেই তো। দাম দিয়ে তো কেনে নি যে, কথার দাম রাখবে ? ব্ল্যাকে কিনেছে—সই-সাবুদও নেই—কাগজপত্রও নেই। টাকা না নিয়ে, অত টন লোহা ছাড়ার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তুমি তখন বার বার ইন্‌সিষ্ট্ করাতেই মালটা আমি ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

মনোহর ॥ আজ্ঞে বড়বাবু বল্‌লেন—

সুরজিৎ ॥ কালো বাজারের লেনদেনে দু'পয়সা কম পাও ক্ষতি নেই মনোহর, কিন্তু ফুল্ পেমেণ্ট্ না নিয়ে কোনদিন কাউকে মাল ছাড়বে না। ঝুন্‌ঝুনওয়ালা এখন দয়া করে টাকাটা দেয় ভাল, না দিলেও কিছু বলবার নেই। যাক্—খাতা পেন্সিলটা নিয়ে এসো, একটা ছোট্ট ডিক্টেশন্ আছে—

[মনোহর নিজের ড্রয়ার থেকে খাতা পেন্সিল আনতে যায়। ইতিমধ্যে সুরজিৎবাবুর দারোয়ান একটি কার্ড নিয়ে এসে সুরজিৎবাবুকে দেয়। সুরজিৎবাবু কার্ডটি পড়ে বলেন :]

স্বরজিৎ ॥ উন্‌কো ভেজ্‌ দেও।

[দারোয়ান চলে যায়। এতক্ষণে মনোহর সর্টহ্যাণ্ডের খাতা ও পেন্সিল নিয়ে আসে। স্বরজিৎবাবু ডিক্টেশন্‌ দিতে থাকেন :]

স্বরজিৎ ॥ ওয়াণ্টেড্‌ ইমিডিয়েট্‌লি—

[এরমাঝে দারোয়ানের সঙ্গে জনৈক গুজরাটি ভদ্রলোক প্রবেশ করেন। ভদ্রলোকের পরণে ফিন্‌ফিনে ধুতি, পায়ে পাম্পস্থ, মাথায় কালো টুপি, গায়ে লংকোট, হাতে নানারকমের কয়েকটি আংটি। বয়স চল্লিশের উর্দ্ধে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলেন :]

গুঃ ভদ্রলোক ॥ নমস্তে—

স্বরজিৎ ॥ নমস্তে। বসুন—

[স্বরজিৎবাবু আবার ডিক্টেশন্‌ দিতে থাকেন :]

—লেখো মনোহর,—ওয়াণ্টেড্‌ ইমিডিয়েট্‌লি এন্‌ এজেড্‌ প্রাইভেট্‌ টিউটর ফর্‌ এ গার্ল ষ্টুডেণ্ট্‌ অফ্‌ ইকনমিক্স্‌ (অনার্স) অন্‌ এ সেলারী রূপিজ টু হানড্রেড্‌ পারমান্থ।—এপ্লাই টু,—আমাদের বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে দাও। এই বিজ্ঞাপনটা ইংরেজী ডেইলী কাগজ কটায় পাঠিয়ে দাও—

মনোহর ॥ যে আজ্ঞে স্যার—

[মনোহর নিজের টেবিলে এসে বিজ্ঞাপনটা টাইপ করতে থাকে। স্বরজিৎবাবু গুজরাটি ভদ্রলোককে বলেন :]

স্বরজিৎ ॥ বলুন—

গুঃ ভদ্রলোক ॥ একটি বিশেষ দরকারে আপনার কাছে আসেছে।

স্বরজিৎ ॥ বলুন—

গুঃ ভদ্রলোক ॥ শুনছে, আপনি ষ্টোন লাভার আছেন, তাই কিছু ষ্টোনস্‌ আন্‌ছে—

স্বরজিৎ ॥ আপনি কি ষ্টোনের বিজ্‌নেস্‌ করেন ?

গুঃ ভদ্রলোক ॥ জী হ্যাঁ।

স্বরজিৎ ॥ আপনার দেশ কোথায় ?

স্বরজিৎ ॥ [একটু হেসে] হেঃ—হেঃ, কি যে বলেন! আচ্ছা-আচ্ছা, সে মিউচুয়্যালী যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

শঙ্কর ॥ মিউচুয়্যালীও নয়, যা হোকও নয়—আমার স্পষ্ট কথা—

[কথাগুলি বলে শঙ্কর চলে যান। স্বরজিৎবাবু বিরক্তভাবে ডাকেন :]

স্বরজিৎ ॥ মনোহর! বিজ্ঞাপনটা টাইপ হয়েছে ?

মনোহর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বরজিৎ ॥ যাও, আর দেরী করো না।

[মনোহর কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে, টাইপকরা কাগজগুলো ও ড্রয়ার থেকে কিছু টাকা বার করে নিয়ে চলে যায়। এর মাঝেই গাড়ীর হর্ন শোনা যায়। স্বরজিৎ দরজার কাছে এগিয়ে যান ও অভ্যর্থনা করে বলেন :]

স্বরজিৎ ॥ আসুন-আসুন, বসুন-বসুন মিঃ চ্যাটার্জী—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ [বসতে বসতে] দেখুন মিঃ সরকার এই স্মোকিং হ্যাবিট্‌টা আপনি ছেড়ে দিন। ডাক্তারেরা বলেন—হার্টএ্যাটাকের রোগীদের পক্ষে বেশী স্মোক করা উচিৎ নয়। আপনার শরীরের যা অবস্থা! দু' একটা সিগারেট খেতে পারেন, কিন্তু সিগার খাওয়াটা ঠিক নয়।

স্বরজিৎ ॥ আমিও তা জানি। তবে দেখুন মিঃ চ্যাটার্জী, এটাতো আমার অনেকদিনের অভ্যেস, ছাড়ি কি করে বলুন ? তা যাক—কাল স্পটে ইনস্‌পেকশন্ করতে গিয়েছিলেন নাকি ?

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ গিয়েছিলাম। তবে কাজটা একেবারেই ভাল হচ্ছে না মিঃ সরকার।

স্বরজিৎ ॥ কেন—কেন ?

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ দেখুন, ব্রীজ কনষ্ট্রাক্‌শনের কাজে এতটা ম্যানুপুলেশন্ করা কি ঠিক ? আয়রণ এ্যাণ্ড্ সিমেণ্ট্, যে দুটো ব্রীজ-কনষ্ট্রাকশনের আসল জিনিষ—সেই দুটোতেই গলদ থেকে যাচ্ছে।

স্বরজিৎ ॥ আপনি তো আছেন, নেবেন একটু ব্যবস্থা করে।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ কি ব্যবস্থা করবো ? ধরুন, হঠাৎ যদি ফাটল ধরে—কি আর

কিছু হয়—তাহলে? দেখুন, সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে—এই রকম করে তো কাজ করা উচিৎ। যাই হোক, আপনার ইঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ারদের একটু বলে দেবেন, সেদিকে যেন একটু নজর রাখেন।

সুরজিৎ ॥ নিশ্চয় বলে দেবো। তাছাড়া আমি মনোহরকে বলেও দিয়েছি, স্পটে আরও কিছু বেশী করে সিমেণ্ট পাঠিয়ে দেবার জন্যে। বাই দি বাই—আমার আগের বিল্ দুটো পেয়েছেন?

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ পেয়েছি। তবে এখনও দেখতে পারিনি।

সুরজিৎ ॥ ও দু'টো একটু তাড়াতাড়ি দেখে পাশ করে দিতে পারলে ভাল হয়। একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ চল্ছে, টাকা-পয়সার বড্ড দরকার।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ আচ্ছা দেখবো। তা আমার মেয়ের জন্যে বাড়ীর খোঁজ করেছিলেন নাকি?

সুরজিৎ ॥ খোঁজ আর কোথায় করবো? কোলকাতা শহরে খোঁজ করে কি আর বাড়ী জোগাড় করা যায়? নিজের হাতে যেটা আছে, সেটাই চেষ্টা করছি। নোটিশও দিয়েছি, বলেছি—ছোট ছেলে বিলেত থেকে আসছে, নিজের প্রয়োজনেই ও ফ্ল্যাট্‌টার দরকার। যাই হোক—দেখি কি করতে পারি।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ হ্যাঁ দেখুন, বাড়ী একটা না পেলে, মেয়েটার খুব অসুবিধে হচ্ছে মিঃ সরকার। তা যাক—আমার ওটার কি করলেন?

সুরজিৎ ॥ ওহোঃ। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম—

[ড্রয়ার থেকে কয়েকখানি একশো টাকার নোট ভরা একটি খাম বার করে, সুরজিৎবাবু মিঃ চ্যাটার্জীর হাতে তুলে দেন। মিঃ চ্যাটার্জী বলেন :]

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ কত?

সুরজিৎ ॥ দু' হাজার।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ মাত্র! আমি তো আপনাকে—মানে—

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—সেটা আমার মনে আছে। আবার দু' চার দিনের ভেতরেই ব্যবস্থা করছি। আপনি কাইগুলি আমার ঐ বিল দু'টো যাতে তাড়াতাড়ি পাশ হয়ে যায় একটু দেখবেন।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ দেখবো। এখন চলি?

সুরজিৎ ॥ আসুন।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ নমস্কার—

সুরজিৎ ॥ নমস্কার—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ বাড়ীর কথাটা কিন্তু ভুলবেন না—

সুরজিৎ ॥ না-না—

[মিঃ চ্যাটার্জী চলে যান। সুরজিৎবাবু নিভে যাওয়া চুরুটটি ধরাতে থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী সর্বাণী প্রবেশ করেন। তাঁর গায়ে এক গা গয়না—যা একটু অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কারণ এত গয়না কেউ বাড়ীতে পরে থাকে না। গলায় তিন চার গাছা হার, হাতে সাত-আট গাছা করে চুড়ি, বালা। এরমধ্যে জড়োয়ার গয়নাও আছে। তা ছাড়া ওপর হাতে একটি সোনার চেনের সঙ্গে চুনী-পান্না-হীরে-মুক্তো শোভা পাচ্ছে। নাকে একটা হীরের নাকছবি। পরণে চওড়া পাড় দেশী সাড়ী। হাতে একটা রূপার পানের কৌটা। সর্বাণী ঘরে ঢুকে সুরজিৎবাবুকে চুরুট ধরাতে দেখে বলেন :]

সর্বাণী ॥ বেশ মানুষ যা হোক। বলি, চুরুট যে ধরাচ্ছ—এদিকে যে, বেলা একটা বাজে—সে খেয়াল আছে?

[সুরজিৎবাবু ঘড়ির দেখে বলেন :]

সুরজিৎ ॥ এই যে যাচ্ছি। জানো, একটু আগে এক জহুরী এসেছিল। একখানা হীরে যা দেখালো, তোমায় কি বল্‌বো!

সর্বাণী ॥ আবার হীরে কিনবে?

সুরজিৎ ॥ কিনতে হবে—উপায় নেই। ব্ল্যাকের টাকাগুলোর গতি করতে হবে তো?

সর্বাণী ॥ কিন্তু তোমার অত ব্ল্যাক, আমি আর অঙ্গে ধারণ করতে পারবো না—তা বলে দিচ্ছি।

সুরজিৎ ॥ তা বল্‌লে কি হয়? ঐ যে তোমার হাতে কটা রয়েছে, ওর

সঙ্গেই আর একটা সেট্ করে দেবো। বুঝলে—ব্ল্যাকের টাকা—ব্যাঙ্কে রাখা চলবে না, ইন্‌কাম ট্যাক্সে শো করানোও চলবে না। অথচ রাস্তায় তো আর টাকাগুলো ফেলে দিতে পারি না, তাই কালো টাকাগুলোয় এই-সব কিনে তোমার অঙ্গে তুলে দিই, আর ছেলেদের খেয়াল-খুশী মেটাই।

সর্বাণী ॥ ছেলেদের খেয়াল খুশী মেটানোর ফল তো হাতেনাতে টের পাচ্ছ—এতোতেও তোমার চৈতন্য হচ্ছে না?

সুরজিৎ ॥ হচ্ছে। বুঝতে পারছি ভুল করেছি, ভুল করছি, তবুও দিতে হচ্ছে। দেখ, প্রথম জীবনে টাকার অভাবে বড়ই কষ্ট পেয়েছি। আমি চাই না—ছেলেরাও আমার মত কষ্ট পাক্।

সর্বাণী ॥ তাই বলে ঐ ভাবে মুঠো মুঠো টাকা ওদের হাতে তুলে দেবে?

সুরজিৎ ॥ উপায় কি? কালো টাকাগুলোর গতি তো করতে হবে?

সর্বাণী ॥ কিন্তু ভগবান না করুন, কোনদিন যদি টাকার অভাব হয়—তাহলে সেদিন ওদের কি গতি হবে, সে কথাটা ভেবেছো কি? তিনটি ছেলে তো তিন রকমের। ছোট ছেলেটিকে অত আশা করে ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত পাঠালে, তিন বছরের ওপর বিলেতে থাক্‌লো, ব্যারিষ্টারী পাশ তো করতেই পারলো না, উপরন্তু মেম বিয়ে করে নিয়ে ফিরছে।—বড় মেজকে তো বাড়ীর দু'দিকে দু'টো ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে আলাদা বন্দোবস্ত করে দিয়েছো—আবার ছোটটিকেও যে এই বাড়ীরই একদিক ছেড়ে দেবে—তা কিন্তু হবে না বলে দিচ্ছি। আমি ও মেম-টেমকে নিয়ে এক বাড়ীতে থাকতে পারবো না।

সুরজিৎ ॥ ওর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কথাটা তোমায় বলা হয়নি—ছোটবাবু জানিয়েছেন, মেম-সাহেবকে নিয়ে এ-বাড়ীতে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—তিনি এসে হোটেলে উঠ্‌বেন।

সর্বাণী ॥ তা তো উঠ্‌বেন, কিন্তু তার খরচ জোগাবে কে?

সুরজিৎ ॥ কে আবার? এই হতভাগ্য বাপ, যিনি সকলের সব খরচ জুগিয়ে আসছেন। তাই, ছোট সাহেবের চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোহরকে দিয়ে হোটেলও একটা ঠিক করে রেখেছি।

সর্বাণী ॥ তা খোকা কবে আসবে—তোমায় কিছু জানিয়েছে?

সুরজিৎ ॥ এক্সপেক্টিং এভ্‌রী মোমেন্ট্। আশা করছি, যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে।

সর্বাণী ॥ ছেলেরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারপরে যদি দেখে শুনে বিয়ে করতো, তাহলে বলবার কিছু ছিল না। ইন্দর তবু তোমার অফিসটা দেখা শোনা করছে—কিন্তু আর দু' টি? ওরা জানে, হাত বাড়ালেই তোমার কাছ থেকে টাকা পাবে, তাই ওরা যা খুশী তাই করে বেড়াচ্ছে। টাকা দেওয়া তুমি বন্ধ করো। দরকার নেই আমাদের কালো টাকায়। যাকে সামলাতে পারবে না, সামাল দিতে পারবে না—কি দরকার আমাদের সে টাকায়?

সুরজিৎ ॥ সে কথা আমিও এক একদিন ভাবি সর্বাণী—কিন্তু মনে হয় কি জানো? এতকাল ওদের চাহিদা মিটিয়ে এসে, এখন তা বন্ধ করলে ওদের কষ্ট হবে। তাই অনিচ্ছাস্বত্বেও আমার এই অসুস্থ শরীরে ওদেরই জন্যে আমাকে এখনও টাকার পেছনে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে।

সর্বাণী ॥ ওটা তোমার মোহ।

সুরজিৎ ॥ বল্‌তে পারো। মতিভ্রম, মতিচ্ছন্নও বলতে পারো। মনে হয়, এ মোহ আমার না মরা পর্যন্ত যাবে না।

সর্বাণী ॥ কিন্তু আমি তোমার আগে না মরতে পারলে, আমার কি দুর্দশা হবে ভেবেছো কি?

সুরজিৎ ॥ দুর্দশা? তোমার গায়ে যা রইলো, তাতেই তোমার সারাজীবন চলে যাবে।

সর্বাণী ॥ তা হয়তো যাবে—তবু আমার বড় ভয় হয়।

সুরজিৎ ॥ ভয়! —কেন সর্বাণী?

সর্বাণী ॥ কালো টাকায় যাদের দিয়ে আমি অঙ্গকে আলো করে রেখেছি, ভয় আমার তাদের নিয়েই। আমার মনে হয়, মরার পর এই দেহটার বোধহয় সহজে সৎকার হবে না। মরা পড়ে থাকবে, ছেলেরা হীরে-জহরৎগুলো নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে বসবে। আর তোমার পর যদি মরি, তাহলে তো আর কথাই নেই। আগে আলমারী খোলা হবে, চুলচেরা হিসেব হবে, তারপর আমার গতি হবে। তাই বলছিলাম, তোমার কালো টাকার অগতির গতিকে এবার তুমি মুক্তি দাও—

[কথাগুলি বলে সর্বাণী ঘর ছেড়ে চলে যান। সুরজিৎবাবু বসে বসে ভাবতে থাকেন। ইতিমধ্যে সুরজিতের বড় ছেলে ইন্দ্রজিৎ প্রবেশ করে। তার হাতে একটা ফাইল, পরণে সাহেবী পোষাক। সুরজিৎবাবু তাকে দেখে বলেন :]

সুরজিৎ ॥ বেরুচ্ছো ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ হ্যাঁ।

সুরজিৎ ॥ ঝুন্‌ঝুনওয়ালা এখনও টাকা দেয় নি শুনেছো বোধহয় ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি।

সুরজিৎ ॥ তুমি নিজে একটু তাগাদা করে, টাকাটা আদায়ের চেষ্টা কর।

ইন্দ্রজিৎ ॥ বল্‌ছেন—আমি যেতে পারি, কিন্তু লোকটাকে আমার ভাল বলে মনে হয় না বাবা।

সুরজিৎ ॥ লোকটা যে ভাল নয় তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু অতগুলো টাকাও তো ছেড়ে দেওয়া যায় না।

ইন্দ্রজিৎ ॥ লোকটাকে দেখলেই মনে হয়—আউট্ এ্যাণ্ড্ আউট্ ভিলেন্। ওকে তাগাদা করতেও আমার ভয় করে। দিনকাল ভাল নয়—আমার মনে হয় বাবা, এখন থেকে ষ্ট্রেট্ বিজ্‌নেস্ করাই ভাল।

সুরজিৎ ॥ [হেসে] ষ্ট্রেট্ বিজ্‌নেস্ ! এ-ব্যবসায়ে তাহলে আর করে খেতে হবে না। আমার শরীর খারাপ হবার পর থেকে তুমিই তো অফিস চালাচ্ছো—দেখতেই তো পাচ্ছ—এই কম্পিটিটিভ্ মার্কেটে

যেভাবে টেণ্ডার বার করে কাজ করতে হয় এবং তাতে করে যা মার্জিন থাকে, এরপর রাঘব-বোয়ালদের পেট ভরিয়ে তাহলে আর তোমাদের এ সংসারের চাহিদা মেটাতে পারব না। দেখো, মনোহরকে আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। পারো তো আজ অফিস ফেরৎ নিজে একবার ঝুন্‌ঝুনওয়ালার কাছে যেও।

ইন্দ্রজিৎ॥ আজ তো আমার সময় হবে না বাবা।

সুরজিৎ॥ কেন?

ইন্দ্রজিৎ॥ জামসেদপুর থেকে আমার শ্বশুরমশাই আসছেন চোখ দেখাতে —তাঁকে হাওড়া ষ্টেশনে রিসিভ্ করতে যাবো।

সুরজিৎ॥ ও! হ্যাঁ, শুনছিলাম বটে, তা বেশ। পরেই যেও—

[ইন্দ্রজিৎ চলে যেতে যায়। সুরজিৎবাবু ডাকেন]

হ্যাঁ ভাল কথা, মিঃ চ্যাটার্জী তাঁর মেয়ের জন্যে অনেকদিন থেকে একটা বাড়ীর কথা বলছেন। তা ভেবেছিলাম, নীচের তলার ভাড়াটেকে তুলে ওটা ওঁর মেয়েকে দেবো। কিন্তু একটু আগে শঙ্করবাবু এসে যা বলে গেলেন, তাতে তো সহজে উঠবেন বলে মনে হয় না।

ইন্দ্রজিৎ॥ নোটিশটা দেবার আগে আমাদের উকিলের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা উচিৎ ছিল বাবা।

সুরজিৎ॥ করেছিলাম। আমাদের উকিল বলেছিলেন, ছোট ছেলে বিলেত থেকে আসছে, নিজের দরকার—এইসব কারণ দেখিয়ে নোটিশ দিন। তা নোটিশ তো আমি সেইভাবেই দিয়েছি। কিন্তু লোকটা তো সহজে উঠবে বলে মনে হচ্ছে না। যাইহোক, তুমি অফিসের সবাইকে বলে দাও—মিঃ চ্যাটার্জীর মেয়ের জন্যে একটা বাড়ী দেখতে। মোটকথা যে কোনও উপায়ে ওঁকে ওব্‌লাইজ্ করতেই হবে। কারণ, ওঁর হাত দিয়েই আমাদের যাবতীয় বিল্ পাশ হবে।

ইন্দ্রজিৎ ॥ আচ্ছা বলবো।

[প্রস্থান]

[ইন্দ্রজিৎ চলে যায়। ভোমলা এসে দাঁড়ায়। ও হাত-মুখ নেড়ে, নাওয়া-খাওয়ার কথা জানায়। সুরজিৎবাবু ঘর থেকে চলে যান। ভোম্‌লা সুরজিৎবাবুর টেবিলটা গুছাতে থাকে। কিছু পরে বাড়ীর ঝি চামেলী প্রবেশ করে ও ভোম্‌লাকে বলে :]

চামেলী ॥ এই, এই শুন্‌ছিস ?—বড় বৌদি তোকে ডাকছেন।

[ভোমলা এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলে :]

ভোম্‌লা ॥ বড় বৌদির কাজ আমি এখন করতে পারবো না।

চামেলী ॥ বটে ! আবার অগ্রাহ্যি করা হচ্ছে ? দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোর মজা। বড় বৌদিকে গিয়ে বল্‌ছি—আড়ালে আমার সঙ্গে মস্‌করা করিস আর মুনিবদের সামনে বোবা সেজে থাকিস্।

[চামেলী চলে যেতে চায়। ভোম্‌লা ছুটে এসে চামেলীর আঁচল চেপে ধরে বলে :]

ভোম্‌লা ॥ দোহাই লক্ষীটি, মাথা খাস—বৌদিকে ও কথা বলিস্ নি। বল্‌গে যা বরং ভোম্‌লার দেখা পেলুম না।

[চামেলী রেগে বলে :]

চামেলী ॥ তোর জন্যে আমি মিথ্যে কথা বল্‌তে যাবো কেন রে ড্যাক্‌রা ?

ভোম্‌লা ॥ তুই আমার ভালবাসার মানুষ, না হয় আমার জন্যে একটু মিথ্যে কথাই বল্‌লি—

চামেলী ॥ [চোক পাকিয়ে] আ মলো যা ! বলে কিনা—ভালবাসার মানুষ ! মরণের তো আর আমার জায়গা নেই ? বেরো—বেরো মুখপোড়া, বেরো—

ভোম্‌লা ॥ মুনিবদের কাছে তো বোবা সেজে থাকি। আর তোরে দেখ্‌লে সত্যিকারের বোবা বনে যাই চামেলী। তোকে আমার বড্ড ভাল নাগে।

চামেলী ॥ তাই বুঝি ?

ভোমলা ॥ হাঁ। ইচ্ছে হয়—তোরে বাসতেল কিনে দিই, গয়না গড়িয়ে দিই—কাপড় কিনে দিই।

চামেলী ॥ কিন্তু তোর ভাল নাগার খবর জান্‌তি পারলে বাবুরা যে দু'জনকেই দূর করে দেবে।

ভোম্‌লা ॥ কিচ্ছু করবে না।

চামেলী ॥ না, করবে না বৈকি!—দেখছিস্ ন. ছেলেরা সব ভাব করে বিয়ে করার জন্যি বাবু কি রকম চটে আছে?

ভোম্‌লা ॥ চটেছে তাই কি? তাড়াতে তো কাউকে পারে নি, বাড়ীতেই তো জায়গা দিয়েছে।

চামেলী ॥ তারা ছেলে, তাই জায়গা পেয়েছে। তুই কে রে তাদের সাত পুরুষের নাউখোলা যে তোকে জায়গা দেবে?

ভোম্‌লা ॥ আরে বাবু জায়গা দেবে কেন? তোকে ভালবাসলে, তুইই আমায় জায়গা দিবি, হাত ধরে তোর ঘরে নিয়ে গিয়ে তুল্‌বি—

[ভোম্‌লার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রজিতের স্ত্রী শুভলক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করে। তাকে দেখে সহসা ভোম্‌লা মুখে এক রকম শব্দ করে বোবার অভিনয় করতে থাকে।—শুভলক্ষ্মীর সাজ-সজ্জা মাদ্রাজী মহিলার মত। নাকের দু'ধারে নাকছাবি, পায়ে চটি—আঁটসাট গড়ন, বেশ সুশ্রী। কথায় টান আছে। কথার মাঝে কখনও কখনও দু'একটা মাদ্রাজী কথাও বেরিয়ে যায়—কখনও বা ইংরিজীতে কথা বলে। শুভলক্ষ্মী বলে:]

শুভলক্ষ্মী ॥ চামেলী! ভোম্‌লাকে তোমার পাঠিয়ে দিতে বল্‌লাম না?

চামেলী ॥ সেই জন্যেই তো এসেছি বৌদি, কিন্তু হাবার মরণ! কিছুতেই কি যাবে? গোঁ ধরে বসে রয়েছে। [ভোম্‌লাকে] যা, বৌদির চালগুলো হামান্‌-দিস্তে দিয়ে গুঁড়ো করে দিয়ে আয়।

[মুখে একরকম শব্দ করতে করতে ভোম্‌লা চলে যায়। চামেলী বলে:]

চামেলী ॥ ভোম্‌লাকে দিয়ে চাল গুঁড়ো করাচ্ছ, আজ বুঝি আবার পিঠে হবে বৌদি?

শুভলক্ষ্মী ॥ পিঠা নয়, ধোসা হবে।

চামেলী ॥ ঐ হলো। সেদিন তো দিয়েছিলে, বড্ড ভাল নেগেছিল বৌদি।

শুভলক্ষ্মী ॥ আচ্ছা বানাই—আজও দোবো। জান, ধোসা খুব ভাল খানা আছে। চাল দিয়ে হয়, ডাল দিয়ে হয়—

চামেলী ॥ আর একটা কি খাবার যেন সেদিন করেছিলে বড় বৌদি ?

শুভলক্ষ্মী ॥ ইড্‌লী।

চামেলী ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ এঁটুলী ; সেটাও খেতে বেশ নেগেছিল।

শুভলক্ষ্মী ॥ আচ্ছা, তোমাকে আজ আবার ইড্‌লী খাওয়াব। আমাদের ম্যাড্রাসী খাবার বানানো শিখিয়ে দেবো।

চামেলী ॥ দেবে ? বেশ। আমি শিখবো।

[ইতিমধ্যে মেজবৌ সুপর্ণা প্রবেশ করে। সুপর্ণা বড়লোকের মেয়ে। তার চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গিমায় বড়লোকী প্রকাশ পায়। তার সাজ-সজ্জা অত্যন্ত মডার্ণ। সে একবার শুভলক্ষ্মী ও একবার চামেলীর দিকে চেয়ে বলে :]

সুপর্ণা ॥ চামেলী ! একি ! তুমি এখনও এখানে গল্প করছো ?

চামেলী ॥ না মেজ বৌদি, গল্প তো করিনি। বড় বৌদির একটা কাজে এই ঘরে এসেছিলুম। তাই—

সুপর্ণা ॥ তা তো এসেছিলে, কিন্তু তার আগে তোমায় যে কাজটা আমি করতে বলেছিলাম—সেটা করেছো কি ?

[চামেলী অপরাধিনীর ন্যায় মাথা নীচু করে থাকে। সুপর্ণা বলে :]

সুপর্ণা ॥ যাও—আমার ঘরগুলো বেশ ভাল করে পরিষ্কার করে রাখো গে। ঘরগুলোর কি অবস্থা হয়েছে—দেখতে পাও না ? আজ ও বেলায় ওঁর ক'জন বন্ধুকে চায়ের নেমন্তন্ন করা হয়েছে, ঘর দোরের ঐ অবস্থা দেখলে তারা বলবে কি ? যাও—যাও—

[চামেলী চলে যায়। শুভলক্ষ্মী বলে :]

শুভলক্ষ্মী ॥ তোমরা বেশ আছো সুপর্ণা—তোমাদের দিকে গান-বাজনা-পার্টি প্রায় লেগেই আছে।

সুপর্ণা ॥ কি করবো বল শুভাদি ! ওঁকে সব হায়ার সার্কেলে মুভ্ করতে হয়তো—তাই প্রায়ই এ সব করতে হয়। শুধু বাড়ীতেই ছোট-খাট ব্যাপার নয়, এ ছাড়া ক্লাব-হোটেল-রেস্তোঁরাতেও ওঁকে মাঝে মাঝে খরচ করতে হয়।

শুভলক্ষ্মী। [সুপর্ণার মুখের দিকে চেয়ে] ও ! আই সি—

সুর্পণা ॥ তা তোমার ঘরেও তো আজ কি যেন সব চাল কোটাকুটি হচ্ছে দেখলাম শুভাদি ?

শুভলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ। জামসেদপুর থেকে আমার বাবা আসছেন তো—তাই তাঁর জন্যে কিছু খানা বানাচ্ছি !

সুপর্ণা ॥ ওঃ ! তা অফিসের কাজে আসছেন বুঝি ?

শুভলক্ষ্মী ॥ না, বাবা তো বছর খানেক হোল রিটায়ার করেছেন। আসছেন চোখ দেখাতে।

সুপর্ণা ॥ তাই বুঝি ? তাহলে দু'এক দিন এখানে থাকবেন বলো ?

শুভলক্ষ্মী ॥ মনে হয়, লেক রোডে ছোট বোনের কাছেই থাকবেন।

সুপর্ণা ॥ আমারও তাই মনে হয়। হাজার হোক, ছোটবোন তো তোমাদের জাতের ভেতরেই বিয়ে করেছে। আচ্ছা শুভাদি, আমাদের বাঙ্গালীর সংসারের এই পরিবেশে তোমার অসুবিধে হয় না ?

শুভলক্ষ্মী ॥ না। হাজার হোক অনেকদিন তো বাংলা দেশে আছি। শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া শিখেছি। তাই বাংলা-বাঙ্গালীর আচার ব্যবহারেও রপ্ত হয়ে উঠেছি। শুধু তাই নয়, সময় সময় তোমাদের এই বাঙ্গালীর সংসারটাকে এত ভাল লাগে যে তোমায় কি বলবো ! সব চেয়েও ভাল লাগে, ঠাকুর ঝি যেদিন জামা-কাপড়ের সঙ্গে থালা ভর্তি নানা রকমের খাবার নিয়ে, প্রদীপ জেলে, শাঁখ বাজিয়ে ভায়েদের কপালে ফোঁটা দেয়, আর ভায়েদের পরমায়ু কামনা করে।

সুপর্ণা ॥ বাংলাদেশে ওটা একদিন সুইট্ ফাংশন ছিল বটে, কিন্তু হিন্দু-কোড্ বিল পাশ হবার পর থেকে, ওটা এখন ব্যাক্‌ডেটেড্ হতে চলেছে—

শুভলক্ষ্মী ॥ ব্যাক্‌ডেটেড্ ?

সুপর্ণা ॥ তা নয়তো কি ? আজকের দিনে ওটা তো একটা ট্র্যাডিশ্যানাল্ শো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কপালে ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের মঙ্গল-কামনা—ওটা তো আজ মুখের কথা মাত্র। আজ যদি শ্বশুর মশাই মারা

যান, তুমি কি মনে কর, শর্মিলা তার বাপের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে আসবে না ?

শুভলক্ষ্মী ॥ তেমনি তুমিও তো তোমার বাপের সম্পত্তির ভাগ নিয়ে আসবে স্থপর্ণা ?

স্থপর্ণা ॥ না—না ! আমার বাবা পাকা এ্যাটর্নি। আমি ইন্‌টারকাষ্ট্ বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, ব্রাহ্মণের সম্পত্তির এতটুকুও এই কায়স্থের সংসারে এসে ঢুকবে না।

শুভলক্ষ্মী ॥ [স্থপর্ণার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে] তাই বুঝি ?

স্থপর্ণা ॥ হ্যাঁ। তা ম্যাড্রাসে তোমাদের যে বিষয় সম্পত্তি আছে শুভাদি, তুমি নিশ্চয়ই তার ভাগ পাবে ?

শুভলক্ষ্মী ॥ আছে তো মাথা গোঁজবার মত ছোট্ট একটা বাড়ী। আমরা পাঁচ ভাই, দুই বোন। ছোট বোনের অবস্থা ভাল, সে নিশ্চয়ই ও বাড়ীতে ভাগ বসাতে যাবে না; আর আমিও তার আশা করে না।

স্থপর্ণা ॥ ভাল। যাই, দেখি গিয়ে চামেলী ঘর-দোরগুলোর কতদূর কি করলো—

[স্থপর্ণা চলে যায়। শুভলক্ষ্মীও চলে যেতে যায়, এমন সময় সর্বাণী তার সামনে এসে বলেন :]

সর্বাণী ॥ তোমার খাওয়া হয়েছে বড় বৌমা ?

শুভলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ মা।

সর্বাণী ॥ তোমার বাবা কখন আসবেন ?

শুভলক্ষ্মী ॥ মনে হয় বিকেলেই এসে পৌছবেন।

[সর্বাণী প্রস্থানোদ্যত]

শুভলক্ষ্মী ॥ মা ! শুনছিলাম, বাবা নাকি শর্মিলার মাষ্টারকে জবাব দিয়ে, অন্য মাষ্টার রাখবার ব্যবস্থা করছেন ?

সর্বাণী ॥ হ্যাঁ। ছেলেরা নিজে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করার পর থেকেই উনি যেন কি রকম এক রোখা, জেদী হয়ে গিয়েছেন। বল্‌ছেন,

এতবড় মেয়েকে পড়ানোর জন্যে আমি আর ছেলেমানুষ মাষ্টার রাখবো না।

শুভলক্ষ্মী ॥ [মাথা হেঁট করে বলে] আমাদের জন্যেই আপনাদের সংসারে এই অশান্তি।

[সর্বাণী প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করে বলেন :]

সর্বাণী ॥ না মা, তোমার জন্যে নয়। সুর্পণাকে নিয়েই হয়েছে মুস্কিল ! মাদ্রাজী মেয়ে হয়েও বাঙ্গালীর সংসারে তুমি যেমন মানিয়ে নিতে পারলে, সুপর্ণা বাঙ্গালী মেয়ে হয়েও যে তা পারলে না। তা ছাড়া, বিশুও যদি একটু বুঝমান্ হতো। জানো, আজ ক'দিন ধরে বিশু ভায়েদের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দেবার জন্যে তোমার শ্বশুরকে বল্‌ছে, কিন্তু শর্মিলার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত উনি বিষয় সম্পত্তি ভাগ করতে চাইছেন না।

শুভলক্ষ্মী ॥ আপনার বড় ছেলের কাছে আমি সবই শুনেছি মা ! ছোট্ট ঠাকুরপো মেম বিয়ে করে বিলেত থেকে আসছে শুনে, মেজ ঠাকুরপো আলাদা হতে চাইছে।

সর্বাণী ॥ তারজন্যে ওর ভাবনার কি আছে মা, তোমার শ্বশুর তো সে ব্যবস্থা নিজেই করছেন।

শুভলক্ষ্মী ॥ বাবা যা ব্যবস্থা করছেন, আপনার বড় ছেলের কাছে আমি সে সবই শুনেছি। আপনি বিশ্বাস করুন মা, আমি বা আপনার বড় ছেলে আমাদের কারোরই ইচ্ছে নয় যে, এইভাবে এক বাড়ীতে বাস করে, আলাদা আলাদা করে রান্না খাওয়া করি।

সর্বাণী ॥ তা আমি জানি মা ! সে কথা ইন্দর তোমার শ্বশুরকে বলেছিল। কিন্তু বিশু আর মেজ বৌমার মতিগতি দেখে, উনি রাজী হন নি। তারপর বিলেত থেকে প্রসেনজিতের খবর পেয়ে উনি একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়েছেন।

শুভলক্ষ্মী ॥ ছোট্ট ঠাকুরপো কবে আসবে কিছু জানিয়েছে ?

সর্বাণী। মনে হয়, আজকালের মধ্যেই এসে পৌঁছুবে। হোটেলও ঠিক হয়ে আছে—শুনছি ওরা নাকি এসে হোটেলেই উঠ্‌বে।

[ইতিমধ্যে ভোমলা ঘরে আসে ও শুভলক্ষ্মীকে হাত মুখ নেড়ে বোঝায় 'হামান্‌দিস্তে দিয়ে চাল গুঁড়ো করা হয়ে গেছে।' শুভলক্ষ্মী ভোমলার কথা বুঝে নিয়ে বলে :]

শুভলক্ষ্মী॥ আচ্ছা—তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

[ভোমলা ঘরের বাইরে না গিয়ে সুরজিৎবাবুর টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় ও টেবিলের ওপর থেকে সুরজিৎবাবুর সিগার কেশটা তুলে নিয়ে সর্বাণীর দিকে হাতমুখ নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করে—"বাবু, আপনাকে ডাকছেন" সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী॥ তুই যা, আমি যাচ্ছি—

[ভোম্‌লা চলে যায়। সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী॥ তোমার বাবার জন্যে তোমাদের দেশের খাবার তৈরী করছো বুঝি ?

শুভলক্ষ্মী॥ হ্যাঁ মা।

সর্বাণী॥ তা বাঙ্গালীর ঘরে যখন এসেছো, তখন তোমার বাবাকে শুধু তোমাদের দেশের খাবারই খাইও না—ঐ সঙ্গে কিছু ছানার মিষ্টিও আনিয়ে দিও।

শুভলক্ষ্মী॥ আচ্ছা মা।

[শুভলক্ষ্মী চলে যায়। সর্বাণীও চলে যেতে যাবেন, এমন সময় শর্মিলা হাতে বই খাতা নিয়ে প্রবেশ করে। তাকে দেখে সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী॥ কিরে ? এরই মধ্যে কলেজ থেকে চলে এলি যে ?

শর্মিলা॥ এম্‌নি। ভাবছি, পড়া এবার ছেড়েই দেবো।

সর্বাণী॥ তা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার পর উনি তো বলেই ছিলেন। তুই তো তখন জেদ করে বি. এ পড়তে গেলি। তোদের ভাই-বোনের মতিগতি বোঝাই ভার।

শর্মিলা॥ শুধু ভাইবোনের মতিগতির কথা বল্‌ছো কেন মা ? সেই সঙ্গে নিজেদের মতিগতির কথাও বলো।—ইক্‌নমিক্সের প্রাইভেট্‌ টিউটর রাখবার সময় বাবা নিজে পছন্দ করে যে মাষ্টারকে রাখলেন, হঠাৎ মনে হলো,—ও মাষ্টারকে দিয়ে আর চল্‌ছে না।

সর্বাণী ॥ তা আমাকে এ-সব কথা বলছিস কেন? বলতে হয়—ওঁকে বলগে যা।

শর্মিলা ॥ কাউকেই কিছু বলতে চাইনি মা। তোমাদের চোখে—কে যে কখন ভাল, আর কে যে কখন খ.রাপ—বোঝাই দায়!

[শর্মিলার কথা শেষ হবার আগেই সর্বাণী চলে যান। সঙ্গে সঙ্গে শুভলক্ষ্মী প্রবেশ করে শর্মিলাকে বলে:]

শুভলক্ষ্মী ॥ কি বোঝা দায় শর্মিলা?

শর্মিলা ॥ [কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে] এঁ্যা!—ওঃ, বলছিলাম কি, গলার স্বর আর গানের সুর—কখন যে কিভাবে বেরিয়ে আসে—বোঝা দায়।

শুভলক্ষ্মী ॥ তা যা বলেছো। গলার স্বর গম্ভীর হলে—ভয় করে, আর গানের সুর বেসুরো হলে ভাল লাগে না।

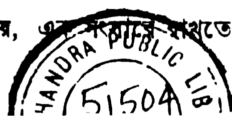
শর্মিলা ॥ ঠিক বলেছো বৌদি, শুধু গান আর স্বর কেন? সংসারের সব কিছুই এক সুরে বাঁধার দরকার। নইলে, হারমনি বজায় থাকে না।

শুভলক্ষ্মী ॥ [হঠাৎ গম্ভীর হয়ে] আমরা এসেই তোমাদের সংসারের হারমনিটা নষ্ট করলাম—তাই না শর্মিলা?

শর্মিলা ॥ না-না, তোমরা কেন? হারমনিটা বজায় রাখতে পারছেন না বাবা নিজেই। সংসারের কর্তা হয়ে তিনি যদি একটু মানিয়ে নিতে পারতেন, তাহলে—

শুভলক্ষ্মী ॥ কি করে মানিয়ে নেন বল? উনি যা চেয়েছিলেন, তাতো পান নি। তোমার দাদারা তিনজনে তিন রকমের বিয়ে করাতেই তোমার বাবা আরও মুষ্‌ড়ে পড়েছেন।

শর্মিলা ॥ তা জানি। কিন্তু উপায় কি? দাদারা যখন নিজেরা দেখে শুনে বিয়ে করেছেন, তখন ও নিয়ে মন-খারাপ করে লাভ কি? তুমি একদিকে ইড্‌লী-ধোসা খাচ্ছ, মেজবৌদি এ্যারিষ্ট্রোক্রেট্ খানা খাচ্ছে, আর ছোট্‌দা এলে খাবে ইংলিশ ডিনার। কিন্তু বাবা যদি সকলকে আলাদা করে না দিয়ে, এক সংসারে রাখতেন, তাহলে সব কিছুর


CHANDRA PUBLIC LIB. 51504

সংমিশ্রণে এই বাঙ্গালী-পরিবারটা কি অদ্ভুত হয়ে দাঁড়াতো বলো তো ? যাক্—ও নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই—যা হচ্ছে হয়ে যাক্।

শুভলক্ষ্মী ॥ তোমার দাদারা যা করলেন, তার ধাক্কাটা তোমাকেই এখন বেশী সহ্য করতে হচ্ছে, না শর্মিলা ?

শর্মিলা ॥ না-না, তা হবে কেন ?

শুভলক্ষ্মী ॥ নিশ্চয়ই তাই। নইলে আজকের মতন এমন কথা তোমার মুখে তো আগে কোনও দিন শুনিনি—

শর্মিলা ॥ অকেশান্ হয়নি তাই শোন নি।

শুভলক্ষ্মী ॥ ও ! তাহলে বল্‌ছো—আজ অকেশান্ হয়েছে ?

শর্মিলা ॥ না-না,—তা কেন ?

শুভলক্ষ্মী ॥ নিশ্চয়ই তাই। একটা সত্যি কথা বলবে শর্মিলা ?

শর্মিলা ॥ কি বলো ?

শুভলক্ষ্মী ॥ তোমার দাদারা নিজেরা দেখেশুনে বিয়ে করার জন্যেই বাবা ভয় পেয়ে তোমার মাষ্টারকে ছাড়িয়ে দিতে চাইছেন। তাই না ?

শর্মিলা ॥ তা হবে।

শুভলক্ষ্মী ॥ তুমি তাই মনে কর কি না ?

শর্মিলা ॥ নিশ্চয়ই করি। এ ছাড়া আমার টিউটারকে জবাব দেবার আর তো কোনও কারণ নেই।

শুভলক্ষ্মী ॥ টিউটারকে জবাব দেওয়ার ব্যাপারে—তুমি খুব দুঃখিত হয়েছো নিশ্চয়ই ?

শর্মিলা ॥ হয়েছি বৈকি।

শুভলক্ষ্মী ॥ তবে তুমি সে কথাটা স্পষ্ট করে বাবাকে বল্‌ছো না কেন ?

শর্মিলা ॥ বল্‌ছি না বাবা আরও দুঃখ পাবেন বলে, তাই নিজে দুঃখটাকে মেনে নিয়ে চুপ করে আছি।

শুভলক্ষ্মী ॥ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি যেন তোমার মাষ্টারকে মনে মনে—

শর্মিলা ॥ আমি নয়, আমরা দুজনেই দুজনকে ভালবাসি। কবি বলেছেন —'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে?' জান বৌদি—প্রেমের রাজ্যে কোন জাত নেই, ধর্ম নেই। সেখানে বিভেদের বেড়া দিতে গেলে—যত অশান্তি—তত বিপত্তি!—

[শর্মিলা ও শুভলক্ষ্মীর কথার মাঝে মঞ্চের আলো একটু কমে যায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। শর্মিলার অধ্যাপক সমীরণ প্রবেশ করে। শর্মিলা সমীরণকে দেখতে পায় না—কিন্তু শুভলক্ষ্মী তাকে দেখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে :]

শুভলক্ষ্মী ॥ এই যে—আসুন।

[শুভলক্ষ্মীর কথায় শর্মিলা চেয়ে দেখে সমীরণ এসেছে। শুভলক্ষ্মী বলে :]

শুভলক্ষ্মী ॥ বসুন, আপনার জন্যে চা পাঠিয়ে দি।

[সমীরণ বসে। শুভলক্ষ্মী চলে যেতে যায়. শর্মিলা বলে :]

শর্মিলা ॥ সেই সঙ্গে আমারটাও পাঠিয়ে দিও বৌদি—

শুভলক্ষ্মী ॥ আচ্ছা।

[শুভলক্ষ্মী চলে যায়। সমীরণ বলে :]

সমীরণ ॥ প্রেমের ফাঁদ তো খুব পাতছো,— কিন্তু ইকনমিক্সের ছাত্রী—টাকার ফাঁদটা পাতা হয়েছে কি?

শর্মিলা ॥ তার মানে?

সমীরণ ॥ মানে, মানি চ্যাপ্টারটা পড়েছিলে?

শর্মিলা ॥ না।

সমীরণ ॥ পড়ো নি?—নাঃ, তোমার কিছু হবে না।

শর্মিলা ॥ সেটা আমিও বুঝতে পারছি। ভাবছি, পড়াশোনা ছেড়েই দেবো।

সমীরণ ॥ তাহলে তো ভালই হয়। আমরা দু'জনেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।

শর্মিলা ॥ দু'জনেই?

সমীরণ ॥ হ্যাঁ, তা বৈকি! তাহলে তো আর কাউকেই কারুর ভাবনা ভাবতে হয় না।

শর্মিলা ॥ তার মানে ?

সমীরণ ॥ মানে অতি সহজ। তুমি ফেল করলে লোকে বল্‌বে—'মাষ্টারটা কিছুই পড়ায় নি !'—মাষ্টারের বদনাম তুমি সহ্য করতে পারলেও—ছাত্রীর বদনাম আমি সহ্য করতে পারতুম না।

শর্মিলা ॥ তা জানি। সেই জন্যেই তো—

[শর্মিলা ভোমলাকে দেখে কথা বলতে গিয়েও বলতে পারে না—সে উঠে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। সমীরণ বলে :]

সমীরণ ॥ একি ! কথাটা শেষ না করেই উঠে পড়লে যে ?

শর্মিলা ॥ না। এমনি—

[ইতিমধ্যে ভোমলা একটা ট্রেতে করে দু'প্লেট খাবার ও দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। খাবার ও চা সামনের টেবিলের ওপর রেখে দেয়। এক প্লেট করে খাবাব ও এক কাপ করে চা শর্মিলা সমীরণের দিকে এগিয়ে দেয়। শর্মিলা তার খাবার ও চা-টা নিয়ে অপর একটা কোচে চলে যায়। তাই দেখে ভোম্‌লা ইসারায় শর্মিলাকে বোঝাতে চেষ্টা করে—'দূরে চলে গেলে কেন ? পাশাপাশি বসে খাও।' শর্মিলা ভোম্‌লার ওপর রাগের ভান করে বলে :]

শর্মিলা ॥ যা-যা, তুই তোর কাজে যা—

[ভোম্‌লা চলে যায়। সমীরণ বলে :]

সমীরণ ॥ আহা ও বেচারার ওপর রাগ করছো কেন ? ওতো কিছু খারাপ বলে নি ! রোজই তো পাশাপাশি বসে খাও। আজই বা হঠাৎ দূরে চলে গেলে কেন ?

শর্মিলা ॥ খাই—সেটা নিজের পড়াব ঘবে, কিন্তু এটা যে বাবার বসবার ঘর। এক্ষুনি হয়তো তিনি এসে পড়বেন।

সমীরণ ॥ ও-হো ! তাই বলো। আমার খেয়ালই ছিল না। চলো, আমরা তোমার পড়ার ঘরেই যাই।

[সমীরণ চা ও খাবারের ডিস্‌টা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। শর্মিলা সমীরণের হাত থেকে খাবার ও চা-টা নিয়ে বলে :]

শর্মিলা ॥ খুব হয়েছে ! চামেলী—চামেলী—

[চামেলী ঘরে ঢোকে। শর্মিলা চামেলীকে বলে :]

শর্মিলা ॥ চামেলী ! খাবার দুটো আমার পড়ার ঘরে নিয়ে আয়—

[সমীরণ ও শর্মিলা চলে যায়। সেইসঙ্গে চামেলীও চা ও খাবার নিয়ে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। অপর দিক থেকে ভোম্‌লা ঘরে প্রবেশ করে ও চোখ বড় বড় চারিদিকে চেয়ে দেখে, কেউ কোথাও নেই। ইতিমধ্যে চামেলী আবার ফিরে আসে। তাকে দেখে ভোম্‌লা একগাল হেসে চাপা গলায় বলে :]

ভোম্‌লা ॥ মাষ্টার আর দিদিমণি এ ঘরে ছিং.—কোথায় গেল বল্‌দিকি ?

চামেলী ॥ ঐ পড়ার ঘরে।—কেন ?

[ভোম্‌লা কে কোথায় বসেছিল দেখিয়ে বলে :]

ভোম্‌লা ॥ জানিস চামেলী, মাষ্টার এইখানে বসেছিল, যেই চা দিয়েছি, অমনি দিদিমণি আজ ঐখানে চলে গিয়েছিল। যাক—ভালই হোল, ও ঘরে গিয়ে এখন পাশাপাশি বসে খেতে পারবে।

চামেলী ॥ ওরে ড্যাক্‌রা! তোমার এসব দিকেও নজর আছে ?

[ভোম্‌লা আনন্দের আতিশয্যে মুখে একরকম শব্দ করে চামেলীর কাছে এসে তার হাত ধরে বলে :]

ভোম্‌লা ॥ আয়, আমরাও এই চেয়ারটায় একটু পাশাপাশি বসি।

[নেপথ্যে স্থপর্ণার গলা শোনা যায়]

স্থপর্ণা ॥ [নেপথ্যে] চামেলী !

[চামেলী ঘরের বাইরে যেতে যায়। ভোম্‌লা সোফা কোচগুলো ঝাড়ন দিয়ে মুছতে স্থরু করে দেয়। ইতিমধ্যে স্থপর্ণা ঘরে ঢুকে বলে :]

স্থপর্ণা ॥ বেলা পাঁচটা বাজে। টেবিলের ওপর ফরসা চাদরটা পেতে কাপ ডিস্‌গুলো সাজিয়ে ফেলগে যাও—কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁরা সব এসে পড়বেন।

[চামেলী চলে যায়। স্থপর্ণা ভোম্‌লার দিকে এগিয়ে আসে ও হাতে তুড়ি মেরে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। ভোম্‌লা গ্রাহ্য করে না—আপন মনেই সে সোফা মুছতে থাকে। স্থপর্ণা চীৎকার করে বলে :]

স্থপর্ণা ॥ এই, শুনতে পাচ্ছিস ?—আঃ! এই—

[ভোম্‌লা মুখ তোলে। স্থপর্ণা তার দিকে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলে :]

স্থপর্ণা ॥ ছ-টা আইসক্রীম কিনে নিয়ে আয়—

[ভোম্‌লা বুঝতে পারে না, সে ইঙ্গিতে জানায় 'কি আনবে ?' সুপর্ণা বিরক্ত হয়ে বলে :]

সুর্পণা ॥ এই এক ইডিয়েট্‌ চাকর হয়েছে—না পারে কথা বলতে, না পায় কানে শুনতে !

[ইতিমধ্যে সর্বাণী ঘরে প্রবেশ করে বলেন :]

সর্বাণী ॥ যা আনতে হবে, ওকে একটা কাগজে লিখে দাও না মেজ বৌমা !

সুপর্ণা ॥ সব সময়ে কি আর কাগজে লেখা যায় মা ? পাঁচজনের সংসার—এ রকম চাকর দিয়ে কি আর কাজ চলে ? আপনাদের আর একটা ভাল দেখে লোক রাখা উচিৎ।

[বিরক্তভাবে সুপর্ণা একটা কাগজে কি যেন লিখে ভোম্‌লার হাতে কাগজ ও নোটটা দেয়। ভোম্‌লা চলে যায়। সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী ॥ উনি বলেন, চাকর-বাকরদের মুখ দিয়েই ঘরের কথা বাইরে বেরোয়।

সুপর্ণা ॥ তা হয়তো বেরোয়, কিন্তু তাই বলে কি আর সবাই হাবা-কালা চাকর রাখছে ?

সর্বাণী ॥ তা রাখছে না, তবে ও যখন এসে জুটেইছে, তখন শুধু শুধু ওকে তাড়াই কি করে ? আহা ! রোগে ভুগেই ও নাকি ঐরকম হয়ে গেছে। নইলে শুনেছি, ও নাকি আগে কানেও শুন্‌তে পেত, আর কথাও বল্‌তে পারতো। অনেক সময় ওকে দিয়ে অসুবিধে হয় তা জানি, কিন্তু ওকে দেখলে বড় মায়া হয়।

সুপর্ণা ॥ বেশ তো, আপনারা মায়া নিয়েই থাকুন। আমার দিকে আমি আলাদা লোক রাখার ব্যবস্থা করবো।

[সুপর্ণা বেশ ঝাজের সঙ্গেই কথাগুলো বলে চলে যায়। সর্বাণী সেইদিকে চেয়ে থাকেন। ইতিমধ্যে সুরজিৎবাবু প্রবেশ করেন ও সর্বাণীকে বলেন :]

সুরজিৎ ॥ মেজবাবুর দিকে আজ আবার কিসের উৎসব ?

সর্বাণী ॥ কি করে বল্‌বো বল ? ওদের দিকে উৎসব তো লেগেই আছে।

সুরজিৎ ॥ দেখলাম, মেজ বৌমার দিকটা খুব সাজানো গোছানো হচ্ছে। খাবার টেবিলের ওপর ধব্‌ধবে চাদর বিছানো হয়েছে, ফ্লাওয়ার

ভাসেতে ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে—দেখে মনে হল—খানাপিনা আছে বোধহয়।

সর্বাণী ॥ হ্যাঁ, ওদের দিকে তো নিত্যিই খানাপিনা লেগে আছে। আর ফাই-ফরমাশ খাটতে খাটতে চাকর্ বাকরগুলো জেরবার হয়ে গেল। ভোম্‌লাকে দিয়ে মেজ বৌমার কাজ চলছে না। এখুনি স্পষ্টই বলে গেলেন—'আমার দিকে আলাদা চাকর রাখবো।'

সুরজিৎ ॥ বেশ তো, খরচপত্তরে কুলোতে পারেন, রাখবেন। আমি কিন্তু আর এক পয়সাও দিতে পারবো না।

সর্বাণী ॥ তুমি তো বলেই খালাস দিতে পারবো না, কিন্তু মাসের শেষে আমার কাছে এসে যখন বলে, তখন না দিয়েও তো উপায় থাকে না। এক একটি হয়েছে—এক এক রকম। বড় ছেলে তো সংসারের কোনও কিছুই দেখে না। তার সংসারে কি লাগবে না লাগবে সে সব আমাকেই দেখতে হয়। মেজ ছেলে মেজ বৌমা তো কোন কথা জিজ্ঞাসাও করে না, কোন পরামর্শও নেয় না অথচ টাকার দরকারের সময় ঠিক আছে। টাকা পয়সা ছাড়া, আমাদের সঙ্গে যেন আর কোন সম্পর্কই নেই। তার ওপর আবার মেজ বৌমার লম্বা-চওড়া কথা!

সুরজিৎ ॥ তা একটু হবে বৈকি! হাজার হোক, উনি বাঙ্গালীর মেয়ে। বড় বৌমা যেটা পারেন না, উনি সেটা সহজেই পারেন। তার কারণ, বাঙ্গালীর সংসারের হাল-চালটা ওঁর বেশ ভালভাবেই জানা আছে। তার ওপর বাপের বাড়ী থেকে ওঁর যখন আর কিছুই পাবার আশা নেই, তখন এ বাড়ীর ওপর জুলুমটা একটু বেশী চালিয়ে যাবেন বৈকি!

[সুরজিতের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে তার শ্বশুর অর্থাৎ শুভলক্ষ্মীর বাবা শ্রীরাজগোপালন্ প্রবেশ করেন। তাঁকে দেখে সর্বাণী মাথার ঘোমটা একটু টেনে দেন।

শ্রীরাজগোপালনের পরণে ম্যাড্রাসী লুঙ্গি, গায়ে একটা সাদা পাঞ্জাবী, কাঁধের ওপর চাদর, চোখে মোটা কাঁচের চশমা, পায়ে একজোড়া নিউকাট্ জুতা। সঙ্গে সঙ্গে জনৈক ড্রাইভার একটা স্যুটকেশ ও একটা টিফিন্ ক্যারিয়ার নিয়ে এসে দাঁড়ায়। ইন্দ্রজিৎ বলে:]

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার ঘরে ওগুলো রেখে দিয়ে এসো।

[ড্রাইভার চলে যায়। ইন্দ্রজিৎ গোপালনকে সুরজিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে:]

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার বাবা।

[গোপালন্ সুরজিৎবাবুকে নমস্কার জানান। সুরজিৎবাবু প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলেন:]

সুরজিৎ ॥ নমস্কার। বসুন।

[গোপালন বসেন। ইন্দ্রজিৎ সর্বাণীকে দেখিয়ে বলে:]

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার মা!

[গোপালন সর্বাণীকে নমস্কার জানান। সর্বাণী প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলেন:]

সর্বাণী ॥ আমি এখুনি বড়বৌমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[ইতিমধ্যে ড্রাইভার স্যুটকেশ ও টিফিন ক্যারিযার রেখে এই ঘর দিয়ে বাইরে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শুভলক্ষ্মীকে আসতে দেখা যায়। সর্বাণী এগিয়ে গিয়ে শুভলক্ষ্মীকে বলেন:]

সর্বাণী ॥ তোমার বাবা এসেছেন।

শুভলক্ষ্মী ॥ স্যুটকেশ আর টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ড্রাইভারকে আসতে দেখেই তা বুঝতে পেরেছি মা।

[সর্বাণী ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তারপর দু'জনের মধ্যে মাদ্রাজী ভাষায় কথা সুরু হয়। গোপালন বলেন:]

গোপালন ॥ লছমী! সোকিয়াম্ আম্মা?

শুভলক্ষ্মী ॥ সোকিয়াম ইরকে আপ্পা। [শুভলক্ষ্মী গোপালন ও সুরজিতকে প্রণাম করে] আপ্পা! নীঙ্গা এপ্পো ভন্দীংগা?

গোপালন ॥ ইপ্পোদান হাওড়া ষ্টেশন লেড়ুন্দু ভারেন। ইন্দ্রজিৎ কারেই এডুথুণ্ডু ষ্টেশনকু—ভারিন্দাম্ এনাকু ওরু কষ্টমুম্ ইল্লাই।

[এরই মাঝে ভোমলা আইসক্রীম কিনে নিয়ে আসে ও গোপালনের দিকে চেয়ে চলে যায়]

শুভলক্ষ্মী ॥ আপ্পা কোবান্দেইগাল সৌকিয়ামদানা?

গোপালন ॥ সৌকিয়ামদান আম্মা।

[সুরজিৎ অবাক হয়ে শুভলক্ষ্মীর দিকে তাকান। শুভলক্ষ্মী বলে :]

শুভলক্ষ্মী ॥ আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো? তা বাবা বল্লেন—না। আর দাদার ছেলেমেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তা বাবা বললেন— ভাল আছে।

সুরজিৎ ॥ ওঃ! [গোপালনকে] ওয়েল্ মিঃ গোপালন! হ্যাভ্ ইউ ফিক্স্ট্ এনি ডক্টর?

গোপালন ॥ হ্যাভণ্ট্ ডিসাইডেড্ ইয়েট্। আই থিঙ্ক্ আই শ্যাল্ গো টু এ ডক্টর হুম্ ইউ উইল সাজেষ্ট্।

ইন্দ্রজিৎ ॥ ডক্টর এন্, এন, রয়কে দিয়ে দেখালে কেমন হয় বাবা?

সুরজিৎ ॥ তা দেখাতে পারো। চোখের চিকিৎসায় ডক্টর রয় তো এখন খুব নাম করেছেন। [শুভলক্ষ্মীকে] তোমার বাবা অনেক দূর থেকে আসছেন নিয়ে যাও মা, উনি একটু রেষ্ট নিন্—ওঁর সঙ্গে পরে কথাবার্তা হবে [গোপালনকে] প্লিজ্ গো এণ্ড টেক্ রেষ্ট্—

গোপালন ॥ থ্যাঙ্ক ইউ।

শুভলক্ষ্মী ॥ ভাঙ্গা, ভাঙ্গা আপ্পা—

গোপালন ॥ ভাঙ্গা, ভাঙ্গা আম্মা—

[গোপালন উঠে পড়েন ও শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। ইন্দ্রজিতও তাদের অনুসরণ করে। ইতিমধ্যে মনোহর প্রবেশ করে]

সুরজিৎ ॥ কি হে বিজ্ঞাপনগুলো দিয়ে এসেছো তো?

মনোহর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুরজিৎ ॥ রসিদগুলো তোমার ফাইলে রেখে দাও।

মনোহর ॥ যে আজ্ঞে।

[এতক্ষণে ঘরটি সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। মনোহর ফাইলে রসিদ রাখতে থাকে —এরই মাঝে সনাতনকে আসতে দেখে সুরজিৎবাবু বলেন :]

সুরজিৎ ॥ এই যে এসো, এসো সনাতন, বসো।

সনাতন ॥ কি ব্যাপার, ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

সুরজিৎ ॥ বলছি—

মনোহর ॥ আর কিছু কাজ আছে স্যার ?

সুরজিৎ ॥ না, তুমি যেতে পার—

[মনোহর চলে যায়। সুরজিৎবাবু দ্বিধাগ্রস্তভাবে পায়চারী করতে থাকেন]

সনাতন ॥ কি ব্যাপার বল দিকিনি—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন খুব ওরিড ?

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ, আমি কি রকম যেন শেকি হয়ে পড়েছি !

সনাতন ॥ শেকি !

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ। এই তিন ছেলে তিন রকমের বিয়ে করে বসলো, তার ওপর খবরের কাগজে নিত্য নানারকমের খবর দেখে, আমি যেন ক্রমশই নার্ভাস্ হয়ে পড়ছি। তোমাকে বলবো কি সনাতন, এক উইকের ভেতরে অন্ততঃ পাঁচটা প্রাইভেট টিউটর ও ছাত্রীর মধ্যে প্রণয়-ঘটিত সংবাদ বেরিয়েছে। ছেলেরা তো এই করলো—মেয়েটাও পাছে এই রকম একটা কিছু করে বসে—তাই অল্প বয়েসের মাষ্টার রাখতে—

সনাতন ॥ বুঝেছি। সাহস করছো না—তা আমার শালাটির হাল-চাল দেখে তোমার মনে কি কোনও সন্দেহ হয়েছে ?

সুরজিৎ ॥ না—না। সে মিথ্যে কথা বলবো না সনাতন—তোমার শালা ছেলে ভাল—খুব ভাল ছেলে। তবে আফ্‌টর অল্ ইয়ংম্যান ! মন না মতিভ্রম ! তাই আগে থাকতেই আমি সাবধান হতে চাই।—

সনাতন ॥ তা তুমি এত কিন্তু হচ্ছ কেন ?—সমীরণকে আমি বুঝিয়ে বল্‌বো কথাটা।

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ বলো ভাই, এইজন্যেই তোমায় ডেকে পাঠিয়ে ছিলাম।

সুরজিৎ ॥ তোমার স্ত্রীকেও একটু বুঝিয়ে বোলো, তিনি যেন আমায় ভুল না বোঝেন। হাজার হোক, তিনই তো সমীরণকে মানুষ করেছেন।

সনাতন ॥ আরে না—না,—ওর জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি বুঝিয়ে বল্‌বো।

[সনাতন উঠে দাঁড়ান]

সুরজিৎ ॥ সনাতন! মাঝে মাঝে এসো। নানান অশান্তিতে আছি ভাই। তোমরা পুরোনো বন্ধু, তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে তবু একটু হাল্কা হই।

সনাতন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আসবো বৈকি—আসবো আসবো,—নিশ্চয়ই আসবো।

[সনাতন চলে যান। ঘরটি তখন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। সুরজিৎবাবু জানালার কাছে গিয়ে গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ইতিমধ্যে মেজছেলে বিশ্বজিৎ, তার বন্ধু অনিমেষ এবং তার স্ত্রী অলকা প্রবেশ করে। তাদের বেশভূষা, চাল-চলন এক কথায় বেশ মডার্ণ। সুরজিৎবাবুকে কেউ লক্ষ্য করে না। বিশ্বজিৎ অনিমেষকে বলে :]

বিশ্বজিৎ ॥ এই যে—এই দিকে এসো—দিস্ ওয়ে—

অনিমেষ ॥ এই এক তোমাদের বাড়ী—বিশ্রী এ্যারেঞ্জমেণ্ট্। দিস্ ওয়ে—এ্যাণ্ড্ ছাট্ ওয়ে। প্রত্যেকটি রুমের ভেতর দিয়ে তবে তোমার ফ্ল্যাটে যাওয়া—

বিশ্বজিৎ ॥ তা যা বলেছো। ভাব্‌ছি, ও দিক দিয়ে এবার একটা সিঁড়ি করিয়ে নেবো।

অনিমেষ ॥ হ্যাঁ, তাই নাও।

অলকা ॥ সুর্পণা নিশ্চয়ই এটা ফিল্ করে?

[সুপর্ণার প্রবেশ]

সুপর্ণা ॥ করি বৈকি অলকা।

অলকা ॥ করবিই তো। তোদের বাড়ী গিয়ে তো দেখেছি, কি রকম মডার্ণ ব্যবস্থা—

অনিমেষ ॥ সে রকম ব্যবস্থা তো এখানেও একটু এ্যাডিসান্ অল্টারেশ্যান্ করে, করে নিলেই পারো।

সুপর্ণা ॥ আপনার বন্ধুকে তো বলি, কিন্তু শুন্‌ছে কে?

(হঠাৎ সুরজিতের চুরুটের আগুন দেখতে পেয়ে প্রসঙ্গটা পাল্‌টে নিয়ে বিশ্বজিৎ বলে :)

বিশ্বজিৎ ॥ যাক্‌গে, ওসব কথা এখন থাক। চলো—চলো।

[কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে সকলে চলে যায়। সুরজিৎবাবু সামনে এগিয়ে এসে আলোটা জ্বেলে বিরক্তভাবে বল্‌তে থাকেন :]

সুরজিৎ ॥ মডার্ণ এ্যারেঞ্জমেণ্ট্! মডার্ণ এ্যারেঞ্জমেণ্ট্! আমি তো ভাবিনি, আমার সংসারের সব এ্যারেঞ্জমেণ্ট্ এভাবে পাণ্টে যাবে। মডার্ণ —মডার্ণ—

[শর্মিলার পড়ার ঘরের দরজা দিয়ে সমীরণকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সমীরণ চলে যাচ্ছিল, সুরজিৎবাবু তাকে ডাকেন :]

সুরজিৎ ॥ সমীরণ!

সমীরণ ॥ আমায় কিছু বল্লেন?

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ।

[সমীরণ টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে। সুরজিৎবাবু বলেন :]

সুরজিৎ ॥ বোসো—

[সমীরণ সামনের একটি চেয়ারে বসে। সুরজিৎবাবু ড্রয়ার থেকে দু'খানা একশো টাকার নোট বার করে সমীরণের দিকে এগিয়ে ধরে বলেন :]

সুরজিৎ ॥ এই নাও, তোমার এ মাসের মাইনেটা—

সমীরণ ॥ মাইনে? কিন্তু এত আগে কেন? মাসকাবার হতে এখনও তো ক'দিন দেরী আছে।

সুরজিৎ ॥ তা আছে। কিন্তু আসছে মাস থেকে শর্মিলার পড়ার আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি, তাই মাইনেটা তোমাকে ক'দিন আগেই দিয়ে দিলাম।

সমীরণ ॥ বেশ। কিন্তু আপনার কি ধারণা, আমি আপনার মেয়েকে ভাল করে পড়াই না?

সুরজিৎ ॥ না—না, তা নয়—তা নয়—

সমীরণ ॥ তবে?

সুরজিৎ ॥ দেখো, আমরা পুরোন আমলের লোক। নানারকম দেখে শুনে কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছি—

সমীরণ ॥ বুঝেছি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে যাই, ছেলেদের মতন আপনার মেয়েও যদি ভালবেসে কাউকে বিয়ে করে, তাকেও আপনি বাধা দিয়ে কিছু করতে পারবেন না।—আচ্ছা চলি—নমস্কার।

[সমীরণ নমস্কার করে চলে যায়। সুরজিৎবাবু সেদিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন। অন্য দিক থেকে সর্বাণী বলতে বলতে প্রবেশ করেন :]

সর্বাণী ॥ ছ্যাঃ—ছ্যাঃ—ছ্যাঃ! বিশুর বৌটা কি এত বেহায়া! শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাসুর, কাউকেই কি মানে না! ইন্দরও তো ভাব করে বিয়ে করেছে, তবু যা হোক ওদের একটু লজ্জা আছে। বিশুটার তাও নেই—

সুরজিৎ ॥ কেন? কি হলো?

সর্বাণী ॥ হবে আবার কি! আমার মাথা আর মুণ্ডু! অতবড় আইবুড়ো বোনটা বাড়ীতে আছে, তার কথাও তো মানুষে ভাবে। বিয়ের তারিখ বলে বন্ধু বান্ধবদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে, আর তাদের সামনে এক গা ফুলের গয়না পরে সুপর্ণা কিনা ধেই ধেই করে নাচছে—!

সুরজিৎ ॥ নাচুক।—আমাদের না নাচালেই হোল।

সর্বাণী ॥ বকো না। ইন্দর যে ইন্দর, সেও লজ্জায় ঘরের জানালা বন্ধ করে দিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে বসে গল্প করছে।

[সর্বাণীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শর্মিলা ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে বলে :]

শর্মিলা ॥ বাবা! বাবা! ছোড়দা এসেছে—

সুরজিৎ ॥ সে কি! এসে পড়লো?

শর্মিলা ॥ হ্যাঁ। সঙ্গে মেম বৌ—

[সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ভোম্‌লাও ঘরে আসে ও হাত মুখ নেড়ে জানায় যে—'ছোটবাবু মেম বৌ সঙ্গে করে এনেছে।' তারপরেই সে গামছাটা ঝেড়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। শর্মিলা ডাকতে থাকে :]

শর্মিলা ॥ চামেলী!—চামেলী।

[চামেলী ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে। শর্মিলা বলে :]

শর্মিলা ॥ ছোড়দা এসেছে। ট্যাক্সি থেকে জিনিষপত্তরগুলো নামিয়ে নাও গে। ভোমলা গেছে—একা পারবে না।

[চামেলী চলে যায়। একটু পরেই প্রসেনজিতের সঙ্গে তার মেম বৌ মেরী লবেন প্রবেশ করে। প্রসেনজিৎ মেরীকে তাব বাবাব সঙ্গে পরিচয করিযে দিয়ে বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ মাই ফাদার—

মেরী ॥ ও! হাউ-ডু-ইউ-ডু—

[মেরী হাতটা বাড়ায়। সুরজিৎবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকেন। মেরী এগিয়ে গিয়ে সুরজিৎবাবুর হাত ধবে হ্যাণ্ড্সেক করে। ইতিমধ্যে সর্বাণীকে দেখিয়ে প্রসেনজিৎ মেরীকে বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ মাই মাদার্—

মেরী ॥ সো গ্ল্যাড্ টু মিট্ ইউ—

[মেরী সর্বাণীর একটা হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করে। সর্বাণী অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। মেরী সর্বাণীর গাযের গহনাগুলো দেখে বিস্ফারিত নেত্রে বলে :]

মেরী ॥ হ্যাভ্ হার্ড অফ্ ইওর অর্নামেণ্টস্, হুইচ্ আর ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস্?

প্রসেনজিৎ ॥ ওঃ—নো নো—

[সর্বাণীর গহনার একটা হীরে দেখিয়ে প্রসেনজিৎ বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ দোস্ আর্ রিয়াল ডায়মণ্ডস্!

মেরী ॥ আই নো ছাট্। আই মাষ্ট্ সে—দিস্ আর ব্ল্যাক ডায়মণ্ড্স্, বিকস্ ইউ টোল্ড্ মি ইন্ লণ্ডন, দিস্ আর্টিক্যালস্ ওয়্যার পারচেস্ড্ এগেনষ্ট্ ব্ল্যাক্ মানি—

[কথাগুলি বলেই মেরী হো হো করে হেসে ওঠে। সুরজিৎবাবু চীৎকার করে বলেন :]

সুরজিৎ ॥ ষ্টপ্—ষ্টপ্ আই সে। হোয়াট্ মেক্স ইউ লাফ? হোয়াট্ মেক্স ইউ লাফ?

[মেরী হতচকিত হযে চুপ করে যায়—সুরজিৎবাবু বোঝেন যে চীৎকার করা উচিত হয়নি পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন :]

এক্সকিউজ মী, আই এ্যাম সরি—আই এ্যাম সরি—

[সুরজিৎবাবু টলতে টলতে উত্তেজনায় ঘর থেকে বেরিয়ে যান। সর্বাণী ও শুভলক্ষ্মী তাঁকে অনুসরণ করে :]

—বিরতি—

দ্বিতীয় অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

[সুরজিৎবাবুর অপর একটি বসিবার ঘর। সময় : সন্ধ্যা। সুরজিৎবাবু কি যেন পড়ছিলেন। সর্বাণী ওষুধ আর গেলাসে করে জল নিয়ে আসেন ও বলেন :]

সর্বাণী ॥ ওষুধটা না খেয়েই চলে এসেছো ?

(সর্বাণীর হাত থেকে ওষুধের গ্লাস নিয়ে তাঁকে দেখে বলেন :)

সুরজিৎ ॥ গায়ের সব গয়নাগুলো খুলে ফেল্‌লে ?

সর্বাণী ॥ হ্যাঁ। শুধু, হাতে বালা আর গলায় একটা সরু হার পরেছি। ঘরে বাইরে কালো টাকার গয়না একথা আর শুনতে পারছি না। সাত-সমুদ্রের ওপার থেকে এলো ছেলের বৌ, সেও কিনা ঐ কথা বলে হাসাহাসি করলো !

সুরজিৎ ॥ তা তো করলো, কিন্তু কালো টাকায় কেনা গয়নার ভাগ নেবো না—এ কথাও তো কাউকে বল্‌তে শুনছি না ?

সর্বাণী ॥ আমি বলি কি, তার চেয়ে এক কাজ কর। হীরে-জহরৎগুলো বিক্রী করে দিয়ে সেই টাকাগুলো কোন হাসপাতাল, স্কুল বা কোনও অনাথ আশ্রমে দান করে দাও।

সুরজিৎ ॥ তাতেও কিন্তু কালোর কালিমা যাবে না সর্বাণী। লোকে বল্‌বে—সুরজিৎ সরকার কালো টাকাগুলোকে সামাল দিতে না পেরে, দান-ধ্যান করে নাম কিনতে চায়। না সর্বাণী, তার দরকার নেই। ও গুলো যদি তুমি অঙ্গে না পরো, তা হলে বরং তোমার ভল্টে রেখে দাও।

সর্বাণী ॥ না। ওগুলো আমার ঘরের আলমারীতেই রেখে দেবো, যাতে আমি মরার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে আমার সৎকার করতে পারে।

[ইতিমধ্যে ভোম্‌লা এসে কি একটা লেখা খাম সুরজিৎবাবুর সামনে ধরে। সুরজিৎবাবু সেটা পড়ে বলেন :]

সুরজিৎ ॥ যা, এখানে নিয়ে আয়—

[ভোমলা চলে যায়। সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী ॥ কে গো? কে আবার দেখা করতে এলো?

সুরজিৎ ॥ শর্মিলার মাষ্টারের জন্যে এক ভদ্রলোককে চিঠি দিয়েছিলাম, তাই তিনি এসেছেন দেখা করতে।

[সর্বাণী বাড়ীর মধ্যে চলে যান। ইতিমধ্যে ভোমলার সঙ্গে বৃদ্ধ বেশে সমীরণ প্রবেশ করে। এখন তার মাথায় কদম ছাঁট্ কাঁচা-পাকা চুল। কাঁচার চেয়ে পাকার ভাগই বেশী। গায়ে কেপ্ কলারের কোট্, গলায় চাদর, পায়ে কেড্স্ জুতো, মুখে খোঁচা খোচা গোঁফ, নাকের মাঝখানে নিকেলের চশমা। কথা কইবার সময় ঘাড়টা নীচু করে চশমার ফাঁক দিয়ে কথা বলে। বগলে একটা পুরোনো ছাতি। সমীরণ বলে :]

সমীরণ ॥ নমস্কার। আপনিই কি মিঃ সুরজিৎ সরকার?

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ—বসুন।

[সমীরণ সামনের চেয়ারে বসে বলে :]

সমীরণ ॥ আপনার পত্র পেয়ে আসছি।

সুরজিৎ ॥ তা অনার্স সাবজেক্ট্ আপনি পড়াতে পারবেন তো?

সমীরণ ॥ আজ্ঞে, তিরিশ বছরের ওপর এই কাজই তো করে আসছি।

সুরজিৎ ॥ এর আগে কোন্ কলেজে পড়াতেন?

সমীরণ ॥ আজ্ঞে, পাকিস্তানের কলেজে। এখানে এসে বহু চেষ্টা করেও একটা প্রফেসারী জোটাতে পারি নি। শেষপর্যন্ত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর কাজই ধরলাম। তা এতেই চলে যাচ্ছে কোনরকমে।

সুরজিৎ ॥ তা বেশ। তাহলে আজ থেকেই আমার মেয়েকে পড়াতে আরম্ভ করুন।

[সুরজিৎবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রসেনজিৎ ও মেরী প্রবেশ করে। মেরী ঘরে ঢুকেই বলে :]

মেরী ॥ গুড্ ইভ্নিং ড্যাডি!

সুরজিৎ ॥ গুড্ ইভ্নিং—

[হঠাৎ মেমসাহেবের গলা শুনে সমীরণ মেরীর দিকে তাকায়। মেরী বলে :]

মেরী ॥ হোয়াই দিস্ ফেলো ইজ্ ষ্টেয়ারিং ? মিঃ সরকার ইজ্ মাই ফাদার-ইন্-ল—

[সমীরণ মেরীর মুখের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বলে :]

সমীরণ ॥ আই সি !

সুরজিৎ ॥ [প্রসেনজিৎকে] খোকা, তুমি শর্মিলাকে পাঠিয়ে দাও তো—

[প্রসেনজিৎ ও মেরী চলে যায়। সমীরণ বলে :]

সমীরণ ॥ এটি আপনার—

সুরজিৎ ॥ ছোটছেলে। এই কিছুদিন হোল, বিলেত থেকে এসেছে। আমার ছেলেদের কথা আর বলবেন না। বড়টি ম্যাড্রাসী বিয়ে করেছে, মেজছেলে বাঙ্গালীই বিয়ে করেছে—তবে ইণ্টার কাষ্ট্, আর ছোট ছেলে একেবারে মেম বিয়ে করে নিয়ে এসে হাজির হলো ; তাই মেয়ের কাঁচা বয়েসের মাষ্টার রাখতে আর সাহস হলো না। আগের মাষ্টারকে ছাড়িয়ে দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম।

সমীরণ ॥ ও !

[ইতিমধ্যে শর্মিলা আসে। সুরজিৎবাবু সমীরণকে দেখিয়ে শর্মিলাকে বলেন :]

সুরজিৎ ॥ এই যে শর্মিলা, ইনি তোমার নতুন টিউটর। আজ থেকে তোমায় ইনি পড়াবেন। যাও, তোমার পড়ার ঘরে নিয়ে যাও।

শর্মিলা ॥ [সমীরণকে দেখে বিরক্তভাবে] আসুন—

[সমীরণ সুরজিৎবাবুকে নমস্কার করে শর্মিলার সঙ্গে চলে যায়। সুরজিৎবাবু একটা চুরুট ধরিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে থাকেন। ইতিমধ্যে বিশ্বজিৎ ও সুপর্ণা প্রবেশ করে। বিশ্বজিৎ বলে :]

বিশ্বজিৎ ॥ বাবা !

সুরজিৎ ॥ [কাগজ থেকে মুখ তুলে] আমাকে কিছু বলবে ?

বিশ্বজিৎ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছিলাম, ও ব্যাপারটার আপনি কি করলেন ?

সুরজিৎ ॥ কোন্ ব্যাপারটা ?

বিশ্বজিৎ ॥ পার্টিশানের বিষয় বলছিলাম আর কি—

সুরজিৎ ॥ পার্টিশান ?

বিশ্বজিৎ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুরজিৎ ॥ বেঁচে থেকে ওটা করা তো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, আমি মরে গেলে তোমরা যা হয় কোরো।

বিশ্বজিৎ ॥ কিন্তু আপনার মৃত্যুর পর লিটিগেশানটা আরও বাড়বে না কি ?

সুরজিৎ ॥ হয়তো বাড়বে। কিন্তু বেঁচে থেকে বিষয় ভাগ করতে আমি পারবো না।

বিশ্বজিৎ ॥ আপনি তো জানেন বাবা, আমাদের ভায়েদের মধ্যে পরস্পর মানিয়ে চলা সম্ভব নয়।

সুরজিৎ ॥ জানি। তোমাদের রুচি ভিন্ন, মত ভিন্ন, পথ ভিন্ন। তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামতের ওপর নির্ভর করে চলো; বাপ-মায়ের মতামতের অপেক্ষা রাখো না। কিন্তু ভুলে যেও না—আমারও একটা ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে, নিজস্ব একটা মত আছে। সব দিলেও, সেটা আমি তোমাদের দিতে পারবো না।

[কথাগুলি বলে সুরজিৎবাবু ঘর থেকে চলে যান]

সুপর্ণা ॥ তোমার বাবা হঠাৎ রাগ করে চলে গেলেন যে ?

বিশ্বজিৎ ॥ হ্যাঁ। পার্টিশানের কথা বলতেই আজ চটে গেলেন।

সুপর্ণা ॥ আমি জানতাম চটে যাবেন, পার্টিশান করতে চাইবেন না।

বিশ্বজিৎ ॥ কিন্তু সেদিন যখন কথাটা বলেছিলাম, তখন তো বলেছিলেন ভেবে দেখবো।

সুপর্ণা ॥ ভাবা ওঁর হয়ে গেছে। ভেবে উনি দেখবেন না।

বিশ্বজিৎ ॥ তাহলে নিজের পোর্সানটা এ্যাডিশান্ অল্টারেশান্ করি কি করে বলো ? আজ খরচ করে নিজের মতন করবো, পরে যদি ঐ পোর্সানটা আমার ভাগে না পড়ে ?

সুপর্ণা ॥ তা তো বটেই। অতগুলো টাকা শুধু শুধু খরচ করার কোন মানে

হয় না। উঃ! দিন দিন তোমাদের সংসারের আবহাওয়ায় যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি।

বিশ্বজিৎ॥ কিন্তু উপায় কি? বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে থাকাই কি উচিৎ হবে?

স্বপর্ণা॥ না—না, তা হয় না। একে আমাদের খরচ বেশী, তার ওপর বাড়ী ভাড়া করে থাকতে গেলে, অসুবিধেয় পড়বো। এমনিই তো প্রতিমাসে ডেফিসিট্ পড়ে। তা ছাড়া তোমার বাবার শরীরের এই অবস্থা—এ সময়ে বাড়ীর ক্লেম ছেড়ে কোথাও যাওয়া উচিৎ হবে না।

বিশ্বজিৎ॥ তাহলে কি তুমি এখন আমায় চুপ-চাপ্ থাকতে বল?

স্বপর্ণা॥ তা ছাড়া উপায় কি? তোমার মা হীরে-জহরৎগুলো যেদিন গা থেকে খুলে ফেলেছেন, সেদিন থেকেই বুঝেছি এ বাড়ীর হাওয়া এখন এলোমেলো বইছে—

বিশ্বজিৎ॥ তার মানে?

স্বপর্ণা॥ মানেটা বুঝতে তোমার একটু দেরী হবে। এখন শুধু অপেক্ষা করা, আর নজর রাখা—এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শর্মিলার পড়ার ঘর। সময়ঃ সন্ধ্যা সাতটা-আটটা। দেখা যায়, শর্মিলা বৃদ্ধবেশী সমীরণের কাছে পড়ছে। ইকনমিক্সের কোনও পোর্শান পড়ে, সমীরণ শর্মিলাকে বোঝাচ্ছিল। সমীরণ বলে:]

সমীরণ॥ হোয়াট্ ইস্ মানির অর্থ কি? সাধারণ লোকে এ কথার এই মানেই করবে যে, টাকা-পয়সা আর নোটকেই অর্থ বলে। কিন্তু হোয়াট্ ইস্ মানির উত্তর এত সহজ নয়। কারণ, টাকা মাত্রই অর্থ বলে গণ্য হয় না। যেমন, একটা হল্‌দে দুয়ানিকে কেউ আর এখন অর্থ বলবে না। কারণ, আজকের বাজারে তা অচল। কাজেই

জনসাধারণ সবসময়ে যা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে এবং যার দ্বারায় লেনদেন চলে, তাকেই অর্থ বলা হয়। আচ্ছা, বলো তো—কি যেন তোমার নামটা ?

শর্মিলা ॥ শর্মিলা।

সমীরণ ॥ হাঁ হাঁ! শর্মিলা, আচ্ছা বলতো শর্মিলা, ইন্‌ফ্লেশান্ অফ্‌ মানি অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে ?

শর্মিলা ॥ সাধারণতঃ জিনিষপত্রের দাম বাড়লেই লোকে বলে ইনফ্লেশান্ হয়েছে। কিন্তু তা নয়। জিনিষপত্রের দাম বাড়লেই যে ইনফ্লেশান্ হয়েছে, এ কথা বলা চলে না।

সমীরণ ॥ কেন বলা চলে না ?

শর্মিলা ॥ কারণ, দেশের মূলধন যদি কমে যায় এবং তার ফলে প্রোডাক্‌সনের ব্যয় যদি বাড়ে, তাহলেও জিনিষপত্রের দাম বাড়তে পারে। তবুও কিন্তু একে ইন্‌ফ্লেশান্ বলা যাবে না।

সমীরণ ॥ কেন বলা যাবে না ?

শর্মিলা ॥ ইন্‌ফ্লেশান্ বলা হয় তখন, যখন গভর্নমেণ্ট্ বাজারে অতিরিক্ত মুদ্রা চালু করেন।

[সমীরণ খুশীর ভাব দেখিয়ে বলে :]

সমীরণ ॥ বাঃ বাঃ! তুমি তো মোটামুটি সবই জান দেখছি।

শর্মিলা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আগে যে মাষ্টার মশাই আমায় পড়াতেন, তিনি মোটামুটি সবই পড়িয়ে দিয়েছেন। অনার্স পেপারের কোশ্চেন নিয়ে এসে, তিনি বসে থেকে আমাকে আন্‌সার লিখতে দিতেন। ভুলচুক হলে তিনি নিজেই সেগুলো কারেক্‌শান্ করে দিতেন।

সমীরণ ॥ তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, তিনি ভালই পড়াতেন। তবে শুধু শুধু তোমার বাবা তাঁকে ছাড়ালেন কেন ?

শর্মিলা ॥ ছাড়ালেন—ভয়ে।

সমীরণ ॥ ভয়ে ? কিন্তু কিসের ভয়ে ?

শর্মিলা ॥ আমার দাদারা সব উল্টোপাল্টা বিয়ে করেছেন বলে, আমার অল্প বয়েসের টিউটরকে বাবা জবাব দিয়ে দিলেন।

সমীরণ ॥ বুঝেছি।

শর্মিলা ॥ আচ্ছা, আপনিই বলুন তো মাষ্টার মশাই, এর কি কোনও মানে হয় ?

সমীরণ ॥ তা তো বটেই। তা তোমার টিউটরকে জবাব দেওয়ার ব্যাপারে তুমি কি খুব আঘাত পেয়েছো ?

শর্মিলা ॥ পাবো না ? বিনা দোষে লোকটাকে জবাব দেওয়া হোল !

সমীরণ ॥ তা তুমি তোমার বাবাকে বল্‌লে না কেন ?

শর্মিলা ॥ বলিনি এই জন্যে, বাবা তাঁর এই বাড়ীতে আসাটাই হয়তো বন্ধ করতে পারলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ করাটা কি বন্ধ করতে পারবেন ?

[সমীরণ শর্মিলার কথা শুনে চমকে ওঠে ও বিস্ময়ের ভাণ করে বলে :]

সমীরণ ॥ এ্যাঁ !

শর্মিলা ॥ হ্যাঁ। সত্যি বল্‌ছি, পড়াশোনা আর আমার ভাল লাগছে না। পড়বো না বল্‌লে বাবা পাছে মনে আঘাত পান, তাই মুখ ফুটে কিছু বল্‌ছি না।

সমীরণ ॥ না-না, এটা ঠিক নয়। মন যা চাইছে না, তা করার কোনও মানে হয় না। আচ্ছা শর্মিলা, তোমার পুরোনো মাষ্টার যদি আবার ফিরে আসেন, তাহলে কি তুমি পুরো উদ্যমে আবার পড়াশোনা করতে পারো ?

শর্মিলা ॥ পারি।

সমীরণ ॥ তা হলে পড়ো।

[নকল গোঁফ খুলে সমীরণ আত্ম-প্রকাশ করে ও হো-হো করে হেসে ওঠে। শর্মিলা বলে :]

শর্মিলা ॥ ওঃ ! তুমি কি দুষ্টু !

সমীরণ ॥ এ দুষ্টুমী না করে যে উপায় নেই, নইলে তুমি যে পড়াশোনায় ইস্তফা দেবে। [গোঁফটা আঁট্তে আঁট্তে সমীরণ বলে :] আচ্ছা, আজ তাহলে চলি—

[সমীরণ নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে আর একবার শর্মিলার দিকে তাকায়। শর্মিলা হো-হো করে হেসে ওঠে। সমীরণ চলে যায়। শর্মিলা আবৃত্তি করতে থাকে :]

"হৃদয় আমার নাচে রে—
আজিকে ময়ুয়ের মত নাচে রে"

[দু' লাইন আবৃত্তির শেষে শুভলক্ষ্মী প্রবেশ করে ও কবিতার শেষটা ধরে—]

"শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস—
কলাপের মত করিছে বিকাশ
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে—

শুভলক্ষ্মী ॥ যাক্—তবু ভাল! এ ক'দিন তো তোমার মুখের দিকে যেন চাওয়া যাচ্ছিল না।

শর্মিলা ॥ কেন?

শুভলক্ষ্মী ॥ বাব্বাঃ! যা মুখ গম্ভীর করে ছিলে?

শর্মিলা ॥ তাহলে তোমার ভাবনা আজ কাট্লো বল বৌদি?

শুভলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ।

শর্মিলা ॥ তা ভাবনা থেকে যখন রেহাই দিলাম, তাহলে আমায় সেই গানটা শোনাও—"বসন্তে ফুল গাঁথলো—"

শুভলক্ষ্মী ॥ এই অসময়ে বসন্তের ফুল?

শর্মিলা ॥ গানের আবার সময় অসময় আছে নাকি?

শুভলক্ষ্মী ॥ আছে বৈকি।

শর্মিলা ॥ তা যদি থাকে, তাহলে এই অসময়েই ঐ গানটা আমার পক্ষে স্যুটেব্‌ল্ হবে।

শুভলক্ষ্মী ॥ বটে?

শর্মিলা ॥ সত্যি বল্‌ছি বৌদি। তার ওপর যদি শান্তি-নিকেতনে পড়া নন্-বেঙ্গলী এক্স্-ষ্টুডেণ্টের মুখ থেকে শোনা যায়।

[শুভলক্ষ্মী গেয়ে ওঠে]

"বসন্তে ফুল গাঁথলো····· ·"

[গানের শেষে শর্মিলা বলে :]

শর্মিলা ॥ থ্যাঙ্ক-ইউ। ফুল মার্কস্।

শুভলক্ষ্মী ॥ তা যাক। এখন বলো তো—মাষ্টারটি পড়ালেন কেমন ?

শর্মিলা ॥ ভাল—খুব ভাল। বাইরে বৃদ্ধ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বলদৃপ্ত· যুবক !

[ইতিমধ্যে প্রসেনজিৎ ও মেরী প্রবেশ করে। শর্মিলার শেষ কথাটি শুনে প্রসেনজিৎ বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ কি রে ? কি এ্যাকটিং করছিস্ ? কলেজ সোশ্যালে ড্রামায় পার্ট নিয়েছিস নাকি ?

শর্মিলা ॥ কি যে বল ছোড়দা ? পাঁচটা বাইরের লোকের সামনে কথা বল্‌তেই ঘেমে উঠি, ষ্টেজে দাঁড়িয়ে এ্যাক্টিং করতে গেলে তো অজ্ঞান হয়ে যাবো।

প্রসেনজিৎ ॥ তা যাক্—শোন্, দাদা-বৌদিকে মেরী কাল আমার হোটেলে নেমন্তন্ন করেছে। মেরী তোকেও যেতে বল্‌ছে—তুইও যাবি।

শর্মিলা ॥ আমি কি করে যাবো ছোড়দা ? আমার নতুন মাষ্টার মশাই যে আজ থেকে আসছেন। গেলে যে আমার পড়ার ক্ষতি হবে। তুমি মেরী বৌদিকে একটু বুঝিয়ে বলো—

[প্রসেনজিৎ মেরীকে বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ সি উইল্ নট্ বি এব্‌ল্ টু গো টু-মরো।

মেরী ॥ হোয়াই ?

সমীরণ ॥ ফর্ হার ষ্টাডি।

মেরী ॥ কাণ্ট্ হেলপ্—আওয়ারস্ ব্যাড্ লাক্ !

বিশ্বজিৎ ॥ বৌদি, তুমি যাচ্ছো তো— ?

শুভলক্ষ্মী ॥ ও! সিয়োর্—

বিশ্বজিৎ ॥ তাহলে চলি শর্মিলা—কাম অন্ মেরী—

মেরী ॥ বাই—বাই—

[মেরী ও প্রসেনজিৎ চলে যায়। শুভলক্ষ্মী ও শর্মিলা সেইদিকে চেয়ে থাকে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[সনাতনের বাড়ীর একটি ঘর। সময় রাত্র ন'টা। ঘরের ভেতরে একটি ডবল বেডের খাট পাতা। একপাশে একটি পুরোনো ধরণের ড্রেসিংটেবিল অথবা এককোনে দেওয়ালে টাঙানো একখানি আয়না। একপাশে পুরোনো ধরণের একটি টেবিল ও খান দুই চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ দেখতে দেখতে সনাতন তাঁর স্ত্রী সৌদামিনীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। সৌদামিনী খাটের এক ধারে বসে যাঁতি দিয়ে সুপারি কাটছিলেন। সনাতন বলেন :]

সনাতন ॥ তোমার ভাইটিকে বুঝিয়ে বোলো—টিউশানিটাও যখন গেল, আর প্রফেসারীও যখন জুট্‌ছে না—তখন গোঁ ধরে বসে থেকে তো কোনও লাভ নেই—যা হোক একটা কিছু করতে তো হবে।

সৌদামিনী ॥ ও বল্‌ছে—আর একটা বিষয়ে এম. এ. দেবে।

সনাতন ॥ [বিরক্তভাবে] কি! এম এ দেবে? তাহলে ঐ করুক। বছর বছর এক একটা বিষয়ে এম. এ-ই দিক। এরপর আর চাকরীর বয়েস থাকবে না—তখন কিন্তু পস্তাতে হবে, তা বলে দিচ্ছি—

সৌদামিনী ॥ চাকরী মানে তো কেরানীগিরি—সমু ও সব করতে পারবে না।

সনাতন ॥ তাতো পারবে না, কিন্তু কোন্ প্রদেশেব রাজ্যপাল হবেন শুনি? না-না, ওর হালচাল দেখে আমার ভাল লাগছে না। আমার মনে হয়, আসল কথাটা সুরজিৎ আমার কাছে লজ্জায় বল্‌তে পারে নি।

সৌদামিনী ॥ সে আসল কথাটা কি শুনি?

সনাতন ॥ কি আবার? তোমার ভাইটি মেয়েটার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করছিল বোধহয়—তাই টের পেয়ে—

সৌদামিনী ॥ দেখ, শুধু শুধু আমার ভায়ের নামে দোষ দিও না বল্‌ছি—

সনাতন ॥ আহা! দোষের কথা কে বলেছে? আজকের দিনে প্রেম করাটা দোষের নয়। আর সেইসঙ্গে রাজকন্যা ও রাজত্ব যদি লাভ করা যায়, তাহলে তো আর কথাই নেই।

[ইতিমধ্যে সমীরণ প্রবেশ করে। তার হাতে একট. গেঞ্জির বাক্স। সনাতন তাকে দেখে বলেন :]

সনাতন ॥ এই যে শালাবাবু!—বলি, কোথায় গিয়েছিলে?

সমীরণ ॥ ন্যাশনাল্ লাইব্রেরীতে—

সনাতন ॥ কি? পড়াশোনা করছো?

সমীরণ ॥ হ্যাঁ।

সনাতন ॥ তা ভাল। তবে আমি বলি কি ভায়া, টিউশানী যখন ছেড়েছো, তখন ও কাজ আর কোরো না।

সমীরণ ॥ ভাল টিউশানী পেলেও করবো না?

সনাতন ॥ নিশ্চয়ই করবে। অবশ্য যদি সেটা ছেলে পড়ানোর টিউশানী হয়। কারণ, মেয়ে পড়ানোর কাজটা গিয়ে পর্যন্ত লক্ষ্য করছি তো—তুমি যেন কি রকম মনমরা মনমরা হয়ে গেছো!

সমীরণ ॥ ওটা আপনার ভুল ধারণা জামাইবাবু, কিছুই হয় নি। যা ছিলাম, তাই আছি। বরং সেদিন আপনার বন্ধুকে মুখের ওপর বলে এসেছি, বুঝতে পারছি—কি কারণে আপনি আমাকে জবাব দিচ্ছেন। কিন্তু ছেলেদের মত, আপনার মেয়েও যদি কাউকে ভালবেসে বিয়ে করে, তাহলেও আপনি তাকে আটকে রাখতে পারবেন না।

সনাতন ॥ [হেসে] বলেছো নাকি? বেশ, বেশ। এই তো মর্দানা কা বাৎ!

সৌদামিনী ॥ হ্যাঁরে, তুই মুখের ওপর বল্লি ঐ কথা?

সনাতন ॥ কেন বল্বে না? আলবৎ বল্বে। মেয়েটাকে ও যখন ভালবাসে, তখন একশোবার বল্বে।

সমীরণ ॥ [থতমত খেয়ে] ভালবাসি, আপনি কি করে জানলেন জামাইবাবু?

সনাতন ॥ জানাতে হয় না ভায়া! বলি, তোমাদের মতন বয়েস একদিন তো আমাদেরও ছিল; আমরা ও মুখ দেখে আপনিই জানতে পারি।

[সমীরণ লজ্জায় মাথা নীচু করে। সনাতন সৌদামিনীকে বলেন :]

সনাতন ॥ বলি, কি গো! এখন চুপ করে রইলে কেন? তখন তো ভাইয়ের হয়ে খুব ওকালতী করছিলে!

সৌদামিনী ॥ মেয়েটাকে সত্যিই কি তুই ভালবাসিস্ সমু?

সমীরণ ॥ তোমার কাছে মিথ্যে বল্‌বো না দিদি, আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসি।

সৌদামিনী ॥ কিন্তু ভালবাসাই তো সব নয় ভাই! সুরজিৎবাবু পয়সাওয়ালা মানুষ, তিনি যদি তোর হাতে তাঁর মেয়েকে দিতে রাজী না হন?

সনাতন ॥ সে দিনকাল আর এখন নেই গো! সে দিনকাল এখন আর নেই—রাজী হওয়া না হওয়া, এখন আর বাপমায়ের ওপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে যারা বিয়ে করবে—তাদের ওপর।

সমীরণ ॥ ঠিক বলেছেন জামাইবাবু। এই দেখুন না, সুরজিৎবাবু আমাকে জবাব দিয়ে বুড়ো মাষ্টার নেওয়ার জন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভোল্ পাল্টে বুড়ো বনে গেলাম।

সনাতন ॥ কি রকম—কি রকম—

সমীরণ ॥ এই দেখুন—

[কথা ক'টি বলেই সমীরণ বাক্সটি খুলে পরচুলটি মাথায় পরে ও গোঁফটা আঙুলে করে যথাস্থানে আটকে ধরে। সনাতন হো হো করে হেসে ওঠেন :]

সৌদামিনী ॥—ওমা!

সনাতন ॥ ব্রেভো! এ যে একেবারে "বঙ্গেবর্গীর" 'উপানন্দ' বনে গেছ হে ভায়া! তবে তফাৎ এই যে, উপানন্দ বুড়ো বয়সে অল্প বয়েসী বৌ খুঁজেছিল, আর তুমি? অল্প বয়েসে ভাবী বৌয়ের জন্যে

বুড়ো সেজেছো।—তোমার সাজ দেখে 'চিরকুমার সভা'র 'নীরবালা'র মত গেয়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে—

"জয়যাত্রায় যাও গো—
ওঠো ওঠো জয় র'থ তব"

সৌদামিনী॥ যাও, তুমি আর বকো না। ওকে কোথায় ঐ রকম সেজে যেতে বারণ করবে, তা নয় রঙ্গ করতে সুরু করলে?

সনাতন॥ করবো বৈকি! বরং উৎসাহ দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বল্‌বো—ভায়া! জয়যুক্ত হও—

সৌদামিনী॥ না-না, তুই ওঁর কথা শুনিস্ নে ভাই, ধরা পড়ে গেলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না—

সনাতন॥ লজ্জা? কি বল্‌ছো—? বরং ধরা পড়ে গেলে, সুরজিৎ তখন মেয়ের বিয়ে দেবার আর পথ পাবে না। আমায় ডেকে বল্‌বে—এই-এই ব্যাপার।' আমি অবাক হয়ে বল্‌বো—'তাই নাকি! এখন উপায়? সুরজিৎ বল্‌বে—'উপায় আর কি? একটা 'দিন দেখো, বিয়ে থা দিয়ে দাও।' আমি তখন গম্ভীর হয়ে যাবো। বল্‌বো—'না এ বিয়েতে আমি কিছুতেই দাঁড়াবো না। আমার শালা আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে। সুরজিৎ বল্‌বে—'ওসব কথা ভেবে আর এখন কোনও লাভ নেই সনাতন। যাহোক করে ওদের চারহাত এক করে দাও'—আমি তখনও লোক দেখানো বল্‌বো—'ছিঃ ছিঃ! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।' কিন্তু মনে মনে বল্‌বো—"লজ্জাহারী শ্রীমধুসূদন! তোমার অপার করুণা! আমার শালাবাবুটিকে ছদ্মবেশের হাত থেকে তুমি চিরতরে মুক্তি দিলে!"—তা যাক্, কোথা থেকে মেক্-আপ্ নিয়ে তুমি বেরোও ভায়া? বাড়ী থেকে নয় নিশ্চয়ই?

সমীরণ॥ না। বাড়ী থেকে ঐ সাজে সেজে বেরুলে, দিদির চেঁচামেচিতে তো

পাড়ার লোক জড় হয়ে যাবে। তাই এক মেক্-আপ্ ম্যানের কাছে গিয়ে মেক্-আপ্ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

সৌদামিনী ॥ যা করেছিস্ করেছিস্, আর ওসব করিস্নি সমু। ওর চেয়ে ভাল মেয়ে দেখে আমি তোর বিয়ে দেবো।

সনাতন ॥ উহুঃ—উহুঃ—তোমার দিদির কথায় কান দিও না ভায়া! ভাল মেয়ে দেখে দিলেও, স্বরজিতের মেয়েকে তো আর দিতে পারবে না, দেখো ভায়া, ইতিহাসে ছদ্মবেশে প্রেয়সী-লাভের বহু নজীর আছে—আমি চাই, তোমার দ্বারায় আর একবার তা প্রমাণিত হোক্।

[সমীরণ সনাতনকে প্রণাম করে]

চতুর্থ দৃশ্য

[স্বরজিতের বসিবার ঘর। সময়ঃ সন্ধ্যা। ঘরে কেউ নেই। ভোম্লা একটা ঠোঙ্গায় করে খাবার নিয়ে ঘরে আসে।—অপর দিক থেকে ঘরে আলো জ্বাল্তে এসে, ভোম্লাকে দেখে চামেলী বলে :]

চামেলী ॥ সেই কখন গিয়েছিস্ খাবার আনতে, আর এই এখন ফিরুলি? তোকে খোঁজার জন্যি মা আবার আমায় পাঠাচ্ছিল—

ভোম্লা ॥ তা কি কর্বো? দোকানে খুব ভীড়, নাইন নেগেছে না? তাই আসতে দেরী হয়ে গেল। [ঠোঙ্গা থেকে একটি মিষ্টি বার করে]—নে, খেয়ে ফেল্—

চামেলী ॥ খেয়ে ফেল্বো কি রে ড্যাক্রা! গোনাগুন্তি জিনিষ, শেষকালে ধরা পড়ে মরবি যে?

ভোম্লা ॥ না-না। ধরা পড়বো না। যদি বলে, তো হাঁউ-মাঁউ করে বুঝিয়ে দেবো ঠোঙ্গা থেকে কোথায় পড়ে গেছে। নে—

[ভোমলা চামেলীকে মিষ্টিটা খাইয়ে দেয়। তারপর চামেলীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে আরও চাপা স্বরে বলে :]

ভোম্লা ॥ চামেলী, আমার দিকে একটু চেয়ে দেখ্—

চামেলী ॥ [ড্যাব্ ড্যাব্ করে ভোম্‌লার দিকে চায় ও বলে] এইতো চেয়েছি।

ভোম্‌লা ॥ তোর দুঃখু হচ্ছে না ?

চামেলী ॥ না।

ভোম্‌লা ॥ তবে চাস্‌নি। খেয়ে যা—

[ভোম্‌লা চলে যায়। চামেলীও চলে যেতে যায়। এর মাঝে মনোহর ঘরের দরজা ঠেলে ডাকে :]

মনোহর ॥ চামেলী ! আমি এসেছি, বাবুকে খবরটা জানিয়ে দিও—

[চামেলী ঘাড় নেড়ে চলে যায়। মনোহরের সঙ্গে প্রবেশ করে ঝুন্‌ঝুনওয়ালা]

মনোহর ॥ বসুন শেঠ্‌জী—বসুন—

[ঝুন্‌ঝুনওয়ালা বসে ও বলে :]

ঝুনঝুন ॥ দেখেন মনোহর বাবু, হামার বহুত্ জরুরী কাম আছে। ফির্ মার্কেটে ভি যেতে হোবে। হাপনি জল্‌দি সোরকার সাহাবকে খবর দিন।

মনোহর ॥ খবর তো পাঠালুম। বাবু এলেন বলে—

[সুরজিৎবাবু প্রবেশ করেন। ঝুন্‌ঝুনওয়ালা চেয়ার ছেড়ে উঠে নমস্কার জানায় :]

ঝুনঝুন ॥ নমস্তে সোরকার সাহাব—

সুরজিৎ ॥ নমস্তে। বসুন শেঠজী।

[সুরজিৎবাবু নিজের চেয়ারে বসেন। ঝুন্‌ঝুনওয়ালা অপর চেয়ারটিতে বসে বলে :]

ঝুনঝুন ॥ হাপনার মনোহরবাবু তো হামায় একদম পাক্‌ড়ে নিয়ে এলো। তা বোলেন—জরুরী তলব করিয়েছেন কেন ?

সুরজিৎ ॥ বুঝতেই তো পারছেন। চারিদিকে কন্‌ষ্ট্রাক্‌শানের কাজ চল্‌ছে। তাই, টাকার জন্তে পাঠিয়েছিলাম। অনেকদিন তো হয়ে গেল, টাকাগুলো এবার দেবার ব্যবস্থা করুন।

ঝুনঝুন ॥ আরে মোশাই, হাপনি তো পঁচাশ হাজার রূপিয়ার লোহা দিয়ে তাগাদার উপর তাগাদা লাগিয়ে দিয়েছেন। হামরা তো বিলাকে

লাখো লাখো টাকার সওদা করি—স্রিফ্ মুখের কোথায়। আউর হাপনি এই সামান্য রূপিয়া বিশ্ওয়াস করতে পারছেন না?

সুরজিৎ॥ এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয় শেঠজী। টাকার আমার প্রয়োজন, তাই তাগাদা করছি। তাছাড়া আপনারা টাকার মানুষ, আপনাদের মত অত টাকা কি আর আমাদের আছে?

ঝুনঝুন॥ কি যে বোলেন সোরকার সাহাব, গভর্ণমেণ্টের বড় বড় কনট্রাক্ট হাপনি করছেন—আউর হাপনার রূপিয়া নেই—এ কোথা কোই বিশ্ওয়াস্ করবে?

সুরজিৎ॥ অনেকদিন হয়ে গেল, একসঙ্গে না পারেন—কিছু কিছু করে দিয়ে দিন।

ঝুনঝুন॥ আরে মোশাই, কুছু কুছু দেবো কোথা থেকে? হাপনার মাল যাদের কাছে বিক্রী করিয়েছি—ইন্ফোর্সমেণ্ট্ তাদের সব মাল আটক করিয়েছে। আর জানতে চাইছে—ইয়ে মাল কাঁহাসে মিলা?—

সুরজিৎ॥ তাই নাকি? এনফোর্সমেণ্ট্ আটক করেছে? বলেন কি?

ঝুনঝুন॥ জী হাঁ। আউর শুন্ছে কি—ইন্কোয়ারী ভি সুরু হইয়েছে।

সুরজিৎ॥ তাহলে উপায়?

ঝুনঝুন॥ হাপনি কুছু চিন্তা করবেন না। সব ঠিক ম্যানিজ্ হইয়ে যাবে। এ সময়ে হাপনি শুধু মনোহরবাবুকে হামার কাছে পাঠাবেন না। ওরা ডাউট্ কোরতে পারে। ফির্ হাপনার ফার্মের এগেনষ্টে চার্জ্জ ভি আনতে পারে। রূপিয়ার জন্যে ঘাবড়াবেন না। হামি যেমন যেমন পারি, হাপনাকে ভেজিয়ে দেবে—

সুরজিৎ॥ আচ্ছা। দেখবেন, মোটকথা যেন আমার ফার্মের ওপর কোনও চার্জ্জ না এসে পড়ে।

ঝুনঝুন॥ সেইজন্যে তো হাপনাকে বল্লুম—মনোহরবাবুকে পাঠাবেন না। —হামি ঠিক ম্যানেজ করিয়ে দেবো।

সুরজিৎ ॥ বেশ তাই হবে।

ঝুনঝুন ॥ চলি সোরকার সাহাব। নমস্তে—

সুরজিৎ ॥ নমস্তে।

[ঝুনঝুনওয়ালার প্রস্থান। মনোহর বলে :]

মনোহর ॥ এতদিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আজ ঝুনঝুনওয়ালা নতুন কথা শুনিয়ে গেল। কৈ? একথা তো কোনদিন বলে নি? আমার মনে হয়, পুলিশের নাম করে, ভয় দেখিয়ে টাকাটা না দেবার মতলবে আছে।

সুরজিৎ ॥ জানি না, কি আছে আর না আছে। তবে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি—ওর কাছ থেকে টাকা আদায় করা যাবে না। ঝুনঝুনওয়ালা ভয় দেখিয়েই বলুক, আর সত্যিই বলুক, মোটকথা দিনকাল ভাল নয়। পুলিশের নজর এড়িয়ে কালোবাজারের কারবার আর বেশীদিন করা যাবে না মনোহর। পারমিটের মাল যা গোডাউনে পড়ে আছে, ওগুলো পাচার করার ব্যবস্থা করো।

মনোহর ॥ যে আজ্ঞে।

[মনোহর চলে যায়। সুরজিৎবাবু চিন্তিত মনে পায়চারী করতে থাকেন। ইতিমধ্যে বাইরে থেকে শর্মিলাকে আসতে দেখে সুরজিৎবাবু বলেন :]

সুরজিৎ ॥ কোথায় গিয়েছিলে মা?

শর্মিলা ॥ মণিকাদের বাড়ী। মণিকার বাবা হঠাৎ মারা গেছেন শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জান বাবা, ওদের বাড়ী গিয়ে পালিয়ে আসবার আর পথ পাই না!

সুরজিৎ ॥ কেন মা?

শর্মিলা ॥ মণিকারা পাঁচ বোন আর এক ভাই। ভাইটি সকলের ছোট। বোনেদের ভেতর মণিকারই শুধু বিয়ে হয় নি। যাদের বিয়ে হয়েছে, তারা সকলেই এখন বাড়ী আর বিষয় সম্পত্তির ভাগ চাইছে। তাই শুনে মণিকা, মণিকার মা—কি কান্নাই না কাঁদছেন!

স্বরজিৎ ॥ উপায় নেই মা, উপায় নেই! ভাগ ওদের দিতেই হবে—এই আইন।

শর্মিলা ॥ ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কের চেয়ে আইনই কি বড় বাবা? বাবা! তুমি তোমার বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি—সব দাদাদের নামে উইল করে দিয়ে যেও।

স্বরজিৎ ॥ তোমার কথা শুনে আমি ভারী খুশী হলুম মা! তুমি মেয়ে হয়ে যা বল্‌ছো—তোমার দাদারা হয়তো তা বলতে পারতো না। বল্‌তে পারবে না—শর্মিলা আমাদের ছোট বোন, ওকেও কিছু দিয়ে যাও বাবা! যাক্—যাও মা—যাও, ভেতরে যাও—তোমার দিদা এসেছেন।

শর্মিলা ॥ দিদা? কখন এলেন বাবা?

স্বরজিৎ ॥ এই তো কিছুক্ষণ আগে। দেশ থেকে চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নান করতে এসেছেন।

শর্মিলা ॥ তা কার সঙ্গে এলেন?

স্বরজিৎ ॥ ঐ যে বামনদাস না কি, যে ছেলেটি দেশের বাড়ীতে তোমার দিদাকে দেখাশোনা করে—তারই সঙ্গে।

শর্মিলা ॥ ও!

[শর্মিলা ঘর থেকে বেরুতে যাবে, এমন সময় দেখা যায়, সর্বাণীর সঙ্গে তাঁর মা প্রমদাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করছেন। তাঁর বয়েস সত্তরের উর্দ্ধে, বামনদাসও তাঁর সঙ্গে আছে। বামনদাস বয়েসের তুলনায় মাথায় অনেক ছোট। মুখে তার খোঁচা খোঁচা গোঁফ। পরণে ধুতি ও সার্ট, আঙ্গুলে গোটা দুই আংটি ও হাতে ঘড়ি। সর্বাণী তাঁকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই শর্মিলা প্রমদাসুন্দরীকে প্রণাম করে বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধরে বলে :]

শর্মিলা ॥ কেমন আছ দিদা?

প্রমদা ॥ ভাল।

সর্বাণী ॥ [স্বরজিৎকে] ও গো শুন্‌ছো, মা কাল সকালে কালীঘাট যেতে চাইছেন। ড্রাইভারকে সকালবেলা আসতে বলে দিতে হবে।

সুরজিৎ ॥ তা বেশ তো, ইন্দরকে বলে দাও কথাটা। গাড়ী, ড্রাইভার সবই তো তার এক্তিয়ারে।

সর্বাণী ॥ ইন্দর তো বাড়ী নেই। বড়বৌমাকে নিয়ে লেক রোডে তার শালীর বাড়ীতে বেড়াতে গেছে। তাহলে আসুক। এলে বল্‌বো।

প্রমদা ॥ তা তোর ছেলে, ছেলের-বৌদের কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না। নিজেরা সব দেখে শুনে কেমন বিয়ে করলো—একবার দেখে যাব ভাবলাম—

সুরজিৎ ॥ যতক্ষণ না দেখছেন, ততক্ষণই ভালো। দেখ্‌লে আর কোন দিন মেয়ের বাড়ী আসতে ইচ্ছে করবে না।

[কথা ক'টি বলে সুরজিৎবাবু ঘর থেকে চলে যান। প্রমদাসুন্দরী বলেন :]

প্রমদা ॥ তা ছেলেরা তো নিজেরা দেখেশুনে বিয়ে করলো, এবার একটি ভাল ঘর, ভাল বর দেখে মেয়েটার বিয়ে দে—

বামনদাস ॥ হ্যাঁ দিদি, তাই দিন। ভাগ্নেদের বিয়েতে তো খাওয়া হোল না। ভাগ্নীর বিয়েতে এসে আজকের মতন 'আবার খাব' সন্দেশ গোটাকতক খেয়ে যাবো।

প্রমদা ॥ [বামনদাসকে ধমক দিয়ে] তুই থাম্ মুখপোড়া, খেয়ে তোর আর আগাচ্ছে না!

বামনদাস ॥ তা তুমি যাই বল বড়মা, আমাদের পাড়া গাঁয়ে মুড়ি-মুড়কি, গুড়ের চাক্, পক্কান্ন, আর বড় জোড় জিলিপী কি বোঁদে, আর এখানে দিদির বাড়ী 'আবার খাব' খেয়ে মনে হচ্ছে—আবার খাবো। আহা! কি নাম, 'আবার খাব'!

[বামনদাসের কথায় শর্মিলা ও সর্বাণী হেসে ওঠেন। সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী ॥ বেশ তো, কাল আবার আনিয়ে দেবো—আবার খেও।

প্রমদা ॥ ওকে খাইয়ে তুই কূল পাবি না সর্বাণী! বাম্‌না হতচ্ছাড়া বয়েসের চেয়ে মাথায় খাটো হলে কি হয়—ভোজনে দেড়ে। ওর ঐ ছিটে বেড়ায় ফাঁকে ফাঁকে ঘরকন্না!

[প্রমদাসুন্দরীর কথায় সর্বাণী ও শর্মিলা হেসে ওঠেন। প্রমদাসুন্দরী বলেন :]

প্রমদা ॥ না—না, হাসিস্ নি সর্বাণী, সত্যি বল্‌ছি, ওর খাওয়া দেখে, এক এক সময় আমারই ভয় করে।

[এমনসময় প্রসেনজিৎ তার স্ত্রী মেরীকে নিয়ে প্রবেশ করে। সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী ॥ ওরে তোর মাষ্টার মশাই এসে বসে আছেন—

শর্মিলা ॥ যাই। ছোট্‌দা, দেখ কে এসেছেন? (শর্মিলা চলে যায়।)

প্রসেনজিৎ ॥ [প্রমদাসুন্দরীকে দেখে] ওমা! একি! দিদা? [নিজে প্রমদাসুন্দরীকে প্রণাম করে ও পরে মেরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে বলে :] মেরী! মাই গ্র্যাণ্ড-মাদার।

মেরী ॥ [সহাস্যে] আই সি!

মেরী প্রমদাসুন্দরীর দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রমদাসুন্দরীর একটা হাত টেনে নিয়ে চুম্বন করে। বিরক্তভাবে প্রমদাসুন্দরী বলেন :]

প্রমদা ॥ এ্যাঃ—হেঃ—হেঃ—হেঃ! দিলে তো হাতটা এঁটো করে! ওরে ও বাম্‌না, একটু জল নিয়ে আয়, হাতটা ধুয়ে ফেলি।

বামনদাস ॥ শুধু শুধু হাত ধুতে যাবে কেন?

প্রমদা ॥ সে কি রে ড্যাক্‌রা! দেখলি নে, হাতটা যে এঁটো করে দিলে!

বামনদাস ॥ আরে না—না, ওতে কোন দোষ হয় না। কোলকাতায় এসে দেখে গিয়েছি তো বিলিতী ছবি! অমন হয়। তোমার যত সব বাড়াবাড়ি!

প্রমদা ॥ আ মলো! যা বল্‌ছি তাই কর্—যা, জল নিয়ে আয়—

[বামনদাস জল আনতে চলে যায়। মেরী কিছুই বুঝতে পারে না—সে প্রসেনজিতের দিকে চেয়ে বলে :]

মেরী ॥ হোয়াটস্ হ্যাপ্‌ন্‌ড্?

প্রসেনজিৎ ॥ ওঃ! নো,—নাথিং।

[ইতিমধ্যে বিশ্বজিৎ ও তার স্ত্রী সুপর্ণা আসে। প্রমদাসুন্দরীকে দেখিয়ে সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী ॥ মেজ বৌমা! তোমার দিদিশাশুড়ী এসেছেন—প্রণাম করো—

[সুপর্ণা প্রমদাসুন্দরীকে প্রণাম করে। প্রমদাসুন্দরী আশীর্বাদ করে বলেন :]

প্রমদা ॥ জন্মএয়োস্ত্রী হও ভাই—

[সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিৎও প্রমদাসুন্দরীকে প্রণাম করে। প্রমদাসুন্দরী বিশ্বজিৎকে আশীর্বাদ করে বলেন :]

প্রমদা ॥ বেশ বৌ হয়েছে—খাসা বৌ হয়েছে। বেঁচে থাকো, সুখে থাকো—

বিশ্বজিৎ ॥ তা তুমি যে হঠাৎ চলে এলে দিদা ?

প্রমদা ॥ চূড়ামণি যোগে গঙ্গা নাইতে এলাম। ভাবলুম, নাতিরা সব নিজেরা দেখে শুনে বিয়ে করেছে, ঐ সঙ্গে নাত্-বৌদেরও দেখে যাই।

[ইতিমধ্যে বামনদাস একটা ঘটি করে জল নিয়ে আসে ও বলে :]

বামনদাস ॥ এই নাও, তোমার হাত-ধোবার জল এনেছি।

প্রমদা ॥ দে—

[প্রমদাসুন্দরী হাতে একটু জল নিয়ে হাতটা ধুয়ে ফেলেন। বিশ্বজিৎ বলে :]

বিশ্বজিৎ ॥ হাতে কি হোল দিদা ?

প্রসেনজিৎ ॥ হয়নি কিছু। মেরী হাতে কিস্ করেছে। তাই দিদা হাতটা ধুয়ে ফেল্‌লেন !

সুপর্ণা ॥ মাই গুড্‌নেস্ ! [বিশ্বজিৎকে] চলো, এরপর এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।

[বিশ্বজিৎ ও সুপর্ণা চলে যায়। প্রসেনজিৎ বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ মা ! আমার এ মাসের খরচের টাকাটা ?

সর্বাণী ॥ উনি ওঘরে আছেন—ওঁর কাছ থেকে নাও গে যাও—

[প্রসেনজিৎ ও মেরী চলে যায়। প্রমদাসুন্দরী সর্বানীর দিকে চেয়ে বলেন :]

প্রমদা ॥ হ্যাঁরে, তোর ছোটছেলে মেম বিয়ে করেছে, এ কথাতো কই জানাস্ নি ?

সর্বাণী ॥ একি জানাবার কথা মা—যে জানাবো ?

প্রমদা ॥ যাক, বিশু তবু তোর মুখ রেখেছে—

সর্বাণী ॥ কোনও ছেলেই আমার মুখ রাখেনি মা ! বিশু নামেই বাঙ্গালী বিয়ে

করেছে, নইলে চাল-চলনে ছোট খোকার মেম বৌকেও হার-মানায়।

প্রমদা ॥ বলিস্ কি !

সর্বাণী ॥ হ্যাঁ, দেখলে না কি রকম করে চলে গেল ?

প্রমদা ॥ তা যাক। আজকালকার শহুরে মেয়েদের চাল-চলনই ঐ রকম হয়েছে।

সর্বাণী ॥ সবারই হয় নি মা! ভাগ্যগুণে সব আমার কপালে এসে জুটেছে! তা ছাডা, বিশু বামুনের মেয়ে বিয়ে করেছে।

প্রমদা ॥ এ্যাঁ! বলিস কি! বামুনের মেয়ে? দেখ্ দেখি, কি অন্যায় হোল, বামুনের মেয়ে পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করলো গা!

বামনদাস ॥ তা জল এখনও আছে, বলো তো পায়ে ঢেলে দি—

প্রমদা ॥ তুই থাম্ হতচ্ছাড়া! মস্করা করার আর সময় পেলি নে ?

[ইতিমধ্যে ইন্দ্রজিৎ ও তার স্ত্রী শুভলক্ষ্মী প্রবেশ করে। ইন্দ্রজিৎ প্রমদাসুন্দরীকে দেখে আনন্দে এগিয়ে এসে প্রণাম করে ও বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধরে বলে:]

ইন্দ্রিজিৎ ॥ কখন এলে দিদা ?

প্রমদা ॥ এই তো কিছুক্ষণ আগে আসছি ভাই—

ইন্দ্রজিৎ ॥ [শুভলক্ষ্মীকে] আমার দিদিমা। প্রণাম করো শুভা—

[শুভলক্ষ্মী প্রমদাসুন্দরীকে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। প্রণাম করা দেখে প্রমদাসুন্দরী বলেন:]

প্রমদা ॥ হয়েছে ভাই, হয়েছে। তুমি আমার কত আদরের ইন্দরের বৌ!—

[শুভলক্ষ্মী বলে:]

শুভলক্ষ্মী ॥ আপনি এখন এখানে থাকবেন তো দিদিমা ?

প্রমদা ॥ না ভাই, চূড়ামণিযোগে গঙ্গা নাইতে এসেছি, নাওয়া হয়ে গেলেই, চলে যাবো।

শুভলক্ষ্মী ॥ কেন ? এসেছেন যখন, থাকুনই না দিনকতক ?

প্রমদা ॥ আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, সহরে যে বেশীদিন থাকতে পারি না ভাই!

সর্বাণী ॥ ওরে ইন্দর, ড্রাইভারকে বলে দে, কাল ভোরেই যেন আসে। মা কালীঘাটে যাবেন।

ইন্দ্রজিৎ ॥ তা বেশ তো, আমি এখুনি বলে দিচ্ছি—

[ইন্দ্রজিৎ চলে যায়। প্রমদাসুন্দরী শুভলক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে বলেন :]

প্রমদা ॥ তা তু'নাকে নাকছাবি পরেছো কেন ভাই ?

শুভলক্ষ্মী ॥ আমাদের দেশে পরে।

প্রমদা ॥ তোমাদের দেশ কোথায় ?

শুভলক্ষ্মী ॥ মাদ্রাজে।

প্রমদা ॥ তোমরা মাদ্রাজী ?

শুভলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ দিদিমা।

প্রমদা ॥ জানিস্ সর্বানী, ওর প্রণাম করা দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। মাদ্রাজীদের দেবদ্বিজে খুব ভক্তি! ও দেশে গিয়ে দেখেছি তো—কি সব মন্দির—কি সব দেবদ্বিজে ভক্তি—কি পূজোর ঘটা!

সর্বাণী ॥ হ্যাঁ মা, বড় বৌমাও খুব পূজোআচ্ছা করেন। লক্ষ্মী-পূজোর সময় আমায় খুব সাহায্য করেন—হাতে হাতে সব জুগিয়ে দেন।

প্রমদা ॥ দেবে বৈকি! এত দুঃখের মাঝেও তোর এই বৌকে নিয়েই যা একটু সান্ত্বনা—নইলে, জাত-ধর্ম কি আর আছে ?

সর্বাণী ॥ তা যা বলেছো মা।

বামনদাস ॥ বড়মার যত সব এলোমেলো কথা! জাত-ধর্ম নেই মানে? আলবৎ আছে। জামাইবাবু তিন ছেলের বৌভাতের ভোজটা এক সঙ্গে লাগিয়ে দিন না,—দেখি, জাতধর্ম নেই বলে, কেমন সবাই নেমন্তন্ন খেতে না আসে? আজকের দিনে আর ও সব নেই, বুঝ্‌লে বড় মা—আজকের দিনে আর ও সব নেই—

প্রমদা ॥ তুই থাম্ হতভাগা! তোকে আর বিধেন দিতে হবে না—

শুভলক্ষ্মী ॥ আপনার সঙ্গে আমিও কাল কালীঘাটে যাবো দিদিমা!

প্রমদা ॥ বেশ তো, যেও। তোমার শাশুড়ীও তো আমার সঙ্গে যাবে, ঐখানেই তোমাদের শাশুড়ী-বৌকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে দেবো।

পঞ্চম দৃশ্য

[শর্মিলার পড়বার ঘর। তখন রাত্রি-সাড়ে আটটা-নটা। শর্মিলা ও সমীরণকে দেখা যায়। সমীরণ বলে :]

সমীরণ ॥ আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে রয়েছো যে? নাও, পড়ো—

শর্মিলা ॥ পড়বো কি? তোমার মুখের দিকে চেয়ে, আমি কি রকম যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি।

সমীরণ ॥ অন্যমনস্ক হচ্ছো?—কেন?

শর্মিলা ॥ বাব্বাঃ! যা একখানা খোঁচা খোঁচা গোঁফ্ আঠা দিয়ে সেঁটেছো—

[গোঁফটা হাতে করে খুল্‌তে খুল্‌তে সমীরণ বলে :]

সমীরণ ॥ আচ্ছা, এই নাও খুলে ফেলছি—

শর্মিলা ॥ ছিঃ!—ছিঃ! কি করলে বল দেখি? এখন যদি কেউ ঘরে ঢুকে পড়ে?

সমীরণ ॥ ভয় নেই, চট্ করে আবার গোঁফটা এঁটে নেবো।

শর্মিলা ॥ তা তো নেবে, কিন্তু জড়ভরতের মতন ছদ্মবেশে আর কতকাল কাটাবে?

সমীরণ ॥ যতদিন না সাধনায় সিদ্ধিলাভ করি—

শর্মিলা ॥ তোমাকে আর অত সাধনা করতে হবে না। তার চেয়ে তোমার জামাইবাবুকে সব কথা খুলে বলো না? বাবার কাছে এসে বলুন।

সমীরণ ॥ বল্‌বো বল্‌বো মনে করেও বল্‌তে পারছি না।

শর্মিলা ॥ কেন?

সমীরণ ॥ জামাইবাবু বল্‌বেন কাওয়ার্ড। রং মেখে সং সাজতে পারলে—আর জীবন-সঙ্গিনীকে ঘরে আনতে পারলে না?

[ইতিমধ্যে দু' কাপ চা হাতে ভোম্‌লা ঘরে আসে। তাকে দেখে সমীরণ তাড়াতাড়ি মুখে গলার চাদরটা চাপা দিয়ে কাশতে থাকে। ভোম্‌লা শর্মিলাকে ইংগিতে বোঝাতে চেষ্টা করে মাথায় ফুঁ দাও—শর্মিলা তাকে ধমকে দেয়। চা রেখে ভোম্‌লা চলে যায়। শর্মিলা বলে :]

শর্মিলা ॥ আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি!

সমীরণ ॥ যা বলেছো ! কাজের কথা নয়, গোঁফ্‌টা এঁটে নিই।

[সমীরণ টেবিলে গোঁফটা খুঁজতে থাকে, কিন্তু পাওয়া যায় না। সমীরণ বলে :]

সমীরণ ॥ এই সেরেছে ! গোঁফটা কোথায় গেল বল দিকিনি ?

শর্মিলা ॥ এই তো, টেবিলের ওপরেই খুলে রা'খ্‌লে—

সমীরণ ॥ তাইতো রেখেছিলুম, কিন্তু—

[দু'জনেই বই, খাতাপত্র উল্টে দেখতে থাকে, কিন্তু গোঁফটা পাওয়া যায় না। ব্যাপার হয় এই—ভোম্‌লা গোঁফের ওপরেই চায়ের কাপ ডিস্ বসাতে, গোঁফটি চায়ের ডিসের তলাতে আট্‌কে যায়। এদিকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে সমীরণ বলে :]

সমীরণ ॥ নাঃ ! মহাবিভ্রাটে পড়া গেল দেখছি ! মুখে চাদরটা চাপা দিয়ে এই বেলা পালাই। নইলে ধরা পড়ে গেলে—

শর্মিলা ॥ সত্যি, লজ্জার আর শেষ থাকবে না। হ্যাঁ, তাই যাও। কাল আসছো তো ?

সমীরণ ॥ ইচ্ছে রইলো। তবে এর ভেতরে গোঁফ্‌টা যদি তৈরী করিয়ে নিতে পারি—

শর্মিলা ॥ শুধু তৈরী নয়, একেবারে আইডেন্টিক্যাল্ হওয়া চাই।

সমীরণ ॥ তাতো বটেই। আচ্ছা-চলি—

[মুখে চাদর চাপা দিয়ে সমীরণ ঘর ছেড়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শর্মিলাও টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ভোম্‌লা আসে চায়ের কাপ দুটো নিতে ; কিন্তু দেখে দু'টো কাপেই চা-ভর্তি। কেউ একটুও মুখে দেয় নি। ভোম্‌লা বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর কাপ দুটো হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যায়—সহসা ডিসের তলায় আট্‌কানো গোঁফটির ওপর তার নজরে পড়ে। কাপ দু'টোকে টেবিলের ওপর রেখে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চামেলীকে ডেকে আনে।—চামেলী বলে :]

চামেলী ॥ কি—কি ?—দেখবো কি ?

ভোম্‌লা ॥ [চাপাগলায়] আয় না, একটা জিনিস দেখাই—

[চামেলী টেবিলের কাছে আসে, ভোম্‌লা কাপ দু'টো দেখিয়ে বলে :]

ভোম্‌লা ॥ এই ছ্যাখ্, কেউ খায় নি, সব ভাব করতেই মত্ত ! যেমন চা তেমনি পড়ে আছে।

চামেলী ॥ দূর্—দূর্! ঐ বুড়োর সঙ্গে দিদিমণি ভাব করবে কি রে?

[ভোম্‌লা গোঁফটা ডিসের তলা থেকে খুলে নিয়ে নাকের নীচে লাগিয়ে বলে :]

ভোম্‌লা ॥ এটা পরলে বুড়ো—[গোঁফটা খুলে] নইলে নয়—

চামেলী ॥ ওরে অলপ্পেয়ে! তুই যে ভেল্কী দেখাচ্ছিস্! ওটা আবার কোত্থেকে পেলি?

ভোম্‌লা ॥ মাষ্টার ফেলে গেছে—

চামেলী ॥ সে কি!

ভোম্‌লা ॥ হ্যাঁ। জোয়ান মাষ্টারকে বাবু জবাব দিল বলে, সেই জোয়ানই এখন বুড়ো সেজে আসছে।—জানিস চামেলী, নানান মুনিববাড়ী নানান কিছু দেখে শুনে, তবে না বোবা সেজে এই বাড়ীতে ঢুকেছি। তা এখানে যা হোক বোবা সেজে তো বছর চারেক কাট্‌লো। কিন্তু এই চার বছরে যা দেখলাম—যা শুনলাম, তাতেও বড় কম লাভ হলো না। খাস্ বিলিতী মেম্ এলো, মাদ্রাজী এলো, কায়েতের ঘরে বামুন এলো। এখন বাকী আছে শুধু মাষ্টার আর—দিদিমণি। তুই আর আমি—

চামেলী ॥ কিন্তু এবার ধরা পড়ে গেলে, এরাও যে তাড়াবে—

ভোম্‌লা ॥ তুই ধরিয়ে না দিলে, ধরে কার সাধ্যি। ধরিয়ে যদি দিস্, তাহলে বুঝবো, তুই আমায় ভালবাসিস্ না, আর ধরিয়ে যদি না দিস্ তাহলে বুঝবো তুই আমাকে—

চামেলী ॥ ভালবাসি—এই তো?

ভোম্‌লা ॥ হ্যাঁ। জানিস্ চামেলী, এতটা বয়েস হলো—কেউ আমায় ভালবাস্‌লো না। বল্‌না চামেলী, সত্যিই তুই আমাকে ভালবাসিস্ কিনা?

[ভোম্‌লা আবেগে চামেলীর হাত দু'টো চেপে ধরে। চামেলী বলে :]

চামেলী ॥ ছাড় ড্যাক্‌রা—ছাড়্, কেউ কোথাও দেখে ফেল্‌বে যে?

ভোম্‌লা ॥ দেখে ফেলাতেই তোর আপত্তি, নইলে আপত্তি নেই? বুঝেছি,

তাহলে সত্যিই তুই আমাকে ভালবাসিস। চল চামেলী, কালীঘাটে গিয়ে মালা-বদল করে, তোর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে নিয়ে আসি। তারপর একখানা ঘর ভাড়া করে, সংসার পাতি। আমি কাজ করবো, আর তুই সংসার দেখবি—কেমন ?

চামেলী ॥ তুই কাজ করে আমাকে খাওয়াতে পারবি ?

ভোম্‌লা ॥ কেন পারবো না—খুব পারবো। তুই শুধু একবার বল্‌ যে, ঘর বাঁধ্‌তে রাজী, তারপর দেখ্‌, পারি কি না ?

চামেলী ॥ তা আগে তুই ঘর ঠিক করবি—তবে তো ?

ভোম্‌লা ॥ এই চল্‌লাম আমি ঘর দেখতে—

[ভোম্‌লা চলে যেতে চায়। চামেলী ডাকে :]

চামেলী ॥ আরে শোন—শোন, পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে নিয়ে তবে তো ঘর দেখবি ?

ভোম্‌লা ॥ না। আগে ঘর ঠিক করব। তারপর বল্‌বো—দেশে যাচ্ছি, আমার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিন।

চামেলী ॥ তুই তো দেশে যাচ্ছিস্‌ বলে যাবি, কিন্তু আমি কি বলে যাবো ?

ভোম্‌লা ॥ তাও তো বটে ! তাহলে এক কাজ করি, আমি বরং এখুনি চলে যাই। আমি তো হাবা-গোবা মানুষ, ওরা ভাববে কোথায় হারিয়ে গেছে। আর তুই বরং তোর মার অসুখ, দেশ থেকে খবর এসেছে—এই কথা বলে পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নিয়ে চলে আয়। যা, এখুনি যা, মা-ঠাকরুণের কাছে গিয়ে কথাটা পাড়্‌গে যা।

চামেলী ॥ তা না হয় পাড়লুম, কিন্তু তুই পাওনা-গণ্ডা না নিয়েই চলে যাবি ?

ভোম্‌লা ॥ গেলামই বা ! পাওনা-গণ্ডা নাই বা পেলাম—তোকে তো পাচ্ছি। জানিস্‌ চামেলী, দেশে থাকতে ছেলেবেলায় বাবুদের থিয়েটারের দলে আমি সখী সাজতুম। নেচে নেচে গান গাইতুম—

'আমরা বস্‌রাই ত্বু'টিফুল,
আরব সাগর হইতে ভাসিয়া—
ভারতে পেয়েছি কূল।'

—এ্যাদ্দিনে দেখছি, অনেক ঘাটের জল খেয়ে এইবার আমার একটা কূল-কিনারা হোল।—যা, দেরী করিস্‌নি, মা-ঠাকরুণকে গিয়ে কথাটা বলগে যা।

[প্রস্থানোদ্যত।

চামেলী ॥ ওরে শোন শোন, গোঁফটা—

ভোমলা ॥ গোঁফটা—তাও তো বটে, কি করি বল্‌ত? [ভেবে] এক কাজ করি, গোঁফটা বরং লিয়েই যাই। না না, তার চেয়ে বাবুর টেবিলে চাপা দিয়ে চলে যাই—

[ভোম্‌লা চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে শর্মিলা প্রবেশ করে বলে :]

শর্মিলা ॥ কার সঙ্গে কথা বলছিলি রে চামেলী?

চামেলী ॥ কথা? কারুর সঙ্গেই তো কথা কইনি দিদিমণি—

শর্মিলা ॥ হ্যাঁ—কইছিলি বৈকি!

চামেলী ॥ না দিদিমণি! তাহলে তুমি ঐ এডিও হচ্ছিল, তার কথা শুনেছো।

শর্মিলা ॥ এ ঘরে আবার রেডিও কোথায়?

চামেলী ॥ ঐ মেজবৌদির ঘরের এডিওর কথা তো এ ঘর থেকে শোনা যায়। তাই—

শর্মিলা ॥ মেজবৌদি তো এখন বেরিয়েছেন, ও ঘরের রেডিও তো এখন বন্ধ।

চামেলী ॥ ওমা! তাও তো বটে! তা'হলে সত্যি কথাটা তোমায় বলি দিদিমণি! [চাপাস্বরে] মাষ্টারবাবু এসেছিলেন—গোঁফটা খুঁজতে—

শর্মিলা ॥ তারপর?

চামেলী ॥ তা ঠাকুরের কেব্‌পায়—সেটা পাওয়া গেছে।

শর্মিলা ॥ তা, সেটা নিয়ে গেছেন তো?

চামেলী ॥ হ্যাঁ দিদিমণি।

শর্মিলা ॥ একথা কাউকে যেন বলিস্‌ নি চামেলী!

চামেলী ॥ বল্‌বোই যদি, তাহলে এডিওর নাম করে এত মিথ্যে কথাই বা তোমায় বল্‌তে যাব কেন দিদিমণি ? মাষ্টারবাবু বল্‌ছিলেন—কাউকে একথা বলো না চামেলী, তাই পের্‌থমটায় তোমাকেও বলি নি। তা ছাড়া কারুর সাধ্যি নেই যে, আমার পেট থেকে কথা বার করে—

শর্মিলা ॥ তা জানি চামেলী ! এতদিন তো আমাদের বাড়ী কাজ করছিস্‌ —কখনও তোর কোনও বেচাল দেখিনি।

চামেলী ॥ কিন্তু বরাত মন্দ দিদিমণি ! নইলে তের বছর বয়েসেই বা আমার কপাল পুড়্‌বে কেন ?

শর্মিলা ॥ সেকি ! তের বছর বয়েসে তুই বিধবা হয়েছিস্‌ ?

চামেলী ॥ বিধবা হলে তো ল্যাঠা চুকেই যেতো দিদিমণি। আমি না বিধবা, না সধবা—

শর্মিলা ॥ সে আবার কি রে ?

চামেলী ॥ এই শহরে, মা আমার নোকের বাড়ী গতর খাটিয়ে, কিছু পয়সা জমিয়ে, তের বছর বয়সে আমার বিয়ে দিয়েছিলো; কিন্তু বছর ঘুর্‌তে না ঘুরতে আমার মুখপোড়া সোয়ামী আমার গয়নাগাঁটি বেচে হালগরু কিনতে যাচ্ছি বলে, সেই যে দেশে গেল—আর ফির্‌লো না ! তাই আমিও মনের ঘেন্নায় মাথার সিঁদুর তুলে ফেল্‌লুম।

শর্মিলা ॥ আহা ! তা আর একবার দেখে শুনে সিঁদুর পরলেই তো পারিস্‌ চামেলী।

চামেলী ॥ ইচ্ছে তো হয়—আবার নজ্জাও করে দিদিমণি !

শর্মিলা ॥ তা ইচ্ছে যখন করে, তখন লজ্জার জন্যে ইচ্ছেটাকে চেপে রাখিস্‌ নি।

[শর্মিলার কথা শুনে চামেলী চম্‌কে ওঠে। মনে মনে ভাবে, তবে কি দিদিমণি সব শুনে ফেল্‌লে নাকি ? প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্যে বলে :]

চামেলী ॥ ইচ্ছে তো হয়, কিন্তু মার জন্যেই—

শর্মিলা ॥ তোর আবার মা কোথায় ? এই তো গেল বছর মা মরে গেছে বলে, ছুটি নিয়ে দেশে গেলি ?

চামেলী ॥ [থতমত খেয়ে] গেলাম তো, কিন্তু তখন যে মা মলো না ! [কান্নার ভান করে ভেউ ভেউ করে কেঁদে] দেশ থেকে খবর এয়েছে, মা আবার মরো মরো—

শর্মিলা ॥ সেকি ! কথন খবর এলো ?

চামেলী ॥ আজই বিকেল বেলায় দেশ থেকে নোক এসে, খবর দিয়ে গেলো। মা-ঠাকরুণকে বলে তুমি যদি আমার ছুটি করিয়ে দাও দিদিমণি, তাহলে আস্তিরের গাড়ীতে দেশে গিয়ে মাকে একবার দেখে আসি।

শর্মিলা ॥ তা বেশ তো, মাকে বলে আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুই আয় আমার সঙ্গে—আর ছাখ, গোঁফের কথা যেন কাউকে বলিস্ নি—

[জিভ্ বার করে ঘাড় নেড়ে বলে]

চামেলী ॥ না—না—

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দৃশ্য ঘুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় জনৈক হিন্দুস্থানীকে গলায় জবাফুলের মালা, সিঁদুরের ফোঁটা ও হলদে রঙের স্থতো পরিয়ে জনৈক পাণ্ডা তাকে ধরে মন্দিরের দিক থেকে নিয়ে আসছে]

পাণ্ডা ॥ মা তুমারা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে গা—বোলো, কালীমাঈকী জয়—

লোকটি ॥ কালীমাঈকী জয়—

[পাণ্ডাটি ইতিমধ্যে লোকটির ট্যাঁকে হাত দেয়।]

লোকটি ॥ [ট্যাঁক সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে] ছোড়্ দেও ভাই—ছোড়্ দেও— দর্শন হুয়া, হামকো ছোড়্ দেও—

পাণ্ডা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তো ঠিক বাত্। লেকিন্ দর্শনকোওয়াস্তে তো কুছ্ মিলনা চাইয়ে—বোলো, কালীমাঈকী—

[পাণ্ডার হাত পুনরায় লোকটির ট্যাঁকে যায়, লোকটি এবার আর 'জয়' বলে না—দু'হাতে ট্যাঁক ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে বলে :]

লোকটি ॥ ডালাকো মিলা, দক্ষিণা ভি মিলা, দর্শন কো লিয়ে মিলা, আভি বোল্তা দর্শন্কো মিলনা চাইয়ে—আপকো গোড় লাগ্তা মহারাজ! হামকো ছোড়্ দেও—

[লোকটি ছুটে পালিয়ে যায়। অপরদিকে থেকে হারু হালদার প্রবেশ করে ও বলে :]

হারু ॥ কি খুড়ো, ঘুড়ি কেটে গেল তো!

পাণ্ডা ॥ হ্যাঁ, টানামানি করেও রাখতে পারলাম না।

হারু ॥ পারবে কি করে? পল্কা সুতো—বেশী টানামানি করতে গেলে তো কেটে যাবে।

[দু'জন দু'দিকে প্রস্থান করে। অপর দিক থেকে বর্ষীয়ান পাণ্ডা ভুবন হালদারের সঙ্গে সর্বানী, প্রমদাসুন্দরী শুভলক্ষ্মী ও বামনদাসকে আসতে দেখা যায়। বামনদাস ছাড়া সকলের পরণে শুদ্ধ কাপড়। সর্বানী, প্রমদাসুন্দরী প্রভৃতি মন্দিরের দিকে এগিয়ে যান। ভুবন হালদার বলে :]

ভুবন ॥ আসুন মা আসুন—আজ মন্দিরে বড্ড ভীড়! তবে আমি থাকতে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না।—তা ষোল আনার ডালা দিতে বলে দিই মা?

সর্বাণী ॥ ষোল আনার নয়, ওটা পাঁচ টাকার বলুন।

ভুবন ॥ জয় মা! মা আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। তবে আমার দক্ষিণেটাও ষোল আনা ধরে দেবেন মা! আসুন—আসুন—

[ভুবন হালদারের সঙ্গে সর্বানী, প্রমদাসুন্দরী, শুভলক্ষ্মী, বামনদাস চলে যায়। অপর দিক থেকে ভোম্লা ও চামেলী প্রবেশ করে। চামেলীর পরণে একটা লালটুকটুকে শাড়ী ও ব্লাউস। ভোম্ল্যার পরণে আন্কোরা ধুতি। গায়ে বেগুনে রঙের সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে লাল মোজা ও কেডস্ জুতো, গলায় সাদা উড়্নী। ভোম্লা চাপা গলায় বলে :]

ভোম্লা ॥ খুব সাবধান! এ কালীঘাট। বিয়ের কথা শুন্লেই তোর আঁচল আর আমার ট্যাঁক,—সব খালি হয়ে যাবে। এখানে বোবা

সেজে না থাক্‌লেই—ছিন্‌তাই! যেমন যেমন বল্‌লাম—তাই করবি।

[সহসা হীরু হালদার প্রবেশ করে ও ভোম্‌লার কাছে গিয়ে বলে :]

হীরু ॥ এই যে দাদা আসুন। মাকে দর্শন করিয়ে দি—পূজো দিইয়ে দি—

চামেলী ॥ পূজো? হ্যাঁ বাবা— তা দোবো বৈকি। তবে—

হীরু ॥ কিছু ভাববেন না মা! আজ পরব। মন্দিরে একটু ভীড় আছে বটে, কিন্তু আমি জোয়ান পাণ্ডা, গায়ে আপনাদের আঁচড়টি লাগতে দোবো না। মারবো কুনুই—মারবো কুনুই—মায়ের পায়ে জমা করে দেবো। তা বলুন—কত ডালা হবে?—সওয়া পাঁচ আনা?

[ভোম্‌লা বোবার অভিনয় করে বোঝাবার চেষ্টা করে যে,—'পূজোটা পরে দেবে, তার আগে চামেলীকে দেখিয়ে বোঝায়—সিঁথিতে সিঁদুর পরাতে হবে। হীরু হালদার ভারী খুশী হয়। সে একবার ভোম্‌লা ও একবার চামেলীর দিকে চেয়ে একগাল হেসে বলে :]

হীরু ॥ তা এর জন্যে ভাবনা কি? এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—।

চামেলী ॥ তা কত খরচ পড়বে বাবা?

হীরু ॥ তা মায়ের প্রণামী, সিঁদূরের দাম, মালা, বামুনের দক্ষিণে—দেবেন গোটা পঁচিশেক টাকা।

চামেলী ॥ পঁ-চি-শ-টা-কা! তা অত তো আমাদের কাছে নেই বাবা—

হীরু ॥ সিঁদুর চড়ানো কি আর এর কমে হয় মা?

চামেলী ॥ গরীব-সরীব নোক—ঐ হাবাগোবাটার গলায় মালা দিতে যাচ্ছি, একটু কম সম করে নাও বাবা—

[ভোম্‌লা মুখে একরকম শব্দ করে চামেলীকে বোঝাতে চেষ্টা করে' চল্—সিঁদুরের দরকার নেই—ফিরে চল্। হীরু ভোম্‌লার হাত চেপে ধরে বলে :]

হীরু ॥ আহা! রাগ করছো কেন দাদা? মায়ের এখানে বাসনা নিয়ে এসে ফিরে যাবে?

চামেলী ॥ কি করবো বাবা? পাঁচটি টাকা হাতে করে এসেছি, এর' মধ্যে করে দিতে পারো তো হবে, না হলে ফিরেই যাবো।

হীরু ॥ আহা-হা! জোড়া গাঁথার বাসনা নিয়ে এসে মায়ের দরজা থেকে ফিরে যাবেন? তা কি হয়? যাক্—দেবেন গোটা পনের টাকা।

[হীরুর কথায় ভোম্‌লা আবার চামেলীকে ইসারায় জানায়—চল্ ফিরে যাই। হীরু বাধা দিয়ে বলে:]

হীরু ॥ আহা! রাগ করছো কেন দাদা? মায়ের কাছে কোন বাসনা অপূর্ণ থাকে না। বাসনা নিয়ে এসে মায়ের দরজা থেকে ফিরে যেতে নেই? বলি, পাঁচ আর পনেরোর মাঝামাঝি তো একটা হতে পারে। এই ধর গিয়ে, মায়ের প্রণামী ষোল আনা, সিঁদুর চড়ানো ষোল-ষোল বত্রিশ আনা—

চামেলী ॥ ষোল-ষোল বত্রিশ কেন? পরবো তো আমি একা—

হীরু ॥ তা পরবে। কিন্তু আর একজন যে পরাবে মা—তাই ষোল ষোল বত্রিশ। হিসেবে ভুল পাবেন না মা! তাই বলছিলাম, প্রণামী ষোল আনা, সিঁদুর চড়ানো বত্রিশ আনা—এই হোল দু' টাকা আর এক টাকা তিন টাকা, দক্ষিণে ষোল আনা, দু' গাছা মালা দশ দু'গুণে কুড়ি আনা পাঁচ সিকে, আর কম করেও একটা ডালা সওয়া পাঁচ আনা—এই হোল মোট পাঁচ টাকা সওয়া ন'আনা এর ওপরে আবার ঘর ভাড়া আছে—

চামেলী ॥ ঘরের আমাদের দরকার নেই বাবা, তিন কূলে আমাদের কেউ নেই। মায়ের মন্দিরের দিকে মুখ করে ঐ গাছতলায় দাঁড়িয়ে সিঁদুর চড়ালেই হবে।

হীরু ॥ তবুও তে পাঁচ টাকায় হয় না মা। যাক্—আপনার কথাও থাক্, আমার কথাও থাক্—দেবেন পাঁচ টাকা সওয়া ন' আনা।—আসুন—

[হীরু হালদারের সঙ্গে চামেলী ও ভোম্‌লা চলে যায়। ইতিমধ্যে জনৈক গায়ক গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করে। কয়েকজন মন্দিরের পূজার্থী গায়ককে ভিক্ষা দিয়ে চলে যায়।]

ভিক্ষুক ॥　　　　গীত

জাল ফেলেছে মায়াবিনী
　　তিন ভুবনের চরাচরে
কে জানে রে কে যে কখন
　　মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে !
এই মায়াজাল যায় না খোলা—
ভুল্‌তে গেলে যায় না ভোলা,
সঙ্গোপনে জড়ায় সে যে,
　　বশ করে মন চিরতরে !
মায়াবিনীর এই মায়াতেই
মন-মাণিকের পশরা মেলে—
হৃদয় যে হয় নতুন সোনা
　সেই মাণিকের পরশ পেলে ॥
তাই তো এ-মন ভালোবাসে।
নিজেই নিজে হারিয়ে আসে
সেই হারানোর গরবটুকুই
　　কানায় কানায় হৃদয় ভরে ॥

[গীতান্তে গায়ক চলে যায়।······ইতিমধ্যে ভুবন হালদারের সঙ্গে সর্বানী, প্রমদাসুন্দরী শুভলক্ষ্মী ও বামনদাস পূজো দিয়ে ডালা হাতে নিয়ে ফেরেন। অপর দিক থেকে হীরুহালদারের সঙ্গে চামেলী ও ভোমলা প্রবেশ করে। এখন ভোমলা ও চামেলীর গলায় গাঁদাফুলের মালা ও চামেলীর সিঁথিতে সিঁদুর। হীরু হালদার বলে :]

হীরু ॥　চলুন—এইবার মাকে দর্শন করে তাঁর আশীর্বাদী নেবেন চলুন—ব্যস্‌ তাহলেই হয়ে গেল—

[সহসা চামেলী ও ভোমলা : সর্বানী, প্রমদাসুন্দরী, শুভলক্ষ্মী ও বামনদাসকে দেখে চমকে ওঠে। সর্বাণীও সবিস্ময়ে তাদের দিকে চেয়ে থাকেন। সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী ॥　একি !—ভোম্‌লা আর চামেলী না ?

[ভোমলা ও চামেলী ধরা পড়ে গিয়ে কথা বলতে পারে না, লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রমদাসুন্দরী ভাল করে তাদের দেখে সর্বাণীকে বলেন :]

প্রমদা ॥　হ্যাঁরে সর্বাণী !　এ দু'টো তোর বাড়ী কাজ করে না ?

শুভলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন দিদা।

প্রমদা ॥ তা ওরা এখানে কি করতে এসেছে?

বামনদাস ॥ দেখ্ছো গলায় মালা পরে সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়েছে—বলে কি করতে এসেছে? বিয়ে করতে এসেছে, আবার কি করতে আসবে?

প্রমদা ॥ এ্যাঁ! বলিস্ কি? এ আবার কি রকম বিয়ে?

বামনদাস ॥ তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে—এ বিয়ে তো কখনও দেখ নি। একে বলে কালীঘাটের বিয়ে—

ভোম্লা ॥ [সর্বাণীকে] হ্যাঁ মা, আমরা ঘর বাঁধতে চলেছি।

সর্বাণী ॥ একি! তুই যে দেখছি কথা বলতে পারিস্!

ভোম্লা ॥ কথা আমি বরাবরই বলতে পারি। বরং একটু বেশীই বলতে পারি। আর এই বেশী কথা বলার জন্যেই তো কোনও মুনিব বাড়ী আমি বেশীদিন টিকতে পারি নি। তাই, আপনাদের কাছে কাজ নেবার আগে পিতিজ্ঞে করেছিলুম যে, মুনিবদের সামনে আর কথা বল্বো না—বোবা সেজে থাকবো।

সর্বাণী ॥ তাই তুই বোবা সেজে ছিলি?

ভোম্লা ॥ হ্যাঁ মা, কিন্তু মনিষ্যি তো—কথা না কয়ে কি থাকা যায় মা? তাই লুকিয়ে লুকিয়ে চামেলীর সঙ্গে কথা বল্তে বল্তে—আমাদের কিরকম যেন ইয়ে হয়ে গেল—

[ভোম্‌লা লজ্জায় আর কিছু বলতে পারে না। সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী ॥ তা বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে।

চামেলী ॥ তা আপনি তো আমাদের মায়েরই মতো। আজকের দিনে আপনিই আমাদের আশীর্বাদ করুন মা—

[চামেলী ও ভোম্‌লা সর্বানীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে]

সপ্তম দৃশ্য

[সুরজিৎবাবুর ঘর। সময় সকাল। তখন ঘরে কেউ নেই। সুরজিৎবাবু সনাতনকে নিয়ে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করেন।]

সুরজিৎ ॥ এসো—এসো সনাতন। আজ ক'দিন হোল একটা জিনিস হাতে আসার পর থেকে আমার যেন কি রকম সন্দেহ হচ্ছে। তাই তোমাকে ডেকে পাঠালাম [গোঁফটি বার করে] এই দেখো।

সনাতন ॥ এঁ্যা! একি! এ যে ডিসগাইস সাজার অস্ত্র!

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ, তাইতো ভাবছি ছদ্মবেশে আমার বাড়ীতে কে আসে? কিছু মনে করো না সনাতন, ওটা পাওয়ার পর থেকেই আমার বারবার তোমার শালার কথা মনে হচ্ছে।

সনাতন ॥ সেইটাই স্বাভাবিক। ইয়ংম্যান। যখন পড়াতো, তখন হয়তো ওর ভেতরে কোনও উইক্‌নেস্‌ এসেছিল, যার জন্যে এখন মেক-আপ্‌ নিয়ে আসা-যাওয়া সুরু করেছে। ওটা দাও তো, আজই বাড়ী গিয়ে আমি ওকে চ্যালেঞ্জ করবো। যদি সত্যি হয়, আর একদিনও আমি ওকে বাড়ীতে জায়গা দেবো না। আজই বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবো।

সুরজিৎ ॥ না-না, তা কোর না সনাতন, তা কোর না। যদি তা সত্যিই হয়, তাহলে চারহাত এক করে দেবারই ব্যবস্থা কোরো।

সনাতন ॥ না। ও অনুরোধ তুমি আমায় কোরো না। এত বড় অন্যায় যে করতে পারে, তাকে আমি কিছুতেই বাড়ীতে জায়গা দেবো না।

সুরজিৎ ॥ না-না সনাতন, ওদের অন্যায় নয়—অন্যায় আমার। জৈব ধর্মকে আমি অস্বীকার করেছি, জেনেশুনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি, ন্যায়কে অস্বীকার করেছি, তাই পদে পদে আজ আমার পরাজয়। সন্দেহটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তুমি ওদের বিয়েটা

দেবার ব্যবস্থা করো। নইলে এর পরে মেয়ের বিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

[দারোয়ান মিঃ চ্যাটার্জীকে নিয়ে প্রবেশ করে ও পৌঁছে দিয়ে চলে যায়]

সুরজিৎ ॥ কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জ্জি? আপনি হঠাৎ এ সময়ে?

চ্যাটার্জী ॥ একটা জরুরী ব্যাপারে আসতে হোল। আপনি কথাটা সেরে নিন্ বলছি।

সনাতন ॥ ঠিক আছে। তুমি ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলো। আমি চলি।

সুরজিৎ ॥ আচ্ছা, তবে যা বললুম ওবিষয়ে তুমি—

সনাতন ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ খবর নেবো—যা করতে হয় করবো।

[প্রস্থান]

সুরজিৎ ॥ বলুন মিঃ চ্যাটার্জ্জি—

চ্যাটার্জী ॥ শুনুন, বাসুদেবপুর Bridge Construction-এর দরুন পারমিটের লোহা আপনি Blackএ বিক্রি করেছেন, কোন সোর্স্ থেকে এইরকম একটা খবর পেয়ে পুলিশ এনকোয়ারী সুরু করেছে—শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে—এই ব্যাপারে পুলিশ আমাকেও জড়াবার চেষ্টায় আছে।

সুরজিৎ ॥ বলেন কি!

চ্যাটার্জী ॥ হ্যাঁ। গতকাল অফিস থেকে পুলিশ আমার সার্ভিস ফাইল নিয়ে গেছে। তাই বলতে এলাম, নীচের তলার ভাড়াটাকে তুলে দিয়ে যে flatটা আমার মেয়েকে দেবেন বলে চেষ্টা করছিলেন, তা আর এখন করবেন না, কারণ—

সুরজিৎ ॥ বুঝেছি। তাতে কেসটা আরো খারাপ হতে পারে।

চ্যাটার্জী ॥ হ্যাঁ। আর এ বিষয়ে যদি কোন ডকুমেণ্টারী এভিডেন্স থাকে তো এইবেলা সেগুলো সরিয়ে অথবা নষ্ট করে ফেলার ব্যবস্থা করুন। আচ্ছা চলি—

[মিঃ চ্যাটার্জী চলে যান। সুরজিৎবাবু মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে থাকেন। একটু পরে সর্বাণী প্রবেশ করে সুরজিৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন ;]

সর্বাণী ॥ সনাতনবাবু চলে গেলেন ?

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ।

সর্বাণী ॥ তোমার সন্দেহের কথাটা বল্‌লে নাকি ওঁকে ?

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ, তা বললাম বৈকি।

সর্বাণী ॥ তা উনি শুনে কি বললেন ?

সুরজিৎ ॥ বল্‌বে আর কি ? চটে গেল।

[হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে, সুরজিৎবাবু রিসিভার ধরেন]

সুরজিৎ ॥ হ্যালো, সরকার স্পিকিং। হ্যাঁ, আমি সুরজিৎ সরকার কথা বল্‌ছি। এঁ্যা ! আপনি এইমাত্র রিলায়েবল্ সোর্স্ থেকে খবর পেলেন যে আমার এগেনষ্টে পুলিশ এনকোয়ারী হচ্ছে ? এঁ্যা ! পারমিটের লোহা বিক্রির ব্যাপারে ? যাই হোক, ডিটেল খবরটা একটু নেবার চেষ্টা করুন। আর লিগ্যালী যা করার দরকার করবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাবনার কথা বৈকি—

[রিসিভার রেখে দেন]

সর্বাণী ॥ কি ব্যাপার ? কি হয়েছে ? কে ফোন করছিল গো ?

[ইতিমধ্যে ইন্দ্রজিৎ আসে ও বলে :]

ইন্দ্রজিৎ ॥ আজকে ইন্‌কাম ট্যাক্সের ডিম্যাণ্ড্ নোটিশ এসেছে বাবা।

সুরজিৎ ॥ পারো যদি দিয়ে দাও —

ইন্দ্রজিৎ ॥ ফার্ম অ্যাকাউন্টে তো অত টাকা হবে না ?

সুরজিৎ ॥ ডিম্যাণ্ড কত টাকার ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ এক লক্ষ সাতাশ হাজার। অবশ্য পঁয়ত্রিশ দিন এখনও সময় আছে।

সুরজিৎ ॥ হ্যাঁ—তা আছে। কিন্তু মনে কোরো না যে, এই পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যেই ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে। আমাদের ফার্মের এগেনষ্টে পুলিশ এন্‌কোয়ারী হচ্ছে—শুনেছো বোধহয় ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ হ্যাঁ—শুনেছি।

সুরজিৎ ॥ কিন্তু আমি ভাবছি, এ-ইনফরমেশান্ ওরা পেল কি করে ? কেউ নিশ্চয়ই শত্রুতা করে বেনামীতে চিঠি পাঠিয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমার তো মনে হয়, এ সেই ঝুনঝুন্‌ওয়ালার কাজ।

সুরজিৎ ॥ তা হতে পারে।

সর্বাণী ॥ তুই এক কাজ কর্ ইন্দর আমার গয়নাগুলো বেচে ইন্‌কাম ট্যাক্সের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা কর্।

সুরজিৎ ॥ না—ও গুলো বিক্রী করা হবে না।

ইন্দ্রজিৎ ॥ তাহলে কি করে সব দিক্ সামলাবো বাবা ?

সুরজিৎ ॥ সামলাতেও পারবো না, আর সামাল দিতেও পারবো না। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

[ইতিমধ্যে আবার ফোন বেজে ওঠে। ইন্দ্রজিৎ রিসিভার ধরে :]

ইন্দ্রজিৎ ॥ হ্যালো—কে ? মিঃ বোস ? হ্যাঁ বলুন,—আমি ইন্দ্রজিৎ কথা বল্‌ছি। খবর নিয়েছেন ? পুলিশ বাবার personal account seize করেছে ! এ্যাঁ ! বাড়ীতে যদি কিছু ক্যাশ আর অর্নামেণ্টস্ থাকে, সেগুলো সরিয়ে ফেলবো—ওঃ ! বুঝেছি, বাড়ী সার্চ করতে পারে ?

[রিসিভার রেখে ইন্দ্রজিৎ বলে :]

ইন্দ্রজিৎ ॥ বাবা ! মিঃ বোস বলছিলেন—

সুরজিৎ ॥ বুঝেছি। কিন্তু না—কিছু সরাবো না। যা আছে, সব ঠিক থাকবে। আসুক পুলিশ, তোমাদের চোখের সামনে দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যাক্, ছিনিয়ে নিয়ে যাক্ আমার টাকা-পয়সা, হীরে-জহরৎ। তোমরা তিন ভাইয়ে দাঁড়িয়ে দেখ, আমি কপর্দকশূন্য হয়েছি !

সর্বাণী ॥ এসব তুমি কি বল্‌ছো ?

সুরজিৎ ॥ ঠিকই বল্‌ছি ! নইলে তোমার ছেলেদের বিষ দাঁত ভাঙবে না,

বিলাস কমবে না, নিজের পায়ে নিজেদের দাঁড়াবার সদিচ্ছাটুকু পর্যন্ত হবে না।

[এমন সময় বাইরে থেকে বিশ্বজিৎ ও সুপর্ণা ঘরে প্রবেশ করে। তাদের দেখে সুরজিৎবাবু বলেন :]

সুরজিৎ ॥ এই যে! এসো মেজবাবু! এসো—তুমি না প্রপার্টি ভাগ করতে চেয়েছিলে?—নাও, করো ভাগ!

বিশ্বজিৎ ॥ আমি সব শুনেছি; কিন্তু এখন ওকথা বল্‌লে কি হবে বাবা? প্রপার্টি যদি আপনি আগে ভাগ করে দিতেন, তাহলে আজ আর ওরা কিছুই করতে পারতো না। আপনি নিজের দোষে নিজে সর্বস্ব খোয়ালেন।

সুরজিৎ ॥ তা খোয়ালাম। কিন্তু অনেক কিছু দিয়ে অনেক কিছু লাভও করলাম। ভেবো না, ভেবো না—সে লাভের মুনাফা আমি তোমাদেরও দিয়ে যাবো।

[ইতিমধ্যে প্রসেনজিৎ ও মেরী আসে। প্রসেনজিৎ সকলকে চিন্তিত দেখে প্রশ্ন করে :]

প্রসেনজিৎ ॥ কি ব্যাপার? বাড়ীর সামনে পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়ালো?

ইন্দ্রজিৎ ॥ তাই নাকি?

বিশ্বজিৎ ॥ বাবা চাবিটা দিন, কন্‌ফিডেন্সিয়াল্ ফাইলগুলো সরিয়ে ফেলি—এখনও সময় আছে।

ইন্দ্রজিৎ ॥ হ্যাঁ বাবা. ওগুলো এখুনি সরিয়ে ফেলার দরকার।

সুরজিৎ। না, কোনও প্রয়োজন নেই। যেখানে যা আছে সব ঠিক থাক, একটা জিনিসও আমি সরাবো না। (বিশ্বজিৎ চাবি নিয়ে চলে যেতে যায়, সুরজিৎবাবু উত্তেজিত ভাবে বলেন)—বিশ্বজিৎ! তুমি আমার আলমারী খোলার চেষ্টা করো না।

[ব্যস্তভাবে শর্মিলার প্রবেশ, পেছনে শুভলক্ষ্মী]

শর্মিলা ॥ বাবা! তুমি এমন করছো কেন বাবা?

মেরী ॥ [প্রসেনজিৎকে] হোয়াই ইওর ফাদার বিহ্যাভিং সাচ্?

প্রসেনজিৎ ॥ উই আর ইন এ গ্রেট ডেঞ্জার মেরী!

মেরী ॥ ডেঞ্জার ?

প্রসেনজিৎ। পুলিশ ইজ কামিং টু সার্চ আওয়ার হাউস।

মেরী ॥ ওঃ! আই সী—পুলিশ উইল লুক রাউণ্ড ফর্ ব্ল্যাক ডায়মণ্ড্স ?

সুরজিৎ ॥ [অট্টহেসে] রাইট্ ইউ আর—ব্ল্যাক ডায়মণ্ড্—ব্ল্যাক ডায়মণ্ড্—তুমি ঠিক বলেছো—ওরা সার্চ করতেই আসছে। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

[অট্টহাসির মাঝে সুরজিৎবাবু হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন এবং সর্বাণীকে অতিকষ্টে বলেন]

সুরজিৎ ॥ সর্বাণী! একটু জল! একটু জল!

সর্বাণী ॥ বৌমা—শীগ্গীর জল আনো—

[শুভলক্ষ্মী ব্যস্তভাবে চলে যায়। অন্যদিক থেকে প্রবেশ করে পুলিশ অফিসার]

পুঃ অফিসার ॥ আর ইউ মিঃ সরকার ?

[সুরজিৎবাবু কথা বলতে পারেন না ইসারায় বোঝাতে চান যে তিনিই সুরজিৎ সরকার। ইতিমধ্যে বিশ্বজিৎ ঘর ছেড়ে চলে যেতে যায়।]

পুঃ অফিসার ॥ ঘর থেকে কেউ বেরোবার চেষ্টা করবেন না। [সুরজিৎকে] আপনার এগেনষ্ট্ এ ওয়ারেন্ট্ আছে।

[শুভলক্ষ্মী জল নিয়ে আসে। সর্বাণী তার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে সুরজিৎকে জল দিতে যান—সুরজিৎ ঢলে পড়েন।]

সর্বাণী ॥ ওগো! কি হ'লো ?

সকলে ॥ বাবা!

শুভলক্ষ্মী ॥ বাবা!

শর্মিলা ॥ বাবা!

[সুরজিৎবাবু ততক্ষণে সর্বাণীর কাঁধে ঢলে পড়েন]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সুরজিতের পূর্বতন ঘর। ঘরটি এখন এলোমেলো। পূর্বে ঘরটির যে শ্রী ও সৌন্দর্য ছিল, তা এখন নেই। তখন বেলা চারটে/সাড়ে চারটে। ঘরের ভিত.র সুপর্ণাকে পায়চারী করতে দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে সে ঘড়ি দেখছে। চোখে মুখে বিরক্তি। কখনও বসছে, কখনও বা উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিযে উঁকি দিচ্ছে। এরই মধ্যে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে ছোট্ট একটা আয়না বার করে, ঠোঁটে একটু রং বুলিয়ে নেয়, চুলটাকে ঠিক করে নেয়— আবার উঠে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে সমীরণ প্রবেশ করে। সুপর্ণাকে সে হাত তুলে নমস্কার জানায়। মুখের বিরক্তি নিয়ে কোনও রকমে সুপর্ণা হাত তুলে প্রতি নমস্কার জানায়। সমীরণ বলে :]

সমীরণ ॥ নমস্কার। কেমন আছেন ?

সুপর্ণা ॥ ভাল। শুনছি তো চাকরী বাকরী জুটিয়ে নিয়েছেন, কি হোল আপনাদের ?

সমীরণ ॥ কিসের কি ?

সুপর্ণা ॥ কি আবার ! বল্‌ছিলাম—এইভাবে আর কতদিন কাটাবেন ? এবার যা হোক একটা কিছু করে ফেলুন।

সমীরণ ॥ আমি তো রাজী। কিন্তু ও যে ভ্যাসিলেট্‌ করছে।

সুপর্ণা ॥ কেন ?

সমীরণ ॥ এই সাংসারিক বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করেই সাহস করছে না আর কি।

সুপর্ণা ॥ বিপর্যয় যদি কিছু ঘটে থাকে, সে তো আমাদের। ওর কি ?

সমীরণ ॥ আমার তো মনে হয়. ওর জীবনেই তা বেশী করে ঘটেছে। নিজের সমস্যা তো আছেই—তার ওপর ওর মা !

সুপর্ণা ॥ ওটা কোন সমস্যাই নয়. অজুহাত মাত্র।

সমীরণ ॥ অজুহাত ? কি বল্‌ছেন আপনি ?

সুপর্ণা ॥ ঠিকই বল্‌ছি—আসল ব্যাপারটা কি জানেন? বাপের সম্পত্তির অধিকার ছাড়তে ও রাজী নয়।

সমীরণ ॥ আমি কিন্তু রাজী করাতে পারি।

সুপর্ণা ॥ পারেন?

সমীরণ ॥ হ্যাঁ। অবশ্য বিশুবাবু যদি বাড়ী ভাড়ার রসিদে সই করেন, তাহলে, ব্যাপারটা সহজেই মিটে যায়।

সুপর্ণা ॥ মা আর শর্মিলা যদি বাড়ী ভাড়ার রসিদে সই না করেন, তাহলে আমি ওকে বলে রাজী করাতে পারি।

সমীরণ ॥ বেশ তো ওঁরা সই করবেন না। কিন্তু তার বিনিময়ে বিশুবাবুও তো একটা লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবেন—

সুপর্ণা ॥ লিখিত প্রতিশ্রুতি?

সমীরণ ॥ হ্যাঁ। মানে প্রতিমাসে বাড়ী ভাড়ার টাকা থেকে একটা অংশ শর্মিলার মায়ের খরচ বাবদ দেওয়া হবে এইরকম—

সুপর্ণা ॥ বটে! কিন্তু ওকে বলে দেবেন বেগারস্ মাষ্ট্ নট্ বি চুজারস্।

সমীরণ ॥ বল্‌বো। তবে ব্যাপার কি জানেন, এ ক্যাট্ হাস্ নাইন্ লাইভ্‌স্—শর্মিলার প্রাণটা কই মাছের মতই শক্ত। আপনার ভিখিরী বলাতে ওর কিছু যাবে আসবে না।

[সমীরণ চলে যায়। ক্ষুব্ধদৃষ্টি নিয়ে সুপর্ণা সেইদিকে চেয়ে থাকে। ইতিমধ্যে অপর দিক থেকে বিশ্বজিৎ প্রবেশ করে। তাকে দেখে বেশ ঝাঁঝালো গলায় সুপর্ণা বলে:]

সুপর্ণা ॥ বেশ যা হোক। কটা বাজে সে খেয়াল আছে?

বিশ্বজিৎ ॥ আছে। তা তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা না করে চলে গেলেই তো পারতে—

সুপর্ণা ॥ পারতাম। কিন্তু সে রকম তো কথা ছিল না। কথা ছিল, তুমি আসবে ঠিক সাড়ে চারটের মধ্যে। তারপর আমরা এক সঙ্গে বেরুব—পাঁচটা বাজতে চল্‌লো, এখন এসে এ কথা বল্‌লে হবে কেন? যাও, তাড়াতাড়ি রেডী হয়ে নাও।

বিশ্বজিৎ ॥ তুমি যাও সুপর্ণা, আমি যাবো না।

সুপর্ণা ॥ যাবে না ?

বিশ্বজিৎ ॥ না।

সুপর্ণা ॥ কেন ?

বিশ্বজিৎ ॥ কারণ যে মনের অবস্থা থাকলে হোটেল-পার্টি এসব করা চলে, সে মনের অবস্থা এখন আমার নেই।

সুপর্ণা ॥ কিন্তু তোমায় সঙ্গে নিয়ে না গেলে, লোকে কি মনে করবে বলো তো ?

বিশ্বজিৎ ॥ আমার হয়েছে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা সুপর্ণা। না গেলে—তুমি রাগ করো, অথচ এখন পার্টি-হোটেলে যেতেও আমার কি রকম যেন সঙ্কোচ হয়।—আমাদের বাড়ীতে পুলিশ রেড্ করার ব্যাপারটা খবরের কাগজে ফলাও করে বের হবার পর থেকেই মনে হয়—আমাকে দেখে যেন আড়ালে সবাই হাসাহাসি করে।

সুপর্ণা ॥ ওটা তোমার মনের দুর্বলতা। পুলিশ রেড্ করার জন্যে তুমি দায়ী নও—দায়ী তোমার বাবা।

বিশ্বজিৎ ॥ হয়তো তাই। কিন্তু তাঁর টাকার জোরেই তো হোটেল-পার্টি, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রতিষ্ঠা—সব কিছু হয়েছিল। অথচ এই ঘটনার পর বাবার স্বাভাবিক মৃত্যুটাকেও কেউ আর এখন বিশ্বাস করতে চায় না। বলে—পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি নাকি সুইসাইড্ করেছেন। তা যাক্—তোমাকে আর ডিটেন করবো না—তুমি যাও সুপর্ণা।—আমি যাবো না।

সুপর্ণা ॥ যাওয়া যে তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, এ-কথাটা তো স্পষ্ট করে আগে বললেই পারতে। অনিমেষ অলকাকে তাহলে বলে দিতাম।

বিশ্বজিৎ ॥ সে ত্রুটি আমি স্বীকার করছি সুপর্ণা। আমি তোমাকে বল্‌ছি—এখন থেকে পার্টিটার্টিগুলোয় তুমি একলাই যেও। কারণ, যে

অর্থ থাকলে পার্টি হোটেল করা যায়, সে অর্থ এখন আর আমার নেই। তাছাড়া ও সব আর আমার এখন ভালও লাগে না।

সুপর্ণা ॥ বাপের কালো বাজারের টাকার উপর নির্ভর করেই কি তুমি আমার হাত ধরেছিলে ?

বিশ্বজিৎ ॥ ঐ কথাটাতো আমিও তোমায় জিজ্ঞেস করতে পারি সুপর্ণা, যে আমাকে ভালবেসে তুমি আমার হাত ধরেছিলে ? না আমাদের বাড়ী, গাড়ী, ঐশ্বর্য দেখে আমার হাত ধরেছিলে ?

সুপর্ণা ॥ সেদিনের ভালবাসার সঙ্গে ঐশ্বর্যের মোহটাও জড়িয়েছিল বৈকি ! যাক্ অপ্রিয় আলোচনায় কাজ নেই। অনিমেষ অলকাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমরা যেতে পারবো না।

[সুপর্ণা বিরক্তভাবে বাড়ীর ভেতরে চলে যেতে যায়—এমন সময় সমীরণ ও শর্মিলাকে আসতে দেখে, তাদের দিকে একবার বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষ করে সুপর্ণা প্রস্থান করে। বিশ্বজিৎ কিছুক্ষণ সুপর্ণার গমন পথের দিকে চেয়ে কাউকে কিছু না বলে চলে যায়। সমীরণের বুঝতে কষ্ট হয় না যে এখানে একটু আগে উত্তপ্ত আবহাওয়া বয়ে গেছে তাই সে শর্মিলাকে বলে :]

সমীরণ ॥ দেখে মনে হচ্ছে—উত্তপ্ত আবহাওয়া ?

শর্মিলা ॥ মেজ বৌদির কাছে কখন আর আবহাওয়াটা উত্তপ্ত নয় ? বাবা মারা যাবার পর থেকে, টাকা পয়সার যেমন টানাটানি হয়েছে, তেমনি মেজবৌদির মেজাজটাও আগের চেয়ে চতুর্গুণ বেড়ে গেছে। মেজদার সঙ্গে খুটখাট্ তো আজকাল প্রায় লেগেই আছে।

সমীরণ ॥ এটেই স্বাভাবিক। ওরা কি জান ? সুখের পায়রা। ঐশ্বর্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট প্রাসাদের খোপে, খাঁজে, কার্ণিশে যেমন অসংখ্য গোলা পায়রা উড়ে এসে বাসা বাঁধে।—আবার অবস্থা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা আপনিই উড়ে চলে যায়—ওরাও ঠিক তাই।

শর্মিলা ॥ তা যা বলেছো।

সমীরণ ॥ তারপর ?—কি ঠিক করলে বল ?

শর্মিলা ॥ কিছুই ঠিক করতে পারিনি। ক'দিন সংসারে খুবই অশান্তি চলছে। বড়দা বড়বৌদি অবশ্য মার আর আমার মুখ চেয়ে সবই সহ্য

করছেন। এক এক সময় মনে হচ্ছে—মার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ি—বাড়ী থেকে। কি যে করবো—কিছুই ভেবে পাচ্ছিনা।

সমীরণ ॥ তোমার সমস্ত ভাবনা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও।

শর্মিলা ॥ আমি জামি তুমি আমার সব ভার নেবে, কিন্তু আমার মা? মায়ের কি হবে?

সমীরণ ॥ তুমি ভাবছো—তোমার মায়ের ভাবনা, আর তোমার মা ভাবছেন —তোমার ভাবনা।

শর্মিলা ॥ ঠিক তাই। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে মা আমাকে বল্‌ছিলেন— কোনরকমে যদি তোর বিয়েটা দিতে পারি, তাহ'লে এই খেয়ো-খেয়ির সংসার থেকে আমি জন্মের মত বিদায় নিয়ে, আমার মার কাছে পাড়াগাঁয়ে চলে যাই।

সমীরণ ॥ অনেক দুঃখেই তিনি একথা বলেছেন। তাই তো বল্‌ছি, এই ভাবনা থেকে তাঁকে তুমি রেহাই দাও—

শর্মিলা ॥ কিন্তু সেটা স্বার্থপরের মত কাজ হবে নাকি?

সমীরণ ॥ সকলের স্বার্থের জন্যে নিজে না হয় একটু স্বার্থপর হ'লে?

শর্মিলা ॥ সকলের স্বার্থ?

সমীরণ ॥ তা বৈকি। তুমি এ সংসার থেকে বিদায় হ'লে তোমার দাদারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। সেইসঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন—তোমার মেজবৌদি। আর সব দুর্ভাবনা—দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পান তোমার মা—

শর্মিলা ॥ তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু ভাবনা তো আমার মাকে নিয়েই। আমার বিয়ের পর সত্যিই যদি তিনি দিদার কাছে চলে যান?

সমীরণ ॥ তুমি তাঁকে যেতে দেবে কেন? মা কি মেয়ের কাছে থাকতে পারেন না?

শর্মিলা ॥ হয়তো পারেন। কিন্তু ছেলেরা থাকতে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থাকাটা তো সম্মানের নয়।

সমীরণ ॥ আমি তো বলি অসম্মানেরও নয়। থেকেও যারা থাকে না, দেখেও যারা দেখে না, তাদের কাছে তুমি আর তোমার মা, ভারবোঝা হয়ে নাই বা রইলে। তাই বলছিলাম, ওদের সংসার থেকে নিজে মুক্ত হয়ে—ওদের মুক্তি দাও। আর তোমার মাকেও চিন্তামুক্ত করো।

[শর্মিলা অভিভূত হয়ে পড়ে]

সমীরণ ॥ শর্মিলা! শর্মিলা!

শর্মিলা ॥ বেশ। তাই হবে—তাই হবে—

[শর্মিলা অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে সমীরণের বুকে মাথা রাখে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সর্বাণীর ঘর। সর্বাণী বসে আছেন। ঘরটি অন্ধকার। ইন্দ্রজিৎ প্রবেশ করে]

ইন্দ্রজিৎ ॥ মা—মা!—

সর্বাণী ॥ কে? ইন্দর এলি? বোস্।

ইন্দ্রজিৎ ॥ তোমার জলখাবার খাওয়া হয়েছে মা?

সর্বাণী ॥ হ্যাঁ বাবা। এইমাত্র বড়বৌমা জল খাবার খাইয়ে গেলেন। সংসারের কোন কাজে তাঁর ভুল হবার যো নেই, কোনও কর্তব্য কাজে ত্রুটি নেই।

ইন্দ্রজিৎ ॥ গতকাল সনাতন কাকা এসেছিলেন শর্মিলার বিয়ের কথা বল্‌তে—

সর্বাণী ॥ হ্যাঁ, আমার সঙ্গেও দেখা করে গেছেন।

ইন্দ্রজিৎ ॥ কথায় কথায় সনাতন কাকা বল্‌লেন, সংসারের নানা অশান্তির জন্য শর্মিলা নাকি বিয়ে করতে রাজী হচ্ছেনা।

সর্বাণী। জানি। কিন্তু ওর ভাবনাটাই যে এখন আমার সবচেয়ে বড় ভাবনা হয়েছে বাবা! কোন রকমে যদি ওর বিয়েটা দিতে পারতাম।

ইন্দ্রজিৎ ॥ তুমি যদি দিদার কাছে চলে যাও, সেই ভয়েতেই আরো—

সর্বাণী ॥ কিন্তু এখানে থেকে, এ অশান্তি আর যে আমি সইতে পারছি না বাবা! তা যাক, বিশুকে বলেছিলি কথাটা?

ইন্দ্রজিৎ ॥ বলেছিলাম। কিন্তু বিশু কোন কথাই বল্‌লে না। তার হয়ে জবাব দিল সুপর্ণা, বল্‌লে—বাড়ী ভাড়ার রসিদে আমরা সই করবো না। তুমি আর শর্মিলা যে বাড়ী ভাড়ার রসিদে সই করো এটা ওরা চায় না—

সর্বাণী ॥ বুঝেছি। শর্মিলা আর আমিও যে এ বাড়ীর অংশীদার, এই কথাটা ওরা স্বীকার করতে চায় না। উনি যাওয়ার পর, সংসারে কত ওলোট পালোট্ হয়ে গেল! অথচ মেজ বৌমার এতটুকু পরিবর্তন হোল না!

[শর্মিলার প্রবেশ]

ইন্দ্রজিৎ ॥ ও বলে—বাবার বাড়ী, আমরা তিন ভাইয়ে সই করবো, এরমধ্যে মা-শর্মিলা আবার সই করবে কেন? এদিকে নীচের তলার ভাড়াটে শঙ্করবাবু—পাঁচজনের সই না হ'লে ভাড়া দিতে চাইছেন না।

সর্বাণী ॥ অতগুলো ভাড়ার টাকা আট্‌কে রইলো—এদিকেও যে ক্রমশঃ সংসার চালানো দায় হয়ে উঠ্‌ছে।

ইন্দ্রজিৎ ॥ সবই তো বুঝছি মা, কিন্তু ও যদি গোঁ ধরে বসে থাকে, তাহলে আমরাই বা কি করতে পারি বল?

শর্মিলা ॥ সেদিন বাবার কাছে যা বলেছিলাম, আজও তোমাদের কাছে

[শুভলক্ষ্মীর প্রবেশ]

আমি তাই বলছি দাদা! বিষয়-সম্পত্তি সব তোমরা নাও, যেমন খুশী আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নাও, শুধু তোমরা কথা দাও—যে মায়ের ভার নেবে?

[শর্মিলা কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে কেঁদে ফেলে]

শুভলক্ষ্মী ॥ নেবো বই কি শর্মিলা! আর কেউ না নিক, আমি নেবো। মেজঠাকুরপো হয়ে সুপর্ণা ভাড়ার রসিদে তোমার আর মায়ের সই

করায় আপত্তি জানিয়েছে—ওরা চায়, ভাড়ার টাকাটা আট্‌কে রেখে সকলকে জব্দ করতে—

শর্মিলা ॥ আমি অবাক হচ্ছি বৌদি,—মেজদার ব্যাপারস্যাপার দেখে। নিজে না হয় মোটা মাইনের চাকরী করে—দিব্যি চলে যাচ্ছে। কিন্তু মার যে কি করে চল্‌ছে—সে কথাটা একবারও ভাবছে না।

সর্বাণী ॥ তা না ভাবুক, ওরা ভালভাবে আছে, এইটুকু দেখেই আমার তৃপ্তি। গতকাল খোকা এসে বলে গেল, হাজার বারোশো টাকা মাইনেয় কোন্ এক মার্চেণ্ট-আপিসে নাকি চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ ॥ হ্যাঁ, কাল এসে কথাটা আমাকেও বলে গেছে। কিন্তু আমি ভাবছি মা, হোটেল খরচ যার আড়াই হাজার টাকা, হাজার বারশো টাকায় তার কি হবে?

শুভলক্ষ্মী ॥ ছোট্ট ঠাকুরপো আমাকে কথায় কথায় বল্‌লে, টাকা পয়সার ব্যাপারে মেম-সাহেবের সঙ্গে নাকি তার এখন বনিবনা হচ্ছে না।

শর্মিলা ॥ হবে কি করে বৌদি? বাবা ছোটদাকে রাশি রাশি টাকা বিলেতে পাঠাতেন। ছোটদাও খেয়াল-খুশী মত সে টাকা খরচ করেছে। আজ টাকায় টান পড়েছে, কাজেই ছোটদাও আর মেম-সাহেবের মন জুগিয়ে চল্‌তে পারছে না।

ইন্দ্রজিৎ ॥ তুই ঠিক বলেছিস্ শর্মিলা। ভেবেছিলাম, বাবার টাকায় সারাজীবনটাই বুঝি এমনিভাবে চলে যাবে। নাঃ! আমরা আগাগোড়াই ভুল করেছি।

সর্বাণী ॥ তোর একার ভুল বলছিস্ কেন বাবা? উনিও তো কম ভুল করেননি! কতদিন বলেছি—ছেলেদের খেয়াল খুশী মেটাতে, তুমি ওদের হাতে মুঠো মুঠো টাকা তুলে দিও না। কিন্তু উনি শোনেননি। বলতেন, 'ওদের জন্যেই তো রোজগার করা; যতদিন আছি, ওদের চাহিদা মিটিয়ে যাবো। যখন টাকা থাকবে না, তখন

ওরা টাকার অভাবে হাহাকার করবে—বুঝতে পারবে যে, টাকা চাইলেই পাওয়া যায় না।'

ইন্দ্রজিৎ॥ সে কথা ঠিক মা। বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছি—কত বড় ভুল করেছি আমরা। সেদিন যদি একটু বুঝে চল্‌তাম, তাহলে হয়তো আজ সংসার চালানোর জন্যে আমায় পরের ফার্মে চাকরী করতে হতো না।

শুভলক্ষ্মী॥ আমি তো বলি, এক পক্ষে ভালই হয়েছে। টাকার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই বাড়ীখানাও যেতো, তাহলে বোধহয় আরও ভাল হতো। সংসারে শান্তি থাকতো—সম্প্রীতি থাকতো।

শর্মিলা॥ তুমি ঠিক বলেছো বৌদি, এই ভিটেটুকুর জন্যেই আজ আমাদের সংসারে যত অশান্তি।

[ইতিমধ্যে প্রসেনজিৎ প্রবেশ করে ও বলে :]

প্রসেনজিৎ॥ কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে একটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চল্‌ছে?

ইন্দ্রজিৎ॥ না। পেটারন্যাল্ প্রপার্টি আমরা যা ইন্‌হেরিট্ করেছি, তারই একটা এ্যাসেস্‌মেণ্ট্ করতে বসেছি।

প্রসেনজিৎ॥ কিন্তু মেজবৌদি বল্‌ছিলেন, অফিসের হাজার হাজার টাকা তুমি নাকি আগে থেকেই সরিয়ে রেখেছো—

ইন্দ্রজিৎ॥ [স্তম্ভিত হয়ে] আমি হাজার হাজার টাকা সরিয়ে রেখেছি?

প্রসেনজিৎ॥ মেজবৌদি তো তাই বল্‌ছিলেন।

ইন্দ্রজিৎ॥ তুইও কি তাই মনে করিস্ খোকা?

প্রসেনজিৎ॥ আমার মনে করাতে কি এসে যায়? আমি এখানে থাকতামও না, এ সব জানতামও না।

সর্বাণী॥ টাকাই যদি সরিয়ে রাখবে, তাহলে আজ পরের দোরে ও চাকরি করতে যাবে কেন?

প্রসেনজিৎ ॥ মেজবৌদি তো বলেন মা, ওটা লোক দেখানো। তবে ব্যাপারটা কি জান বড়দা? মন বড় ঠুন্‌কো। পাঁচরকম শুন্‌তে শুন্‌তে ধারণা অনেক সময় বদলেও যায়।

ইন্দ্রজিৎ ॥ কিন্তু তুই বিশ্বাস কর খোকা—ইনকাম্‌ট্যাক্সের এক লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা দিয়ে, আর মামলা-মোকদ্দমার খরচ জুগিয়ে আমাদের সর্বস্ব চলে গেল! এমন কি শেষ পর্যন্ত মায়ের গহনা-গাঁটি, হীরে-জহরৎগুলোও রাখতে পারলুম না। আর আমাদের সেই মা—সর্বস্ব খুইয়ে আজ সর্বংসহা হয়ে আছেন!

[কথা ক'টি বল্‌তে বল্‌তে ইন্দ্রজিতের গলা ভরী হয়ে আসে—সে ঘর ছেড়ে চলে যেতে চায়। প্রসেনজিৎ বাধা দিয়ে বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ দাদা!

ইন্দ্রজিৎ ॥ না—না, চোর-বদনাম নিয়ে আমি থাকবো না। তুই এসেছিস্, বিশুকেও ডেকে আনি। কাগজ-পত্রগুলো তোদের সামনে তুলে ধরি—তারপর তোরা বিচার করে দেখ্ যে, কত টাকা আমি সরিয়েছি! বিশু—বিশু—

[ইন্দ্রজিৎ পাগলের মত বিশ্বজিৎকে ডাকতে ডাকতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। শর্মিলা চীৎকার করে উঠে :]

শর্মিলা ॥ দাদা!—দাদা!—শোনো—

[নেপথ্যে] বিশ্ব ॥ সুপর্ণা—শোন, যেও না—যেও না—

সুপর্ণা ॥ না—না—না—

[ব্যস্তভাবে সুপর্ণা বেরিয়ে আসে ও বলে :]

সুপর্ণা ॥ কি, ব্যাপার কি? ওঁকে ডাকাডাকি করছেন কেন?

প্রসেনজিৎ ॥ বড়দা খাতাপত্র আনতে গেছেন, আমাদের সকলের সামনে হিসেব নিকেশ বুঝিয়ে দিতে চান। তুমি মেজদাকে ডেকে আনো।

সুপর্ণা ॥ [ম্লান হেসে] তার মানে? আইওয়াশ্!

প্রসেনজিৎ ॥ আইওয়াশ্ বলছো কেন মেজবৌদি? তুমিই তো বলেছো যে

বড়দা ব্যবসা থেকে হাজার হাজার টাকা সরিয়েছেন। সে কথা কতদূর সত্যি, সেটাও তো আমাদের জানা দরকার।

সুপর্ণা ॥ জানতে হয়—তোমরা জান গে, আমাদের জানার কোন প্রয়োজন নেই।

সর্বাণী ॥ কথাটা যখন তোমাদের দিক থেকেই উঠেছে মেজবৌমা, তখন তোমাদেরই জানার দরকার।

সুপর্ণা ॥ ব্যবসাটা যখন আপনাদের ভালভাবে চল্‌ছিলো, তখন তো আপনার মেজছেলেকে ডেকে কেউ খাতা-পত্র দেখাতে চায় নি?

সর্বাণী ॥ তখন তার প্রয়োজন ছিল না। যাঁর ব্যবসা, তখন তিনি বেঁচেছিলেন কাউকে জবাবদিহি করবার দরকার হয়নি। আজ তিনি নেই, আর কথাটা যখন উঠেছে, তখন ইন্দরই বা তোমাদের কাছে চোর হয়ে থাকবে কেন?

[ইতিমধ্যে ইন্দ্রজিৎ খাতা-পত্র নিয়ে হাজির হয়। সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী ॥ ঐ তো খাতা-পত্র নিয়ে এসেছে, বিশুকে ডেকে নিয়ে এসো, তোমরা দেখো—

ইন্দ্রজিৎ ॥ শুধু দেখাই নয় মা, সত্যিই যদি আমি টাকা সরিয়ে থাকি, তাহলে এ বাড়ীতে আমার যেটুকু অংশ আছে, তাও আমি বিশু আর খোকার নামে লিখে দিয়ে, এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।

সুপর্ণা ॥ রাতারাতি যে খাতা বদল করা যায়, সেটা আমরাও জানি। আমাদের অত বোকা ভাববার কোন কারণ নেই।

সর্বাণী ॥ তাহলে তুমি বলতে চাও, ইন্দর খাতা জাল করেছে? ও জালিয়াৎ?

সুপর্ণা ॥ আমি কিছুই বলতে চাই না—শুধু এইটুকু বলতে চাই—বড়দা যে হিসেব আজ দেখাতে চাইছেন, সেটা বাবা মারা যাবার পরেই দেখানো উচিৎ ছিল।

শর্মিলা ॥ ভাড়ার রসিদে তোমরা সই করছো না বলে, ভাড়াটে ভাড়া দিচ্ছে না। মা'র যে কি করে চল্‌ছে—সে-কথাটা তো তোমরা একবারও ভাবছো না।

সুপর্ণা ॥ [ধমকের সুরে] শর্মিলা! তুমি ছোট, ছোটর মত থাকবে। বড়দের কথায় তুমি কথা বল্‌তে আসবে না।

প্রসেনজিৎ ॥ শর্মিলা কিছু অন্যায় বলেনি মেজবৌদি! বড়দার এগেন্‌ষ্টে তোমরা যে এ্যালিগেশান্ এনেছো বড়দা তার জবাবদিহি করতে যেমন প্রস্তুত, তেমনি তোমাদেরও শর্মিলার কথার জবাবদিহি-করতে হবে--কেন তোমরা বাড়ীভাড়ার রসিদে সই করছো না?

[প্রসেনজিতের কথার মধ্যে বিশ্বজিৎ ঘরে প্রবেশ করে। নিষ্ফল আক্রোশে সুপর্ণা মুখ ঘোরাতেই বিশ্বজিৎকে দেখতে পায়। সুপর্ণা তখন আরও উত্তেজিত হয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে :]

সুপর্ণা ॥ সে জবাবদিহি যদি কোনদিন করতে হয়, তাহলে আমাদের লিগ্যাল্ এ্যাড্‌ভাইসারের থ্রু দিয়েই তা করবো।

[সুপর্ণা ঘর ছেড়ে চলে যায়। প্রসেনজিৎ বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ মেজবৌদি যা বলে গেলেন, তুমিও কি তাই চাও মেজদা?

বিশ্বজিৎ ॥ যা দেখলাম, যা শুনলাম, তারপরেও যদি বলি—চাইনা, তাহলে কেউ কি আর বিশ্বাস করবে এইটেই আমার মনের কথা? তবে এইটুকু জেনে রাখ্ খোকা, অশান্তিটা যাতে না বাড়ে তারই জন্যে আজ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছিলাম, কিন্তু যখন এলাম, তখন হাতের তীরটা ছোঁড়া হয়ে গেছে। তাই বলছিলাম, এখন যা আর ফিরিয়ে নিতে পারবো না, তারজন্যে শুধু আক্ষেপই করা চলে—কি চাই, আর না চাই, সে কথা আর এখন বলা চলে না—

[বিশ্বজিৎ ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে যায়—সবাই সেইদিকে চেয়ে থাকে]

তৃতীয় দৃশ্য

[সনাতন ঘরে ঢুকে চাদরটা আলনায় রেখে জামার বোতাম খুলতে থাকেন। ইতিমধ্যে কাপড় কোঁচাতে কোঁচাতে সৌদামিনী আসেন।]

সনাতন॥ কি গো! সমীরণকে বলেছিলে কথাটা?

সৌদামিনী॥ হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু সমু বললে, মার কি হবে এই কথা ভেবে শর্মিলা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। তা আমি যে তোমাকে বলেছিলাম, তুমি নিজে গিয়ে শর্মিলাকে একবার কথাটা বল। গিয়েছিলে?

সনাতন॥ গিয়েছিলাম। শর্মিলাকে বলেওছিলাম। খুব শক্ত মেয়ে। বললে একখানা ঘর দেখে দিন কাকাবাবু—মা আর আমি সেইখানে গিয়ে থাকবো—টিউশানি করে দু'জনের পেট চালাবো। শুনে বললাম—তা কেন মা? তোমার বাবা তো সমীরণের সঙ্গে বিয়ের কথাটা পাকাপাকি করে ফেলার জন্যে আমাকে বলেই গিয়েছিলেন। শুনে বললে—কিন্তু আমার মায়ের কি হবে? মায়ের ভার কে নেবে?

সৌদামিনী॥ তা তুমি একবার শর্মিলার মাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে না কেন? তাঁর কি ইচ্ছে সেটাও তো একবার জানার দরকার।

সনাতন॥ তাঁকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন—আপনি দাঁড়িয়ে থেকে শর্মিলার বিয়েটা দিয়ে দিন। আমি আমার বাপের ভিটেতে মায়ের কাছে চলে যাই। আমি ছাড়া, তাঁকেও তো আর দেখবার কেউ নেই।

সৌদামিনী॥ আহা! অনেক দুঃখেই ছেলেদের কাছ থেকে চলে যেতে চাইছেন। তুমি আর দেরী কোরো না। যেমন করেই হোক, সমীরণের সঙ্গে শর্মিলার বিয়েটা দিয়ে দাও।

সনাতন॥ কিন্তু দিই কি করে? শর্মিলা তার মায়ের মুখ চেয়ে রাজী হচ্ছে না। এদিকে তার ভাইয়েরাও কোন চেষ্টা করছে না, বলছো—দেখি

—সুরজিতের ছেলেদের আর একবার কথাটা বলে দেখি, তারপর যা হয় করতেই হবে। চোখের সামনে দু'টি ছেলে'-মেয়ের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, এ আমি দাঁড়িয়ে দেখতে পারবো না।

[ইতিমধ্যে সমীরণ আসে। তাকে দেখে, সৌদামিনী বলেন :]

সৌদামিনী ॥ কি রে? শর্মিলাদের বাড়ীতে আজ গিয়েছিলি?

সমীরণ ॥ গিয়েছিলাম দিদি, কিন্তু ক'দিন থেকে ওদের বাড়ীতে খুব অশান্তি চলেছে। ওর মেজ বৌদি বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে খুব অশান্তি করছেন। শর্মিলার বড় বৌদি আড়ালে ডেকে আজ সব কথাই আমাকে বললেন। এখন শর্মিলা আর তার মা-ই যেন সকলের কাছে ভারবোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সৌদামিনী ॥ ভার বোঝা! ভার বোঝা মনে করলে তো হবে না। মায়ের পেটের বোন, তার বিয়ের ব্যবস্থাও তো ওদের করা উচিৎ।

সনাতন ॥ আসল কথা, অন্য ভাইয়েদের ইচ্ছে থাকলেও—মেজবৌদি আর মেজ ভাইয়ের জন্যে ওরা শর্মিলার বিয়ের কিছুই করতে পারছে না।

সমীরণ ॥ আপনি ঠিক বলেছেন জামাইবাবু। তাই অনেক ভেবেচিন্তে শর্মিলাকে রেজেষ্ট্রী করে আজ আমি বিয়ে করলুম।

সৌদামিনী ॥ রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে করলি?

সমীরণ ॥ হ্যাঁ দিদি। শর্মিলার বাবা বেঁচে থাকতেই আমরা নোটিশটা দিয়ে রেখেছিলাম, আজ বিয়ে করলাম।

সনাতন ॥ বেশ করেছো। আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি।

সৌদামিনী ॥ কিন্তু গায়ে-হলুদ হলো না, উলু পড়লো না, শাঁখ বাজলো না—

সনাতন ॥ কিছুই হলো না, তবু ওদের বিয়েটা হয়ে গেল এইটেই বড় কথা। সকলের সব ভাবনা, সব চিন্তার হাত থেকে ওরা নিজেরাই রেহাই দিয়েছে। খরচের ভয়ে যারা হাত গুটিয়ে বসেছিল, তাদের কাছে ওরা প্রমাণ করতে পেরেছে, মনের মিল থাকলে সামান্য ক'টি টাকাতেও বিয়েটাকে বিধিবদ্ধ করা যেতে পারে। তোমার যদি

উলু দিতে, শাঁখ বাজাতে ইচ্ছে হয়, তো ভায়ের বৌকে ঘরে এনে, উলু দিও,—শাঁখ বাজিও।

সৌদামিনী ॥ তা বিয়েই যখন করলি, শর্মিলাকে ঘরে নিয়ে এলি নে কেন ভাই ?

সমীরণ ॥ আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শর্মিলা বল্‌লে—কাল ভাইফোঁটা, ভায়েদের ফোঁটা দিয়ে, তারপর এবাড়ী থেকে জন্মের মত বিদায় নেবো।

সনাতন ॥ হায় রে বাংলা দেশ ! যে ভায়েরা বোনকে বাপের ভিটের ভাগ দিতে চায় না, সেই বোনেরাই আবার ভায়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে যমের দুয়ারে কাঁটা দিতে চায় !

চতুর্থ দৃশ্য

[সর্বাণীর শয়নকক্ষ। আজ ভাইফোঁটা। তাই শর্মিলা ভায়েদের ফোঁটা দেবার জন্যে, মায়ের ঘরে আয়োজন করেছে। তিনটে কাঁসার থালায় বাটা ও জল খাবার সাজানো। সামনে এক গ্লাস করে জল। প্রত্যেক থালার পাশে ট্রেতে করে এক একখানি দেশী ধুতি, তিনটে আসন পাতা। ·তার সামনে প্রদীপ জ্বালা। অদূরে একটি খাটে সর্বাণী বসে আছেন, তাঁর পাশে শুভলক্ষ্মী। মায়ের খাটের একদিকে ইন্দ্রজিৎ বসে আছে। সর্বাণী বলেন :]

সর্বাণী ॥ কৈ, খোকা তো এখনও হোটেল থেকে এলো না ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা ? আসবে যখন বলে গেছে, নিশ্চয়ই আসবে। তা ছাড়া বেলা দশটা পর্যন্ত সময় আছে। এখন তো সবে আটটা। শর্মিলা ! ওরা এলে আমায় খবর দিস্। আমি ঘরেই আছি। দেখ, তুই বরং খোকা এলে, বিশুকে ডেকে নিয়ে আসিস্।

শর্মিলা ॥ আচ্ছা দাদা।

[ইন্দ্রজিৎ চলে যায়। শর্মিলা বলে :]

শর্মিলা ॥ বড়দা তো বললেন মা, মেজদাকে ডেকে আনতে। আমার কিন্তু ওঘরে যেতে ইচ্ছে করে না। মেজদাকে ডাকতে যাবো, আর মেজবৌদি হয়তো না হোক কতকগুলো কথা শুনিয়ে দেবে।

সর্বাণী ॥ তা বলে আর কি করবি? আজকের দিনে ও কথা মনে করতে নেই। যা বলে বলুবে।

শুভলক্ষ্মী ॥ আমি বল্‌ছি ঠাকুর ঝি, তুমি দেখে নিও, মেজঠাকুরপো নিশ্চয়ই ফোঁটা নিতে আসবে। সুপর্ণার ওপর মেজঠাকুরপো আজকাল খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

শর্মিলা॥ তা জানি। তবুও মেজবৌদির ঘরে ঢুকতে আমার ভয় করে। কি জানি, বচ্ছরকার দিন, কি বল্‌তে কি বল্‌বে।

[ইতিমধ্যে প্রসেনজিৎ আসে। শর্মিলা প্রসেনজিৎকে দেখে বলে :]

শর্মিলা ॥ এই যে ছোটদা এসেছো? তোমার কথাই এতক্ষণ ভাবছিলাম।

প্রসেনজিৎ ॥ ভাবনার কি আছে? ভাই-ফোঁটা কখনও মিস্ করতে পারি?

শুভলক্ষ্মী ॥ ঠিক আছে। তোমাকে যেতে হবে না ঠাকুরঝি—আমিই গিয়ে মেজঠাকুরপোকে ডেকে আনছি।

শর্মিলা ॥ ঐ সঙ্গে বড়দাকেও ডেকে এনো বৌদি।

শুভলক্ষ্মী ॥ আচ্ছা।

[শুভলক্ষ্মী চলে যায়। শর্মিলা প্রসেনজিতের সঙ্গে মেরীকে না দেখে জিজ্ঞেস করে :]

শর্মিলা ॥ তা মেরী বৌদি কৈ? তাকে দেখছি না যে?

প্রসেনজিৎ ॥ তাকে আর কোনদিনই দেখতে পাবি না রে!

শর্মিলা ॥ তার মানে?

প্রসেনজিৎ ॥ পয়সার লোভে যারা হাত ধরে, তাদের সঙ্গে কোনরকমে হয়ত বন্ধুত্ব করা যেতে পারে, কিন্তু জীবন-সঙ্গিনী করা যায় না।

সর্বাণী ॥ কি বলছিস্ খোকা?

প্রসেনজিৎ ॥ ঠিকই বলছি মা! মেরী আমার পয়সা দেখে হাত ধরেছিল, কিন্তু পয়সা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে। অনেক করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসার কোন দামই সে দিল না—এখন সে আমার কাছ থেকে প্যাসেজ্ নিয়ে দেশে ফিরে যেতে চায়। যাক্‌গে, আজকের দিনে ওসব কথা বাদ দাও।

[সহসা থালায় সাজান ধুতির দিকে চেয়ে বলে ওঠে]

প্রসেনজিৎ ॥ একি রে ! ধুতি দিয়েছিস্ দেখছি ? তা বেশ করেছিস। ধুতিপরা অভ্যেস তো একেবারে যেতে বসেছে। দু'একখানা পেলে আবার অভ্যেসটা করা যেতে পারে। তা যাক্—তোর কত দেরী ?

শর্মিলা ॥ দেরী আর কি ? আমি তো রেডী। শুধু তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। বড় বৌদিও গেছেন, মেজদাকে ডাকতে—

[ইতিমধ্যে শুভলক্ষ্মী ফিরে আসে। শর্মিলা বলে :]

শর্মিলা ॥ মেজদাকে বলে এলে ?

শুভলক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ।

শর্মিলা ॥ মেজদা আসছেন ?

শুভলক্ষ্মী ॥ গিয়ে দেখলাম, ঠাকুরপো আর সুপর্ণার ভেতর খুব কথা কাটাকাটি চল্‌ছে।

সর্বাণী ॥ বুঝতে পেরেছি বৌমা, বিশুকে মেজবৌমা আসতে দিতে চাইছেন না।

শুভলক্ষ্মী ॥ ঠিকই বলেছেন মা।

শর্মিলা ॥ তোমাকে মেজবৌদি কিছু বলে নি তো ?

শুভলক্ষ্মী ॥ বলার সুযোগ পেলে তবে তো ? আমি গিয়ে মেজ ঠাকুরপোকে খবরটা দিয়েই চলে এসেছি।

প্রসেনজিৎ ॥ মেজদা শর্মিলার কাছে ফোঁটা নেন, এটাও কি মেজবৌদি চান না ?

সর্বাণী ॥ মেজবৌমা আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখতে চান না খোকা !

[সর্বাণীর কথার ওপরেই সুপর্ণা প্রবেশ করে ও বলে :]

সুপর্ণা ॥ না—চাই না। আর সেটা যখন বুঝতেই পেরেছেন, তখন কি দরকার ছিল লোক-দেখানো এই সব অনুষ্ঠানের ?

সর্বাণী ॥ লোক দেখানো ! কি বলছো মেজবৌমা ?

সুপর্ণা ॥ ঠিকই বলছি। ভায়েদের সম্পত্তিতে যে ভাগ বসাতে চায়, তার লোক দেখানো ফোঁটা দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

শর্মিলা ॥ ভায়েদের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে আমি চাই না মেজবৌদি ! সে ইচ্ছে আর প্রবৃত্তি যেন আমার কোন দিনও না হয়। তবে হ্যাঁ, মায়ের মুখ চেয়ে এখনও আমার ভাগটা ভায়েদের লিখে দিই নি। তোমরা যদি কথা দাও—মার সমস্ত ভার নেবে, সেই মুহূর্তে আমিও আমার ভাগটা তোমাদের লিখে দোবো।

সুপর্ণা ॥ তুমি কি আমাদের চ্যালেঞ্জ করছো ?

শর্মিলা ॥ চ্যালেঞ্জ আমি করছি না, আমি শুধু মায়ের মুখ চেয়ে তোমাদের কাছে এ্যাপিল্ করছি।

সুপর্ণা ॥ এই কি তোমার এ্যাপিলের টোন্ ?

শর্মিলা ॥ টোন্টার মধ্যে যদি কোনও তারতম্য ঘটে থাকে, সেটা তাহলে তোমার জন্যেই ঘটেছে।

সুপর্ণা ॥ বটে !

শর্মিলা ॥ নিশ্চয়ই। যে কথাটা আমাদের ভাইবোনের মধ্যে হওয়া উচিত ছিল, সে কথা তুমি ওপর পড়া হয়ে বল্তে না এলে, এ্যাপিল্টা বোধহয় এ্যাপিলের মতই শোনাতো।

[শর্মিলার কথার মাঝে কখন যে বিশ্বজিৎ সুপর্ণার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ তা টের পায় না। শর্মিলার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিৎ বলে :]

বিশ্বজিৎ ॥ বেশ বলেছিস শর্মিলা—বেশ বলেছিস্—

সুপর্ণা ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে] বেশ বলেছে ?

বিশ্বজিৎ ॥ তা বলেছে বৈকি ! ঢিলটি মারলে যে পাটকেল্টি খেতে হয়, একথা তোমার বোঝা উচিত ছিল।

সুপর্ণা ॥ তুমি কি বলতে চাও ?

বিশ্বজিৎ ॥ বলতে চাই, সহ্যেরও একটা সীমা আছে। সে সীমা তুমি অনেকদিন আগেই অতিক্রম করেছো। আর, আজ সেটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে—

সুপর্ণা ॥ তুমি আমাকে এই কথা বল্ছো ?

বিশ্বজিৎ ॥ হ্যাঁ বল্‌ছি। কারণ, মানুষের মধ্যে যে সুকুমার বৃত্তিগুলো থাকার প্রয়োজন, তা তুমি অনেক কাল আগেই হারিয়ে ফেলেছো ; চিনেছো—শুধু টাকাকে।

সুপর্ণা ॥ নিশ্চয়ই—আজকের দিনে সবকিছুর মূলেও ঐ টাকা। যার টাকা আছে, সমাজে তার প্রতিষ্ঠা আছে, প্রতিপত্তি আছে। তা যাদের নেই, তারা পপার! তাই, আমার কাছে তোমাদের আজ আর কোনও দাম নেই।

[সুপর্ণা রাগে, ক্ষোভে ও অপমানে প্রস্থান করে। কিছুক্ষণ পরে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিশ্বজিৎ বলেঃ]

বিশ্বজিৎ ॥ আয় শর্মিলা, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে তুই আমাদের ফোঁটা দে। আইন,—আদালতের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাক, ভাই-বোনের স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে সে যেন আঁচড় কাটতে না পারে।

[উপরোক্ত কথার মধ্যে ইন্দ্রজিৎ আসে]

ইন্দ্রজিৎ ॥ তুই ঠিকই বলেছিস্ বিশু, আয়—তিন ভাইয়ে মিলে পাশাপাশি বসে আবার আমরা বোনের হাতে ফোঁটা নিই।

[ইন্দ্রজিৎ, বিশ্বজিৎ ও প্রসেনজিৎ আসনে বসতে যাবে, এমন সময় সৌদামিনী ও সমীরণকে নিয়ে সনাতন বল্‌তে বল্‌তে প্রবেশ করেন :]

সনাতন ॥ বৌঠান! একটা বিশেষ কারণেই—[নেপথ্যের দিকে চেয়ে] কৈ গো,—এসো না গো—

[সৌদামিনী সমীরণকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। সনাতন বলতে থাকেন :]

সনাতন ॥ একটা বিশেষ খবর দেবার জন্যে সমীরণের সঙ্গে, সমীরণের দিদিকেও নিয়ে এলাম।

[সামনে ভাইফোঁটার বাটা সাজানো দেখে সনাতন বলেন :]

সনাতন ॥ একি! এখনও ফোঁটা হয় নি? নাও মা, তুমি ফোঁটা দিয়ে নাও, আমরা না হয় ততক্ষণ পাশের ঘরে—

[সনাতন চলে যেতে যান। ইন্দ্রজিৎ বলে :]

ইন্দ্রজিৎ ॥ না—না, আপনারা যাবেন কেন?

[সর্বাণী সৌদামিনীর হাত ধরে বলেন :]

সর্বাণী ॥ এসো ভাই—

ইন্দ্রজিৎ ॥ বসুন কাকাবাবু—বলুন কি খবর ?

সনাতন ॥ খবর ভালও বল্‌তে পার, আবার মন্দও বল্‌তে পারো। ঐ ভালোয়-মন্দয় মেশানো বলা চলে।

সর্বাণী ॥ ভালোয়-মন্দয় মেশানো !

সনাতন ॥ হ্যাঁ বৌঠান। আপনি ভাবছিলেন—মেয়ের বিয়ে দেবেন কি করে, টাকা পয়সা কোথায় ? তাই ওরা তলে তলে সামান্য ক'টি টাকায় বিয়েটা সেরে ফেলেছে।

সর্বাণী। এঁ্যা !—সে কি ?

সৌদামিনী ॥ হ্যাঁ। তাইতো বল্‌ছিলুম দিদি ! শাঁখ বাজলো না, উলু পড়লো না, একিরকম বিয়ে হলো ?

প্রসেনজিৎ ॥ বিয়েটা ঠিকই হয়েছে কাকীমা। ইচ্ছে হয়—আপনারা এর পরে একদিন শাঁখ বাজাবেন, উলু দেবেন।

সনাতন ॥ আমিও সেই কথাই তোমাদের কাকীমাকে বল্‌ছিলাম বাবাজী !

ইন্দ্রজিৎ ॥ আজ আমাদের জীবনে সবচেয়ে শুভদিন কাকাবাবু। মনে হচ্ছে, সব দুশ্চিন্তা—দুর্ভাবনার হাত থেকে এবার আমরা রেহাই পেলাম।

সনাতন ॥ পাবে বৈকি বাবাজী, পাবে বৈকি ! এই তো নিয়ম। "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে।"—[সমীরণকে] তা যাক, বলি ও ভায়া ! গো-চোরের মত দাঁড়িয়ে আছো কেন ? চুপি চুপি বিয়েটা সারলে, চুপি চুপি শালাদের ভাইফোঁটার কাপড় কিনে দিলে—

বিশ্বজিৎ ॥ এঁ্যা ! বলেন কি ? সমীরণ আমাদের কাপড় কিনে দিয়েছে ?

সনাতন ॥ হ্যাঁ বাবাজী ! আর ওবেলায় তোমাদের খাওয়ার নেমন্তন্ন করার জন্যে, তোমাদের কাকীমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। বল্‌লে—আমার বড় লজ্জা করছে। তুমি গিয়ে বল্‌বে চলো।

প্রসেনজিৎ ॥ না-না, লজ্জা কি ভায়া! ভগ্নীপতির নেমন্তন্ন—আমরা কি ঠেল্‌তে পারি?

সৌদামিনী ॥ তাহলে ওবেলায় তোমরা যাচ্ছ তো বাবা?

প্রসেনজিৎ ॥ হাঁ, হাঁ, যাবো বৈকি! নিশ্চয়ই যাবো—

সৌদামিনী ॥ [সর্বাণীকে] ফোঁটা দেওয়া হয়ে গেলেই আমি কিন্তু শর্মিলাকে নিয়ে যাবো দিদি!

সর্বাণী ॥ তোমাদের জিনিষ তোমরা নিয়ে যাবে, এতে আর আমার কি বলার আছে ভাই?

সৌদামিনী ॥ নাও শর্মিলা, তাড়াতাড়ি ভায়েদের ফোঁটাটা দিয়ে নাও।

ইন্দ্রজিৎ ॥ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফোঁটাটা দিয়ে নে ভাই। তোকে আবার যেতে হবে যখন, তখন আর দেরী করিস্ নি—

[শর্মিলা জড়সড় হয়ে ফোঁটা দিতে প্রস্তুত হয়। ইতিমধ্যে শুভলক্ষ্মী এগিয়ে আসে ও শর্মিলার আঁচলটা টেনে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দেয় ও বলে :]

শুভলক্ষ্মী ॥ এরপর খালি মাথায় তোমায় আর ভাল দেখায় না।

সর্বাণী ॥ যাবার আগে ওকে একটু সিঁদূর পরিয়ে দিও বড় বৌমা! নে মা, তাডাতাডি ফোঁটাটা সেরে নে—

[শর্মিলা ইন্দ্রজিতের কপালে চন্দনের বাটী থেকে চন্দন নিয়ে ফোঁটা দেয়। তারপর দই ও ঘিয়ের ফোঁটা দিয়ে, ইন্দ্রজিতকে প্রণাম করে। ইন্দ্রজিৎ হাত থেকে আংটিটি খুলে শর্মিলার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে বলে :]

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমাদের ভাবনা থেকে রেহাই দিতে, তুই চুপি চুপি বিয়ে করেছিস্। আজ যা দিয়ে তোকে আশীর্বাদ করা উচিৎ ছিল, তা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই ভাই—তাই এইটুকু দিয়েই তোকে আশীর্বাদ করছি—তোরা সুখী হ'—

[ইন্দ্রজিতের কথায় সকলের চোখ ছলছল করে ওঠে। শর্মিলার চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ে। শর্মিলা চোখ মুছে বিশ্বজিৎকে ফোঁটা দেয়। শুভলক্ষ্মী শাঁখ বাজায়। ফোঁটা দেওয়া হয়ে গেলে, শর্মিলা বিশ্বজিৎকে প্রণাম করে। বিশ্বজিৎ আশীর্বাদ করে বলে]

বিশ্বজিৎ ॥ কি মনের অবস্থায় ফোঁটা নিতে এসেছিলুম, তাতো তুই জানিস্

বোন ! তাই ধান-দূর্বা দিয়ে তোকে আশীর্বাদ করছি—সুখী হ। আমার আশীর্বাদীটা তোর পাওনা রইলো।

[তারপর শর্মিলা প্রসেনজিতের কাছে এগোতেই প্রসেনজিৎ বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ ফোঁটাগুলো ছোট্ট ছোট্ট করে দিবি—

[শর্মিলা 'হ্যাঁ' বলে ঘাড় নাড়ে। কিন্তু ফোঁটা দেবার সময় দেখা যায়—বেশ বড করেই দিয়েছে। শেষে দইয়ের ফোঁটাটা এত বড দিয়েছে যে, দইটা প্রসেনজিতের নাকের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। প্রসেনজিৎ বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ দেখো মা—দেখো। সেই ছেলেবেলার মত খুন্সুটি করে কি রকম ফোঁটা দিলে দেখো! দই একেবারে নাকের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে! যা—তোকে আমি কিচ্ছু দোবো না।

[আসন থেকে উঠে প্রসেনজিৎ সমীরণের কাছে এসে নিজের হাত ঘড়িটা তার হাতে বাঁধতে বাঁধতে বলে :]

প্রসেনজিৎ ॥ এসো ভায়া, আমার আশীর্বাদীটা আমি তোমার হাতেই পরিয়ে দিই।

[ঘড়িটা পরানো হয়ে গেলে সনাতন বলেন :]

সনাতন ॥ বলি, দর্শকের ভূমিকা নিয়ে এতক্ষণ তো তুমি শুধু দাঁড়িয়েই রইলে ভায়া! মেক্-আপ নেওয়া ছেলে—ভেবেছিলুম, অনেক কিছুই মেক্-আপ্ করবে। তাতো কিছুই করলে না। তা শর্মিলার ভায়েদের ও বেলায় খাবার কথাটা তুমি অন্ততঃ নিজের মুখেই একবার বলো—

সমীরণ ॥ [লজ্জাজড়িত কণ্ঠে] ওবেলা তাহলে আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন কিন্তু—

[ইন্দ্রজিৎ সমীরণের কাছে এসে পিঠ্ চাপড়ে বলে :]

ইন্দ্রজিৎ ॥ যাবো বৈকি ভাই, নিশ্চয়ই যাবো। (সমীরণ ইন্দ্রজিৎকে প্রণাম করতে যায়।)

ইন্দ্রজিৎ ॥ না—না—আমাকে নয়—মাকে।

[সমীরণ এগিয়ে গিয়ে সর্বাণীকে প্রণাম করে। ততক্ষণে শুভলক্ষ্মী শর্মিলাকে সর্বাণীর কাছে নিয়ে আসে—শর্মিলা সর্বাণীকে প্রণাম করে।]

সমাপ্ত